Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া সুলতানা ইমা

রোলঃ 227020743

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া সুলতানা ইমা

রোলঃ 227020743

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিয়া সুলতানা ইমা, আইডিঃ 227020743 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tania

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তানিয়া সুলতানা ইমা

আইডিঃ 227020743

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কুরআনে নবীগণের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য....2

কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম....2

✿ হযরত আদম (আ) ✿ 3

✿ হজরত ইদরিস আ.-এর ঘটনা ✿ 14

✿ হজরত নুহ আ.-এর ঘটনা ✿ 18

✿ হজরত হুদ আলাইহিস সালাম ✿ 38

✿ হজরত সালিহ (আ) ✿ 49

✿ হযরত ইবরাহীম (আ) ✿ 64

✿ হযরত লুত (আ) ✿ 93

✿ হযরত শুআইব (আ) ✿ 98

✿ হযরত ইসমাইল (আ) ✿ 107

✿ হযরত ইসহাক (আ) ✿ 113

✿ হযরত ইয়াকুব (আ) ✿ 119

✿ হযরত ইউসুফ (আ) ✿ 127

✿ হযরত আইয়ুব (আ) ✿ 142

✿ কওমে ইয়াসিন-এর ঘটনা ✿ 148

✿ হজরত ইউনুস (আ) ✿ 152

✿ হজরত হারুন (আ) ✿ 159

✿ হযরত মুহাম্মদ (সা) ✿ 168

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানবজাতির হেদায়েতের জন্য।'প্রথম মানুষ' আদমকে তাঁর বংশধরগণের হেদায়াতের জন্য 'প্রথম নবী' হিসাবে প্রেরণ করেন (বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)।

এভাবে আদম (আলাইহিস সালাম) হ'তে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গম্বর প্রেরিত হন।' বহু নবীর নিকটে আল্লাহ পাক 'ছহীফা' বা পুস্তিকা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক রাসূলকে দেন পৃথক পৃথক শরী'আত বা জীবন বিধান। তবে চার জন শ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকটে আল্লাহ প্রধান চারটি 'কিতাব' প্রদান করেন। যথাক্রমে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপরে 'তাওরাত', দাউদ (আঃ)-এর উপরে 'যবুর', ঈসা (আঃ)-এর উপরে 'ইনজীল' এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে 'কুরআন'।শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন ও শেষ কিতাব 'কুরআন' নাযিলের পর বিগত সকল নবুঅত ও সকল কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসাবে (বাক্বারাহ ২/২, ১৮৫) কেবলমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আনীত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনই বাকী রয়েছে।

হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত বিরাট সংখ্যক নবীগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম এসেছে। তন্মধ্যে একত্রে ১৭ জন নবীর নাম এসেছে সূরা আন'আম ৮৩ হ'তে ৮৬ আয়াতে। বাকী নাম সমূহ এসেছে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে। কেবলমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সূরা ইউসুফে একত্রে বর্ণিত হয়েছে। বাকী নবীগণের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এসেছে। যেমন মূসা ও ফেরাউনের ঘটনা কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলিকে একত্রিত করে কাহিনীর রূপ দেওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আল্লাহ বলেন,

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً.لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অর্থ:'আমরা আপনার পূর্বে এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি...' (নিসা ৪/১৬৪, মুমিন ৪০/৭৮)।

কুরআনে নবীগণের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য

প্রশ্ন হ'তে পারে, পবিত্র কুরআনে বিগত নবীগণের ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? এর জবাব আল্লাহ দিয়েছেন, وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 'আমরা পয়গম্বরদের এসব কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করি, যদ্দারা আমরা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এর মধ্যে এসেছে আপনার নিকটে সত্য, উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু সমূহ বিশ্বাসীদের জন্য' (হূদ ১১/১২০)। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে আল্লাহ্ রাসূল (ছাঃ) নবুঅতের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাঁর উম্মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম

আদম, নূহ, ইদরীস, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইয়ূব, শু'আয়েব, মূসা, হারূণ, ইউনুস, দাউদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা', যুল-কি, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এঁদের মধ্যে ইবরাহীম-পূর্ব সকল নবী আদম ও নূহের বংশধর এবং ইবরাহীম-পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ইবরাহীম (আঃ)- এর বংশধর। আমরা এক্ষণে পরপর তাঁদের জীবনী ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

❀ হযরত আদম (আ) ❀

আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষ সৃষ্টির ঘোষণা দেন একটি আয়াতের মাধ্যমে। আয়াতটি হলো:
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
"পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।" (সূরা বাকারা: ৩০)

এ ঘোষণায় আল্লাহ তাআলা আদম আ. ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন, যারা একে অপরের প্রতিনিধিত্ব করবে।
সংক্ষেপে আদম (আ) কে সৃষ্টির কাহিনী :
আল্লাহ একদা ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। এখানে ফেরেশতাদের উক্ত বক্তব্য আপত্তির জন্য ছিল না, বরং জানার জন্য ছিল আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না (বাক্বারাহ ২/৩০)। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহ্ বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল হুকুম তামিলকারী জাতি নয়।

ফেরেশতাদের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইবলিশের অবাধ্যতা :

তারপর আল্লাহ তাআলা ইলমের ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ব্যক্ত করে বলেন:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।"

• ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, "তা হলো সেসব নাম, যদ্বারা মানুষ পরিচিতি লাভ করে থাকে। যেমন: মানুষ, জীব, ভূমি, স্থলভাগ ও জলভাগ, পাহাড়-পর্বত, উট-গাধা

ইত্যাদি।"

• অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ডেগ-ডেকচি, থালা-বাসন থেকে

আরম্ভ করে বায়ু নির্গমনের নাম পর্যন্ত শিক্ষা দেন।

• মুজাহিদ রহ. বলেন: "আল্লাহ তাঁকে সকল জীব-জন্তু, পশু-পাখি ও সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ. এবং কাতাদা রহ. সহ প্রমুখ এরূপ বলেছেন। রাবী বলেন: "আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফেরেশতাগণের নামসমূহ শিক্ষা দেন। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ রহ. বলেন: "আল্লাহ তাঁকে তাঁর সন্তানদের নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে ছোট-বড় সকল বস্তু ও তার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যের নাম শিক্ষা দেন। ইবনে আব্বাস রাযি. এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।
আল্লাহ তাআলা আদম (আ) এমন সবকিছু শিক্ষা দিলেন যা ফেরেশতাদেরকে দেননি। তারপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বিভিন্ন নাম জিজ্ঞেস করলে তারা বলে :

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم(٣٢) ُ

"তারা (ফেরেশতারা) বলল, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা: ৩২)
তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা আদমকে(আ) জিজ্ঞাসা করেন তখন আদম (আ) সব নাম বলে দেন এ সম্পর্কিত আয়াতটি হলো :

يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُون(٣٣) َ

"আল্লাহ বলেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। যখন সে এ সকল নাম বলে দিল, তিনি বললেন: আমি কি তোমাদেরকে বলি নি, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, আমি তাও জানি?" (সূরা বাকারা: ৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা গোপন বিষয় তেমনিভাবেই জানেন, যেভাবে জানেন প্রকাশ্য বিষয়। কারো মতে "প্রকাশ্য বিষয়" অবহিত দ্বারা এখানে ফেরেশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে। যা তারা (ফেরেশতাগণ) আল্লাহ তাআলার আদম আ.-কে সৃষ্টির ঘোষণা শুনে বলেছিলেন। তারা বলেছিলেন:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

"আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে?" (সূরা বাকারা: ৩০)
আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ

"যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম তোমরা আদমকে সিজদা করো! তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল।"

(সূরা বাকারা: ৩৪)

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত ছিল হযরত আদম আ.- এর জন্য বিরাট সম্মান ও মর্যাদা। আদম আ.-কে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতি হাতে সৃষ্টি করে তাতে রূহ সঞ্চার করার পর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন তাঁকে ওই সিজদা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين(٢٩)

"যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" (সূরা হিজর: ২৯)

আদম আ.-কে চারটি মর্যাদা দান

(১) আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন।

(২) তাঁর মধ্যে নিজ রূহ সঞ্চার করেছেন।

(৩) তাঁকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছেন।

(৪) তাঁকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

এ কারণে ঊর্ধ্বজগতে যখন হযরত মূসা আ. ও হযরত আদম আ.-এর মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তখন হযরত মূসা আ. বলেছিলেন- আপনি মানবজাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ পাক নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে তাঁর (আল্লাহর) রূহ সঞ্চার করেছেন। ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনাকে তিনি সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার গুণাবলী ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছন।

সর্বপ্রথম অলীক যুক্তি উপস্থাপনকারী:

হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, ইবলিস এখানে যুক্তি দিতে চেষ্টা করেছে এবং এভাবে যুক্তি প্রদানকারী সর্বপ্রথম সে (ইবলিস)-ই। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. বলেন: সর্বপ্রথম যে এরূপ যুক্তির সূচনা করে, সে হলো ইবলিস। আর সূর্য ও চন্দ্রের পূজাও

এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়।

(তাফসিরে তাবারি: ৮/৯৮)

ইবলিস নিজের ও আদম আ.-এর মাঝে (জ্ঞানের দিক থেকে) তুলনা করেছিল। সুতরাং আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য তার প্রতি ও ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হওয়া সত্ত্বেও সে (ইবলিস) নিজেকে আদম আ.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ধারণা করে সিজদা করা থেকে বিরত থাকে। (এখানে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও) ইবলিস (তার শ্রেষ্ঠত্বের) যুক্তি প্রদান করে।

এ কথা সুস্পষ্ট, আল্লাহ তাআলার সরাসরি আদেশের সামনে সকল প্রকার যুক্তি বাতিল ও নিরর্থক। তা ছাড়া ইবলিসের এই যুক্তিটি ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মনগড়া। কারণ, মাটি আগুনের চেয়ে উপকারী ও উত্তম। কেননা মাটির মধ্যে রয়েছে কোমলতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও শীতলতা। আর মাটি উৎপাদনশক্তি সম্পন্ন। মাটি থেকে প্রায় সব জিনিসই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সব রকম শস্য উৎপাদক। আর মাটির মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ তাআলারও পছন্দনীয়।

পক্ষান্তরে আগুনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য মাটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আগুনের মধ্যে রয়েছে উগ্রতা, তীব্রতা, উত্তাপ এবং ধ্বংস করার প্রবণতা। যেগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দনীয়। যে কারণে তিনি আগুনকে জাহান্নামের সামগ্রী বানিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। (যা অভিশপ্ত ইবলিস অর্জন করতে পারে নি)। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অভিশপ্ত ইবলিস লানত ও লাঞ্ছনার পাত্র হয়ে গেল। ইবলিস নিম্নলিখিত কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল।

(১) হযরত আদম আ.-কে তুচ্ছ মনে করেছিল।

(২) আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করেছিল।

(৩) হযরত আদম আ.-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে (ইবলিস) নিজেকে আদম আ.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দাবি করে অমূলক যুক্তি দিয়েছিল।

(৪) সত্যকে প্রত্যাখান করেছিল।

ইবলিস আদম আ.-কে তো সেজদা করলই না বরং সে উল্টো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আমিত্ব প্রকাশ করল। এবং মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে তার অনুগত করার কথা বলল। সেই সঙ্গে এর জন্য সে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চাইল। ইবলিসের এই অপরাধ প্রথম অপরাধের চেয়েও জঘন্যতর ছিল।

হযরত হাওয়া আ.-এর সৃষ্টি:

হাওয়া আ.-এর সৃষ্টি আদম আ.-এর জান্নাতে প্রবেশের আগেই হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।"

ইসহাক ইবনে বাশশার রহ. স্পষ্টরূপেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সুদ্দী আবু সালেহ ও আবু মালেকের সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এবং মুররা-এর সূত্রে ইবনে মাসউদ রাযি.

ও কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন: আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। আদম আ. কে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। আদম আ. তথায় নিঃসঙ্গ একাকী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী নেই, যার কাছে গিয়ে একটু শান্তি লাভ করা যায়। একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। জাগ্রত হয়ে দেখতে পান, তাঁর শিয়রে একজন নারী উপবিষ্ট রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদম আ.- এর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেন। তাকে দেখে আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে? তিনি বললেন: আমি একজন নারী। আদম আ. বললেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, যাতে আপনি আমার কাছে শান্তি পান।

তখন ফেরেশতাগণ আদম আ.-এর জ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদম। বলুন তো, ওনার নাম কী? আদম আ. বললেন, হাওয়া। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হাওয়া নাম হল কেন? আদম আ. বললেন, কারণ তাঁকে 'হাই (জীবন্ত সত্তা) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়া :

আল্লাহ তায়ালা আদম (আ) ও হাওয়া (আ)জান্নাতে প্রবেশ করান এবং একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেন। তারপর ইবলিশ তাদের কাছে এসে বলে-

"আর সে বলল- পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী
হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে
তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।
এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল।" (সূরা আরাফ: ২০-২২) অর্থাৎ, শয়তান তাদের বলল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করার কারণ হলো, তা খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা এখানে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে তাদের শপথ করে বলল, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।

"এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সে বৃক্ষ-ফলের স্বাদ গ্রহণ করল। তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং উদ্যানপত্র দ্বারা তারা তাদেরকে আবৃত করতে লাগল।" (সূরা আরাফ: ২২)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ "

তারপর তারা তা থেকে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। (সূরা ত্বহা: ১২১)

আদম আ.-এর আগে হাওয়া আ. বৃক্ষ-ফল ভক্ষণ করেছিলেন। এবং তিনিই আদম আ. কে তা খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। বোখারির নিম্নোক্ত হাদিসটি এ অর্থেই নেয়া হয়ে থাকে।

• ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বনি ইসরাইলরা না হলে গোশত পচতো না; আর হাওয়া আ. না হলে কোনো নারী তার স্বামীর সঙ্গে খেয়ানত করত না।"

(বোখারি, মুসলিম ও আহমাদ)

তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে" বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করি নি? আর আমি কি তোমাদের বলি নি, শয়তান এ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তাঁরা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (সূরা আরাফ:২২-২৩)
তারপর আল্লাহ তাআলা আদম(আ)ও হাওয়া(আ) এবং শয়তানকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন।

হযরত মূসা আ.-এর সাথে কথোপকথন:

ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হযরত মূসা আ. হযরত আদম আ.-এর মধ্যে পরস্পরে কথোপকথন হয়। হযরত মূসা আ. তাঁকে বললেন, আপনিই তো মানুষকে আপনার অপরাধ দ্বারা জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে দুর্বিপাকে ফেলেছেন। আদম আ. বললেন, মূসা! আপনি তো সে ব্যক্তি, আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে আপনাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এতে আদম আ. মূসা আ.-এর ওপর বিজয়ী হন। (মুসলিম, নাসায়ি ও আহমাদ)

ইমাম আহমাদ রহ, বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আদম আ. ও মূসা আ. আলোচনায় রত হন। মূসা আ. আদম আ. কে

বললেন- আপনি তো সে আদম, আপনার ত্রুটি আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। উত্তরে আদম আ. তাকে বললেন- আর আপনি তো সেই মূসা, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই স্থির করে রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এভাবে আদম আ. যুক্তিপ্রমাণে মূসা আ.-এর ওপর জয়লাভ করেন। কথাটি তিনি দুবার বলেছেন। (বোখারি ও মুসলিম)

আদম আ.-এর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিলের ঘটনা:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل من الآخرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِنْ بسمتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ

هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِين.

আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা করো, যখন তারা উভয়ে কুরবানি পেশ করল। অতঃপর তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হলো, আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হলো না। সে বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। অন্যজন বলল, আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের থেকে গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত করো আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি আমার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করব না। নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি। নিশ্চয় আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও, ফলে তুমি আগুনেরঅধিবাসী হও। আর সেটিই হচ্ছে জালিমদের প্রতিদান। সুতরাং তার নফস তাকে বশ করল তার ভাইকে হত্যা করতে। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল। যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, হায়, আমি এই কাকটির মতো হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব। ফলে সে লজ্জিত হলো। (সুরা মায়িদা, আয়াত। ২৭- ৩১/

তাফসির গ্রন্থে আমরা সুরা মায়েদার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই কাহিনি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এখানে শুধু পূর্বসূরি ইমামগণ যা বলেছেন তার সারাংশ উল্লেখ করব।

সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-সহ কতিপয় সাহাবির সূত্রে বর্ণনা করেন, আদম আলাইহিস সালাম এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সঙ্গে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতেন। হাবিল সেমতে কাবিলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে মনস্থ করে। কাবিল বয়সে হাবিলের চেয়ে বড় ছিল। আর তার বোন ছিল অত্যধিক রূপসী।

তাই কাবিল ভাইকে না দিয়ে নিজেই আপন বোনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইল এবং আদম আলাইহিস সালাম হাবিলের সাথে তাকে বিবাহ দেওয়ার আদেশ করলে সে তা অগ্রাহ্য করল। ফলে আদম আলাইহিস সালাম তাদের দুজনকে কুরবানি করার আদেশ দিয়ে নিজে হজ করার জন্য মক্কায় চলে গেলেন। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি আসমানসমূহকে তাঁর সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিতে চাইলেন; কিন্তু তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল। জমিন এবং পাহাড়- পর্বতকে তা নিতে বললে তারাও অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে কাবিল এই দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

তারপর আদম আলাইহিস সালাম চলে গেলে তারা তাদের কুরবানি করল। হাবিল একটি মোটা-তাজা বকরি কুরবানি করলেন। তার অনেক বকরি ছিল। আর কাবিল কুরবানি করল নিজের উৎপাদিত নিম্নমানের এক বোঝা শস্য।

তারপর আগুন হাবিলের কুরবানি গ্রাস করে নিল আর কাবিলের কুরবানি অগ্রাহ্য করল। এতে কাবিল ক্ষেপে গিয়ে বলল, তোমাকে আমি হত্যা করেই ছাড়ব; যাতে করে তুমি আমার বোনকে বিয়ে করতে না পারো। উত্তরে হাবিল বললেন, আল্লাহ তাআলা কেবল মুত্তাকিদের কুরবানিই কবুল করে থাকেন।

এর কিছুদিন পর হাবিল পশুপাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে বিলম্ব করলেন। ফলে আদম আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই কাবিলকে বললেন, দেখো তো ওর আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কাবিল গিয়ে হাবিলকে চারণ ভূমিতে দেখতে পেয়ে তাকে বলল, তোমার কুরবানি কবুল হলো আর আমারটি হয়নি। হাবিল বললেন, আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের কুরবানিই কবুল করে থাকেন। এ কথা শুনে চটে গিয়ে কাবিল সাথে থাকা একটি লোহার টুকরো দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলে।

কেউ কেউ বলেন, কাবিল ঘুমন্ত অবস্থায় হাবিলকে একটি পাথরখণ্ড নিক্ষেপে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। কেউ কেউ বলেন, কাবিল সজোরে হাবিলের গলা টিপে ধরে এবং হিংস্র পশুর মতো তাকে কামড় দেয়; ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।
তারপরের ঘটনা আমরা কুরআন থেকেই পাই
ইরশাদ হয়েছে-

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ

مِنَ النَّادِمِين. َ

অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, হায়, আমি এই কাকটির মতো হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমারভাইয়ের লাশ গোপন করব। ফলে সে লজ্জিত হলো। (সুরা মায়েদা, আয়াত: ৩১)

কেউ কেউ উল্লেখ করেন, কাবিল হাবিলকে হত্যা করে এক বছর পর্যন্ত, অন্যদের মতে একশত বছর পর্যন্ত তাকে নিজের পিঠে করে রাখে। এরপর আল্লাহ তাআলা দুটি কাক প্রেরণ করেন। সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ সনদসহ কতিপয় সাহাবির বরাতে বর্ণনা করেন, দুই ভাই (ভাই-সম্পর্কীয় দুটি কাক) পরস্পর ঝগড়া করে একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলে। তারপর মাটি খুঁড়ে তাকে দাফন করে রাখে। তখন কাবিল এই দৃশ্য দেখে বলল, يَا وَيْلَنَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ এরপর সে কাকের মতো হাবিলকে দাফন করে দিলো।

আদম আ.-এর মৃত্যু ও পুত্র শিস আ.-এর প্রতি অসিয়ত:

দিস অর্থ আল্লাহর দান। হাবিলের নিহত হওয়ার পর তিনি এই সন্তান লাভ করেছিলেন বলে আদম ও হাওয়া আলাইহুমাস সালাম তাঁর এই নাম রেখেছিলেন।

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা একশ চারখানা সহিফা (পুস্তিকা) নাজিল করেছেন। তন্মধ্যে পঞ্চাশটি নাজিল করেছেন শিস আলাইহিস সালামের ওপর।

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আদম আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্র শিস আলাইহিস সালামকে অসিয়ত করেন, তাঁকে রাত ও দিবসের ক্ষণসমূহ এবং সেসব ক্ষণের ইবাদতসমূহ শিখিয়ে যান ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য তুফান সম্পর্কে অবহিত করে যান। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আজকের সকল আদমসন্তানের বংশধারা শিস পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় এবং শিস ব্যতীত আদম আলাইহিস সালামের অপর সব কটি বংশধারাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কোনো এক জুমার দিন আদম আলাইহিস সালাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে ফিরিশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত থেকে কিছু সুগন্ধি ও কাফন নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তাঁর পুত্র এবং স্থলাভিষিক্ত শিস আলাইহিস সালামকে সান্ত্বনা দান করেন। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর সাত দিন ও সাত রাত পর্যন্ত চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ লেগে থাকে।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইবনু জামরা সাদি বলেন, মদিনায় আমি এক প্রবীণ ব্যক্তিকে কথা বলতে দেখতে পেয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে লোকেরা বলল, তিনি উবাই ইবনু কাব। তখন তিনি বলছিলেন, আদম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, আমার জান্নাতের ফল খেতে ইচ্ছে হয়। ফলে তাঁরা ফলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। পথে তাঁদের সঙ্গে কতিপয় ফিরিশতার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁদের সাথে আদম আলাইহিস সালামের কাফন, সুগন্ধি, কয়েকটি কুঠার, কোদাল ও থলে ছিল। ফিরিশতাগণ তাদেরকে বললেন, হে আদম-পুত্রগণ, তোমরা কী চাও এবং কী খুঁজছ? কিংবা বললেন, তোমরা কী উদ্দেশ্যে এবং কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে তারা বললেন, আমাদের পিতা অসুস্থ। তিনি জান্নাতের ফল খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এই কথা শুনে ফিরিশতাগণ বললেন, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের পিতার ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

যা-হোক ফিরিশতাগণ আদম আলাইহিস সালামের নিকটে এলে হাওয়া আলাইহাস সালাম তাদের চিনে ফেললেন এবং আদম আলাইহিস সালামকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি সরে যাও। কারণ, তোমার আগেই আমার ডাক পড়ে গেছে। অতএব, আমি ও আমার মহান রবের ফিরিশতাগণের মধ্য থেকে তুমি সরে দাঁড়াও। তারপর ফিরিশতাগণ তাঁর জান কবজ করে নিয়ে গোসল দিলেন, কাফন পরালেন, সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য বগলি কবর খুঁড়ে জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তারপর তাঁকে কবরে রেখে দাফন করে দেন। তারপর তারা বললেন, হে আদমের সন্তানগণ, এ হলো তোমাদের দাফনের নিয়ম। ৪৯ এর সনদ সহিহ।

✿ হজরত ইদরিস আ.-এর ঘটনা ✿

আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইদরিসকে। সে ছিল পরম সত্যনিষ্ঠ নবি। আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছিলাম। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৬-৫৭)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইদরিস আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর নবি ও সিদ্দিক হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিই হলেন, ওপরে বর্ণিত খানুখ। বংশ বিশেষজ্ঞদের অনেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের অন্যতম স্তম্ভ। আদম আলাইহিস সালাম ও শিস আলাইহিস সালামের পর তিনিই প্রথম আদমসন্তান-যাকে নবুওয়াত দান করা হয়েছিল ৫২।

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লেখার সূচনা করেন। তিনি আদম আলাইহিস সালামের জীবনকালের তিনশ আশি বছর পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, মুআবিয়া ইবনু হাকাম সুলামির হাদিসে এই ইদরিস আলাইহিস সালামের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, একজন নবি ছিলেন যিনি এই বিদ্যার সাহায্যে রেখা টানতেন। সুতরাং যার রেখার চিহ্ন তাঁর রেখার চিহ্নের অনুরূপ হবে তারটা সঠিক।(৫৩)
বেশকিছু তাফসিরকারক মনে করেন, ইদরিস আলাইহিস সালামই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তারা তাঁকে দুর্ধর্ষ সিংহকুলের জ্যোতিষী বলে অভিহিত করেন এবং তাদের বক্তব্যে অনেক অসত্য তথ্য তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে যেমনটি অন্য অনেক নবি-রাসুল, দার্শনিক, পণ্ডিতবর্গ ও অলির প্রতি আরোপ করা হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছিলাম। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৭)

এ প্রসঙ্গে সহিহ বুখারি ও মুসলিমে মিরাজ-সংক্রান্ত হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চতুর্থ আসমানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ হিলাল ইবনু ইয়াসাফ রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার উপস্থিতিতে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছেন, ইদরিস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার উক্ত وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا - এর অর্থ কী? উত্তরে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা ইদরিস আলাইহিস সালামের কাছে অহি প্রেরণ করেন, প্রতিদিন আমি আদমসন্তানদের সমস্ত আমলের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবো। সম্ভবত তার সমকালীন মানব সন্তানদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এতে তিনি তার আমল আরও বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর এক ফিরিশতা বন্ধু তার নিকট আগমন করলে তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি এরূপ এরূপ অহি পাঠিয়েছেন। আপনি মালাকুল মাউত-এর সঙ্গে কথা বলুন, যাতে আমি আরও বেশি আমল করতে পারি। ফলে সেই ফিরিশতা তাঁকে তার দুই ডানার মধ্যে বহন করে আকাশে নিয়ে যান। তিনি চতুর্থ আসমানে পৌঁছলে তাঁর সঙ্গে মালাকুল মাউত-এর সাক্ষাৎ ঘটে। ফিরিশতা তার সঙ্গে ইদরিস আলাইহিস সালামের বক্তব্য সম্পর্কে আলাপ করেন। মালাকুল মাউত বললেন, ইদরিস আলাইহিস সালাম কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, এই তো তিনি আমার পিঠের ওপর। মালাকুল মাওত বললেন, আশ্চর্য! চতুর্থ আকাশে ইদরিস আলাইহিস সালামের রুহ কবজ করার আদেশ দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হলে আমি ভাবতে লাগলাম, কীভাবে আমি চতুর্থ আকাশে তাঁর রুহ কবজ করব, অথচ তিনিপৃথিবীতে রয়েছেন। যাহোক, মালাকুল মাউত সেখানেই তাঁর রুহ কবজ করে ফেলেন।

আল্লাহ তাআলার কালাম وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -এর অর্থ এটাই। ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে এই তথ্যটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তখন ইদরিস আলাইহিস সালাম সেই ফিরিশতাকে বলেছিলেন, আপনি মালাকুল মাউতকে একটু জিজ্ঞেস করুন, আমার আয়ু আর কতটুকু বাকি আছে? ফিরিশতা তাকে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি না দেখে বলতে পারব না। তারপর দেখে তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট এমন একটি ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ যার আয়ু এক পলক ব্যতীত আর কোনো সময়

অবশিষ্ট নেই। তারপর ওই ফিরিশতা তার ডানার নিচের দিকে ইদরিস আলাইহিস সালামের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেন তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। অথচ তিনি তা টেরই পাননি। এই তথ্য ইসরাইলি বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে। এর কিছু কিছু অংশ মুনকার পর্যায়ের। وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -এর ব্যাখ্যায় ইবনু আবি নাজিহ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, ইদরিস আলাইহিস সালামকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাঁর মৃত্যু হয়নি, যেমন তুলে নেওয়া হয়েছে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে।

তাঁর এই কথার অর্থ যদি এই হয়, তিনি এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেননি তাহলে এতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর যদি তার অর্থ এই হয়, তাকে জীবিত অবস্থায় তুলে নেওয়া হয়েছে তারপর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাহলে কাব আহবারের পূর্ব বর্ণিত অভিমতের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

আওফি বলেন, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইদরিস আলাইহিস সালামকে ষষ্ঠ আকাশে তুলে নেওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। জাহহাক রাহিমাহুল্লাহর অভিমতও তাই। ইদরিস আলাইহিস সালামের চতুর্থ আকাশে থাকা সম্পর্কিত ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ বর্ণিত হাদিসটিই বিশুদ্ধতর। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখের অভিমতও তাই। হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا অর্থ: তাকে আমি জান্নাতে

তুলে নিয়েছি। অনেকের মতে, ইদরিস আলাইহিস সালামকে তাঁর পিতা ইয়ারদ

ইবনু মাহলাইল-এর জীবদ্দশাতেই তুলে নেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলাই ভালোজানেন। কারও কারও মতে, ইদরিস আলাইহিস সালাম নুহ আলাইহিস সালামের পূর্বসূরি নন। বরং তিনি বনি ইসরাইলের আমলের লোক।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু মাসউদ ও ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বরাতে বলা হয়ে থাকে, ইলয়াস আলাইহিস সালাম ও ইদরিস আলাইহিস সালাম অভিন্ন ব্যক্তি। মিরাজ সম্পর্কে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, জুহরির হাদিসের বক্তব্য দ্বারা তারা এর প্রমাণ পেশ করেন যে, উক্ত হাদিসে আছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইদরিস আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তিনি বলেছিলেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবিকে খোশ আমদেদ। আদম আলাইহিস সালাম ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মতো এই কথা বলেননি যে, পুণ্যবান নবি ও পুণ্যবান পুত্রকে খোশ আমদেদ। তারা বলেন,

ইদরিস আলাইহিস সালাম যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষের অন্তর্ভুক্ত হতেন তাহলে আদম আলাইহিস সালাম ও ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যা বলেছিলেন তিনিও তাই বলতেন। কিন্তু এতে তাদের দাবি সুপ্রমাণিত হয় না। তাছাড়া বর্ণনাকারী হাদিসের বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে মুখস্থ রাখতে না পারার সম্ভাবনাও রয়েছে। অথবা বিনয়স্বরূপ তিনি পিতৃত্বের পরিচয় না দিয়ে এরূপ বলেছেন। আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম এবং আল্লাহর বন্ধু ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মতো নিজের কৃতিত্ব উল্লেখ করেননি।

✿ হজরত নুহ আ.-এর ঘটনা ✿

তিনি হলেন নুহ ইবনু লামাক ইবনু মুতাওয়াশশালিখ ইবনু খানুখ। আর খানুখ হলেন ইদরিস ইবনু ইয়ারদ ইবনু মাহলাইল ইবনু কিনান ইবনু আনুশ ইবনু শিস ইবনু আবিল বাশার আদম আলাইহিস সালাম। ইবনু জারির প্রমুখের বর্ণনা মতে, আদম আলাইহিস সালামের ওফাতের একশ ছাব্বিশ বছর পর তাঁর জন্ম। ১৯

আহলে কিতাবদের প্রাচীন ইতিহাস মতে, নুহ আলাইহিস সালামের জন্ম ও আদম আলাইহিস সালামের ওফাতের মধ্যে একশ ছেচল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। দুজনের মধ্যে ছিল দশ কারন (যুগ)-এর ব্যবধান। যেমন হাফেজ আবু হাতিম ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সহিহ গ্রন্থে আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, আদম আলাইহিস সালাম কি নবি ছিলেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তাঁর ও নুহ আলাইহিস সালামমের মাঝে ব্যবধান ছিল কতকালের? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দশ যুগের। বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদিসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। তবে তিনি তা রিওয়ায়াত করেননি। সহিহ বুখারিতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আদম আলাইহিস সালাম ও নুহ আলাইহিস সালামের মাঝখানে ব্যবধান ছিল দশ যুগের। তারা সকলেই ইসলামের অনুসারী ছিলেন।

এখন কারন বা যুগ বলতে যদি একশ বছর বোঝানো হয়, যেমনটি সাধারণ্যে প্রচলিত; তাহলে তাঁদের মধ্যকার ব্যবধান ছিল নিশ্চিত একহাজার বছর। কিন্তু একহাজার বছরের বেশি হওয়ার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, ইবনুআব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আর তাদের দুজনের মধ্যবর্তী সময়ে এমন কিছু যুগও অতিবাহিত হয়ে থাকবে, যখন লোকজন ইসলামের অনুসারী ছিল না। কিন্তু আবু উমামার হাদিস দশ কারন-এ সীমাবদ্ধ হওয়ার কথা প্রমাণ করে, আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটু মো বাড়িয়ে বলেছেন, তারা সকলে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। এসব তথ্য আহলে কিতাবদের সেসব ঐতিহাসিক ও অন্যদের এই অনুমানকে বাতিল বলে প্রমাণ করে যে, কাবিল ও তার বংশধররা অগ্নিপূজা করত। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।
সালামের মাঝে ব্যবধান দাঁড়ায় কয়েক হাজার বছরের। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

{{ মোটকথা, যখন মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা শুরু হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তি ও কুফরিতে নিমজ্জিত হতে শুরু করে তখন মানুষের জন্য রহমত-স্বরূপ আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। অতএব, জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরিত তিনিই সর্বপ্রথম রাসুল। যেমন কিয়ামতের

দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকজন তাঁকে সম্বোধন করবে। আর ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখের বর্ণনামতে। নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে বনু রাসিব বলা হতো।

নবুওয়াত লাভের সময় নুহ আলাইহিস সালামের বয়স কত ছিল এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। কেউ বলেন, তিনশ পঞ্চাশ বছর। কারও কারও মতে, চারশ আশি বছর। এই বর্ণনাটি ইবনু জারিরের এবং তৃতীয় অভিমতটি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। ৩।

। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নুহ আলাইহিস সালামের কাহিনি, তাঁর সম্প্রদায়ের যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল প্লাবন দ্বারা তাদের প্রতি অবতীর্ণ শাস্তির কথা এবং কীভাবে তাঁকে ও নৌকার অধিবাসীদের মুক্তি দান করেছেন তার বিবরণ উল্লেখ করেছেন। সুরা আরাফ, সুরা ইউনুস, সুরা হুদ, সুরা আম্বিয়া, সুরা মুমিনুন, সুরা শুরা, সুরা আনকাবুত, সুরা সাফফাত ও সুরা কামারে এসবের আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে সুরা নুহ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরাও অবতীর্ণ হয়েছে।। 3

সুরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْلِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. َ

আমি তো নুহকে তাঁর কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের মহান দিনের আজাবের ভয় করছি। তাঁর কওম থেকে নেতৃবর্গ বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। সে বলল, হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই; কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রাসুল। আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি আমার রবের রিসালাতসমূহ এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, আর যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও? অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে নৌকায় যারা ছিল

তাদেরকে রক্ষা করলাম; আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে আমি ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ কওম। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৫৯-৬৪)

সুরা হুদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُخَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِعِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

আর অবশ্যই আমি নুহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর কওমের কাছে এই বার্তা দিয়ে), আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী; যেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত না করো। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আজাবের ভয় করছি। অতঃপর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয়রা-যারা কুফরি করেছিল, তারা বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখছি না এবং আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণির লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে। আর আমাদের ওপর তোমাদের কোনো

শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করছি। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা কি মনে করো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হই এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দিয়ে থাকেন, আর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমি তোমাদের ওপর তোমাদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা চাপিয়ে দেবো? আর হে আমার কওম, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছে। যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয় তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ জাতি। হে আমার কওম, যদি আমি তাদের তাড়িয়ে দিই, তবে আল্লাহর আজাব থেকে কে আমাকে সাহায্য করবে? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? আর আমি তোমাদের বলছি না যে, 'আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ আছে' এবং আমি গায়েব জানি না আর আমি এও বলছি না যে, 'আমি ফিরিশতা'। তোমাদের চোখে যারা হীন, তাদের সম্পর্কে আমি বলছি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত। (যদিএরূপ উক্তি করি) তাহলে নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব। তারা বলল, হে নুহ, তুমি আমাদের সাথে বাদানুবাদ করছ এবং আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিবাদ করেছ। অতএব, যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো-যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সে বলল, আল্লাহই তো তোমাদের কাছে তা হাজির করবেন, যদি তিনি চান। আর তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না। আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনি তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

নাকি তারা বলে, সে এটা মনগড়াভাবে রচনা করেছে। বলো, যদি আমি তা মনগড়াভাবে রচনা করে থাকি, তবে আমার অপরাধ আমার ওপরই বর্তাবে এবং তোমরা যে অপরাধ করছ, আমি তা থেকে মুক্ত। আর নুহের কাছে অহি পাঠানো হলো যে, যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে সেজন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না। আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহি অনুসারে নৌকা তৈরি করো। আর যারা জুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোনো আবেদন করো না। নিশ্চয় তাদেরকে ডোবানো হবে। আর সে নৌকা তৈরি করতে লাগল এবং যখনই তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যেত, তাঁকে নিয়ে উপহাস করত। সে বলল, যদি তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস করো, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ।

অতএব, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর সে আজাব আসবে-যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কার ওপর আপতিত হবে স্থায়ী আজাব। অবশেষে যখন আমার আদেশ এলো এবং চুলা উথলে উঠল, আমি বললাম, তুমি তাতে তুলে নাও প্রত্যেক শ্রেণি থেকে জোড়া জোড়া। এবং যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাদেরছাড়া তোমার পরিবারকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর তাঁর সাথে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিল। আর সে বলল, তোমরা এতে আরোহণ করো। এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তা পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে চলছিল এবং নুহ তাঁর পুত্রকে ডাক দিলো, আর (সে ছিল আলাদা স্থানে-হে আমার পুত্র, আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সাথে থেকো না। সে বলল, আমি এক্ষুনি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সে (নুহ) বলল, যার প্রতি আল্লাহ রহম করেছেন সে ছাড়া আজ আল্লাহর আদেশ থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই। এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে ঢেউ অন্তরায় হয়ে গেল। অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর বলা হলো, হে জমিন, তুমি তোমার পানি চুষে নাও, আর হে আসমান, বিরত হও। অতঃপর পানি কমে গেল এবং (আল্লাহর) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো, আর নৌকা জুদি পর্বতের ওপর থামল এবং ঘোষণা করা হলো, ধ্বংস জালিম কওমের জন্য।

আর নুহ তাঁর রবকে ডাকল এবং বলল, হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সন্তান আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য। আর আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি বললেন, হে নুহ, সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, আমার কাছে তা চেয়ো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও। সে বলল, হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি রহম না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। বলা হলো, হে নুহ, তোমার ও তোমার সাথে যে উম্মত রয়েছে তাদের ওপর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত-সহ অবতরণ করো। আর আরও অনেক উম্মতকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেবো, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে অহির মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতিপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম। সুতরাং তুমি সবর করো।নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকিদের জন্য। [সুরা হুদ, আয়াত: ২৫- ৪৯]

আদম আলাইহিস সালাম ও নুহ আলাইহিস সালামের মধ্যে ব্যবধান ছিল দশ কারন।) তারা সকলেই ইসলামের অনুসারী ছিলেন আর আমরা এও উল্লেখ করেছি, কারন বলতে হয়তো প্রজন্ম কিংবা যুগ বোঝানো হয়েছে। তারপর এই সৎকর্মশীলদের কারনসমূহের পর এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার ফলে সে যুগের অধিবাসীরা মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়ে।, وقالوا لا تذرن الخ এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী তার কারণ ছিল এই, (ওয়াদ, সুওয়াক, ইয়াগুস ইত্যাদি) এসব বলে নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কয়েকজন পুণ্যবান ব্যক্তির নাম বোঝানো হয়েছে। এদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি কুমন্ত্রণা দেয়, এরা যেসব স্থানে বসতেন তোমরা সেসব স্থানে কিছু মূর্তি নির্মাণ করে তাদের নামে সেই মূর্তির নাম করে দাও। তখন তারা তাই করল। কিন্তু তখনও এগুলোর পূজা শুরু হয়নি। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয় এবং ইলম লোপ পায় তখন থেকে এসবের পূজা শুরু হয়।(৬)

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের এই দেবদেবীগুলো পরবর্তীসময় আরবেও প্রচলিত হয়ে যায়। ইকরিমা, জাহহাক, কাতাদা এবং মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে মুহাম্মদ ইবনু কাইস রাহিমাহুল্লাহর বরাতে বলেন, (তারা ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম ও নুহ আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তীকালের পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ। তাদের বেশ কিছু অনুসারী ছিল। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয় তখন তাদের অনুসারীরা বলল, আমরা যদি এদের প্রতিকৃতি তৈরি করে রাখি তাহলে তাদের কথা স্মরণ করে ইবাদতে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তখন তারা তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে রাখে। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয় এবং অন্য প্রজন্ম আসে তখন শয়তান তাদের প্রতি এই বলে প্ররোচনা দেয়, লোকজন তাদের উপাসনা করত এবং দেয়) তাদের অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। তখন তারা তাদের পূজা শুরু করে দেয়

ইবনু আবি হাতিম উরওয়া ইবনু জুবাইর সূত্রে বর্ণনা করেন, উরওয়া ইবনু জুবাইর বলেন, ওয়াদ, ইয়াগুস, ইয়াউক, সুওয়াক ও নাসর আদম আলাইহিসসালামের সন্তান। ওয়াদ ছিলেন বয়সে এদের সকলের চাইতে প্রবীণ এবং সর্বাধিক পুণ্যবান ব্যক্তি।

ইবনু আবি হাতিম বর্ণনা করেন, আবু মুতাহহার বলেন, একবার আবু জাফর আল বাকির নামাজরত অবস্থায় ছিলেন। তখন লোকজন ইয়াজিদ ইবনু মুহাল্লাবের কথা আলোচনা করছিল। নামাজ শেষে তিনি বললেন, তোমরা ইয়াজিদ ইবনু মুহাল্লাবের কথা বলছ। সে এমন এক স্থানে নিহত হয় যেখানে সর্বপ্রথম গাইরুল্লাহর পূজা হয়েছিল। আবু মুতাহহার বলেন, তারপর

তিনি ওয়াদ সম্পর্কে বলেন, তিনি একজন পুণ্যবান ও জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর পর বাবিলে জনতা তার কবরের চতুর্পাশে সমবেত হয়ে শোক প্রকাশ করতে শুরু করে। ইবলিশ তা দেখে মানুষের রূপ ধরে তাদের কাছে এসে বলল, এই ব্যক্তির জন্য তোমাদের হা-হুতাশ আমি লক্ষ করছি। আমি কি তোমাদের জন্য তার অনুরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করে দেবো, যা তোমাদের মজলিসে থাকবে আর তোমরা তাকে স্মরণ করবে? তারা বলল, হ্যাঁ দিন। ইবলিস তাদেরকে তার অনুরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করে দিলো।

বর্ণনাকারী বলেন, আর তারা তা তাদের মজলিসে স্থাপন করে তাকে স্মরণ করতে শুরু করল। ইবলিস তাদেরকে তাকে স্মরণ করতে দেখে এবার বলল, আচ্ছা, আমি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে একটি করে মূর্তি স্থাপন করে দিই, তাহলে নিজের ঘরে বসেই তোমরা তাকে স্মরণ করতে পারবে। তারা বলল, হ্যাঁ দিন।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইবলিস প্রত্যেক গৃহবাসীর জন্য তার একটি করে মূর্তি নির্মাণ করে দেয়। আর তারা তা দেখে দেখে তাকে স্মরণ করতে শুরু করে। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাকে দেবতা সাব্যস্ত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাকে পূজা করতে শুরু করে। এই ওয়াদই সেই দেবতা,
আল্লাহর পর সর্বপ্রথম যার পূজা করা হয়।

যাহোক, আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলে তিনি সম্প্রদায়কে একমাত্র লা-শরিক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার এবং তাঁর সঙ্গে কোনো প্রতিকৃতি মূর্তি ও তাগুতের ইবাদত না করার এবং তাঁর একত্বতা স্বীকার করে নেওয়ার আহ্বান জানান এবং ঘোষণা দেন, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, কোনো রব নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর পরবর্তী নবি-রাসুলকে এই আদেশ দান করেন। যারা সকলে তাঁরই বংশধর ছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِين. َ

আর তাঁর বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ৭৭]

হজরত নুহ ও ইবরাহিম আলাইহুমাস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَاب. ِ

আর তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমি নবুওয়াত ও কিতাব রেখেছি। [সুরা হাদিদ, আয়াত: ২৬]

অর্থাৎ, নুহ আলাইহিস সালামের পর যত নবি এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর বংশধর ছিলেন। এমনকি ইবরাহিম আলাইহিস সালামও।

সুরা নাহল-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت. ۚ

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং পরিহার করো তাগুতকে। [সুরা নাহল, আয়াত: ৩৬]
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

আর তোমার পূর্বে আমি রাসুলগণ থেকে যাদের প্রেরণ করেছিলাম তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, আমি কি রহমানের পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, যাদের ইবাদত করা যাবে? (সুরা জুখরুফ, আয়াত: ৪৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُون. ِ

আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসুল আমি পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই অহি নাজিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৫।

এ কারণেই নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন-

اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

عظِيم.

হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে মহাদিনের আজাবের ভয় করছি। (সুরা আরাফ, আয়াত: ৫৯] মোটকথা, আল্লাহ তাআলা এ কথা জানিয়ে দেন, নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের যত পদ্ধতি আছে তার সবই প্রয়োগ করেছেন। রাতে, দিনে, গোপনে, প্রকাশ্যে কখনো উৎসাহ দিয়ে, কখনো-বা ভয় দেখিয়ে। কিন্তু এর কোনোটিই তাদের মধ্যে কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারেনি; বরং তাদের অধিকাংশই গোমরাহি, সীমালঙ্ঘন এবং মূর্তিপূজায় অটল থাকে এবং সর্বক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে থাকে। তাঁকে ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে এবং তাঁদেরকে প্রস্তর আঘাতে মেরে ফেলার ও দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখাতে থাকে। তারা তাঁদের ক্ষতিসাধন করে এবং এ ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়।

নুহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে এই বাদানুবাদ চলে। যেমন আল্লাহ জি তাআলা ইরশাদ করেন

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ

ظَالِمُون.َ

সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর মহাপ্লাবন তাদের গ্রাস করল, এমতাবস্থায় তারা ছিল জালিম। [সুরা আনকাবুত, আয়াত: ১৪]

অর্থাৎ, এত দীর্ঘকাল ধরে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তাদের অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং প্রত্যেক প্রজন্ম পরবর্তীদেরকে নুহ আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান না আনার এবং তাঁর সঙ্গে বিবাদ ও বিরুদ্ধাচারণের অসিয়ত করে যেত। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত ও বোধসম্পন্ন হলে পিতা একান্তে তাকে নুহের প্রতি জীবনে কখনো ঈমান না আনার অসিয়ত করে দিত। তাদের সহজাত প্রকৃতিই ঈমান ও সত্যের বিরোধী ছিল। এ কারণেই নুহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন-

وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

আর দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারও জন্ম দেবে না। [সুরা নুহ, আয়াত: ২৭/

আর এ কারণেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল-

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِين. ◌َ

তারা বলল, হে নুহ, তুমি আমাদের সাথে বাদানুবাদ করছ এবং আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিবাদ করেছ। অতএব, যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো; যদি তুমিসত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সে বলল, আল্লাহই তো তোমাদের কাছে তা হাজির করবেন, যদি তিনি চান। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না। [সুরা হুদ, আয়াত: ৩২-৩৩/

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছি তা আনয়ন করার শক্তি আল্লাহর কাছে। কোনোকিছু তাঁকে ব্যর্থ করতে পারে না এবং কিছুই তাঁকে ব্যর্থকাম করতে পারে না; বরং তিনি কোনো বস্তুকে বলেন 'হও'; সাথে সাথে তা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون. ◌َ

আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনি তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। [সুরা হুদ, আয়াত: ৩৪)

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তাকে পথে আনার ক্ষমতা কারও নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং কে বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য সে সম্পর্কে জ্ঞানবান এবং পরম প্রজ্ঞা ও অকাট্য প্রমাণ তাঁরই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون. ◌َ

আর নুহের কাছে অহি পাঠানো হলো যে, যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে সেজন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না। আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহি অনুসারে নৌকা তৈরি করো। আর যারা জুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোনো আবেদন করো না। নিশ্চয় তাদেরকে ডোবানো হবে। [সুরা হুদ, আয়াত: ৩৬-৩৭)

এর কারণ হলো, নুহ আলাইহিস সালাম যখন তাদের সংশোধন ও মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হলেন এবং বুঝতে পারলেন, তাদের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই এবং সর্বপ্রকার আচরণ ও উচ্চারণে তাঁর নির্যাতন, বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। ফলে আল্লাহ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাঁর দুআ কবুল করলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.

আর নিশ্চয় নুহ আমাকে ডেকেছিল, আর আমি কতই না উত্তম সাড়া দানকারী। আর তাঁকে ও তাঁর পরিজনকে আমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। [সুরা সাফফাত, আয়াত: ৭৫-৭৬)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

নুহ বলল, হে আমার রব, আমার কওম আমাকে অস্বীকার করেছে; সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন আর আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে রক্ষা করুন। [সুরা শুআরা, আয়াত : ১১৭-১১৮)

মোটকথা, যখন তাদের কুফরি, অনাচার, পাপাচারসমূহ ও নবির বদদুআ একত্র হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নৌকা নির্মাণের আদেশ করলেন। সে এমন এক বিশাল জাহাজ যার কোনো নজির ছিল না। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামকে আগাম বলে রাখলেন, যখন তাঁর আদেশ আসবে এবং অপরাধীদের প্রতি তাঁর অপ্রতিরুদ্ধ আজাব প্রতিত হয়ে যাবে তখন যেন তিনি তাদের ব্যাপারে নমনীয়তা না দেখান। কেননা, হতে পারে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ আজাব স্বচক্ষে দেখে তাদের ব্যাপারে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হবে। কারণ, সংবাদ কখনো চাক্ষুষ দেখার সমান হয় না। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْه.

আর যারা জুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোনো আবেদন করো না। নিশ্চয় তাদেরকে ডোবানো হবে। আর সে নৌকা তৈরি করতে লাগল এবং যখনই তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যেত, তাঁকে নিয়ে উপহাস করত। [সুরা হুদ, আয়াত: ৩৭-৩৮]

কোনো কোনো পূর্বসূরি আলিম বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন নুহ আলাইহিস সালামের দুআ কবুল করেন, তখন তাঁকে নৌকা নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষ রোপণ করার আদেশ দেন। ফলে নুহ আলাইহিস সালাম একটি বৃক্ষ রোপণ করে একশ বছর অপেক্ষা করেন। তারপর পরবর্তী শতাব্দীতে তা কেটে কাঠ করে নেন। কারও কারও মতে, চল্লিশ বছর পর। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, সে নৌকাটি শাল কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, দেবদারু কাঠ দ্বারা। আর এটি হলো তাওরাতের বক্তব্য। সাওরি বলেন, আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামকে আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন নৌকাটি দৈর্ঘ্যে আশি হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত করে তৈরি করেন। তার ভেতর ও বাইরে আলকাতরা দ্বারা প্রলেপ দেন এবং তার এমন সরু গলুই নির্মাণ করেন, যা পানি চিরে অগ্রসর হতে পারে। কাতাদা বলেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল তিনশ হাত আর প্রস্থ পঞ্চাশ হাত। আমি তাওরাতে এমনটাই দেখেছি।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দৈর্ঘ্য ছয়শ হাত আর প্রস্থ তিনশ হাত। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, দৈর্ঘ্য একহাজার দুইশ হাত, আর প্রস্থ ছয়শ হাত। ১২খ কারও কারও মতে, দৈর্ঘ্য দুই হাজার হাত আর প্রস্থ একশ হাত। এরা সকলেই বলেন, তার উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত আর ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল।প্রতি তলা দশ হাত করে। নিচের তলা কীট-প্রত্যঙ্গ ও জীব-জানোয়ারের জন্য,দ্বিতীয় তলা মানুষের জন্য আর ওপর তলা পাখপাখালির জন্য। তার দরজা ছিল
পাশে এবং ওপরদিকে ঢাকনা দ্বারা আবৃত।

ইরশাদ হয়েছে-

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون.

তারপর যখন আমার আদেশ আসবে এবং চুলা (পানিতে) উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীবের এক জোড়া ও তোমার পরিবারবর্গকে নৌযানে তুলে নিয়ো; তবে তাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তারা ছাড়া। আর যারা জুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে সম্বোধন করো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে। [সুরা মুমিনুন, আয়াত: ২৭)

এখানে আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামকে আগাম নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, যখন তাঁর আদেশ আসবে এবং তাঁর শাস্তি আপতিত হবে, তখন যেন তিনি বংশধারা রক্ষার জন্য সেই নৌকায় প্রত্যেক জীব, সকল প্রাণী ও খাদ্য-দ্রব্য প্রভৃতির এক জোড়া উঠিয়ে নেন এবং নিজের সাথে কাফিরদের ব্যতীত নিজের পরিবার-পরিজনকে তুলে নেন। তাঁর পরিবারের যারা কাফির তাদেরকে এজন্যবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে অপ্রতিরোধ্য বদদুআ কার্যকর হয়ে গেছে এবং তাদের আজাবে নিপতিত হওয়া অবধারিত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই আদেশও দিয়ে রাখেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে আজাব এসে পড়লে যেন তিনি আল্লাহর নিকট কোনো সুপারিশ না করেন।
কেউ কেউ বলেন এবং ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে, পক্ষীকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম নৌকায় যা প্রবেশ করেছিল তা হলো টিয়া, আর প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বশেষ যা প্রবেশ করেছিল তা হলো ঘোড়া এবং ইবলিস গাধার লেজের সাথে ঝুলে প্রবেশ করে।

ইবনু আবি হাতিম আসলাম রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নুহ আলাইহিস সালাম নৌযানে প্রতি জীবের এক জোড়া তুলে নিলে তাঁর সঙ্গীরা বললেন, সিংহের সঙ্গে আমরা কীভাবে বা গৃহপালিত প্রাণীরা কীভাবে নিরাপদবোধ করব? তখন আল্লাহ তাআলা সিংহকে জ্বরাক্রান্ত করে দিলেন। পৃথিবীতে এটাই ছিল সর্বপ্রথম জ্বরের আবির্ভাব। তারপর তাঁরা ইঁদুরের ব্যাপারে অনুযোগ করে বলল, পাজিগুলো তো আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র সব নষ্ট করে ফেলল। তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সিংহ হাঁচি দিলো; এতে বিড়াল বের হয়ে এলো। বিড়াল দেখে ইঁদুররা সব আত্মগোপন করল। এই হাদিসটি মুরসাল পর্যায়ের। ِوَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْه

ُلْقَوْل।-এর অর্থ হলো, কাফির হওয়ার কারণে তোমার পরিবারের যাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে তাদের ব্যতীত অন্য সকলকে নৌকায় তুলে নিয়ো। এদের মধ্যে নুহ আলাইহিস সালামের পুত্র য়ামও ছিল, যে নিমজ্জিত হয়েছিল। এর আলোচনা পরে আসছে। َوَمَنْ آمَن-এর অর্থ

হলো, তোমার উম্মতের যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকেও তুমি নৌকায় তুলে নাও।

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل অর্থাৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে নুহ আলাইহিস সালামের এত দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং রাত-দিন নরম-গরম নানা প্রকার কথা ও কাজের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেউ ঈমান আনেনি।

/ নুহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে নৌকায় যারা ছিল, তাদের সংখ্যা কত এ ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ আছে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নারী-পুরুষ মিলে তাঁরা ছিলেন আশি জন। কাব ইবনু আহবার থেকে বর্ণিত, তাঁরা ছিলেন বাহাত্তর জন। কারও কারও মতে, দশ জন। কেউ কেউ বলেন, নুহ আলাইহিস সালাম, তাঁর তিন পুত্র ও য়াম-এর স্ত্রীসহ তাঁর চার পুত্রবধূ। যে য়াম মুক্তির পথ থেকে সরে গিয়েছিল। তবে এই অভিমতটি স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থি। কারণ, নুহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁর পরিবারের লোকজনব্যতীত অন্য একদল ঈমানদার লোকও ছিল বলে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَال. ِ

আর তা পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে চলছিল। [সুরা হুদ, আয়াত: ৪২]

তা এভাবে হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন যা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি এবং এমন বৃষ্টি পরেও আর কখনো হওয়ার নয়। যা ছিল মশকের খোলা মুখের মতো অঝোর ধারায়। আর আল্লাহ তাআলা ভূমিকে আদেশ দেন; ফলে তা সর্বদিক থেকে উৎসারিত হয়ে ওঠে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ

أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِر. َ

অতঃপর সে তাঁর রবকে আহ্বান করল, নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ করো। ফলে আমি বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম। আর ভূমিতে আমি ঝরনা উৎসারিত করলাম। ফলে সকল পানি মিলিত হলো নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসারে। আর আমি তাঁকে (নুহকে) কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করালাম। যা আমার চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে চলত, তার জন্য পুরস্কারস্বরূপ, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (সুরা কামার, আয়াত: ১০-১৪)

অনেক মুফাসসির বলেন, পানি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ার পনেরো হাত ওপর পর্যন্ত উঁচু হয়েছিল। আহলে কিতাবদের অভিমতও এটাই। কেউ কেউ বলেন, আশি হাত। সে প্লাবনে সমগ্র পৃথিবীর সমভূমি, পাথুরে ভূমি, পাহাড়-পর্বত ও বালুকাময় প্রান্তর সবই প্লাবিত হয়েছিল। ভূ-পৃষ্ঠে ছোট-বড় কোনো একটি প্রাণীও অবশিষ্ট ছিল না। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ জাইদ ইবনু আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, সে যুগের অধিবাসীরা সমতল ভূমি ও পাহাড়-পর্বত সবকিছু পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। আবদুর রহমান ইবনু জাইদ ইবনু আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডেরই কেউ না কেউ মালিক ছিল।

তারপর আল্লাহ তাআল ইরশাদ করেন-

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيم. ٌ

বলা হলো, হে নুহ, তোমার ও তোমার সাথে যে উম্মত রয়েছে তাদের ওপর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত-সহ অবতরণকরো। আর আরও অনেক উম্মতকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেবো, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। (সুরা হুদ, আয়াত: ৪৮]

এই হলো নুহ আলাইহিস সালামের প্রতি সে সময়কার আদেশ, যখন পানি ভূপৃষ্ঠ থেকে সরে গিয়েছিল, তা চলাচল ও অবস্থান উপযোগী হয়েছিল এবং দীর্ঘ ভ্রমণের পর জুদি পর্বতের পৃষ্ঠদেশে স্থির হয়ে থাকা নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেছিল। জুদি জাজিরা অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ পর্বতের নাম। পর্বত সৃষ্টির অধ্যায়ে আমরা এর আলোচনা করে এসেছি।

بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَات অর্থ হলো, তুমি নিরাপদে এবং তোমার প্রতি এবং তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি বরকত-সহ অবতরণ করো। এখানে ভবিষ্যৎ বংশধর বলতে শুধু নুহ

আলাইহিস সালামের বংশধর এজন্য বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালাম ব্যতীত তাঁর ঈমানদার সঙ্গীদের অন্য কারও বংশ ও উত্তরসূরি সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. َ

আমি তাঁর বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ৭৭)

অতএব, যত আদম সন্তান আজ ভূপৃষ্ঠে আছে তারা সকলেই নুহ আলাইহিস সালামের তিন পুত্র-সাম, হাম ও য়াফিস-এর বংশধর।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাম আরবের আদি পুরুষ, হাম - আবিসিনিয়ার আদি পুরুষ এবং য়াফিস রুমের আদি পুরুষ। **১৬৯**

আর ইমাম তিরমিজিও হাদিসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। শাইখ আবু ইমরান ও ■ ইবনু আবদিল বার বলেন, ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

উপর্যুক্ত হাদিসে রুম দ্বারা প্রথম রুম বোঝানো হয়েছে। এরা হলো গ্রীক জাতি। এদের বংশধারা রুমি ইবনু লিবতি ইবনু ইউনান ইবনু য়াফিস ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সাইদ ইবনু মুসাইয়াব সূত্রে বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেছেন, নুহ আলাইহিস সালামের তিন পুত্র জন্মলাভকরে। সাম, য়াফিস ও হাম। আবার এই তিন জনের প্রত্যেকের তিনটি করে পুত্র জন্ম নেয়। সাম-এর পুত্ররা হলো-আরব, ফারিস ও রুম। য়াফিস-এর পুত্ররা হলো-তুর্ক, সাকালিবা ও ইয়াজুজ-মাজুজ এবং হামের পুত্ররা হলো-কিবত, সুদান ও বারবার।

হাফিজ আবু বকর বাজজার তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নুহের ঔরসে সাম, হাম ও য়াফিস জন্মগ্রহণ করেন। তারপর সামের ঔরসে আরব, ফারিস ও রুম জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে য়াফিস-এর ঔরসে জন্ম নেয় ইয়াজুজ-মাজুজ, তুর্ক ও সাকালিবা। এদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আর হামের ঔরসে জন্ম নেয় কিবত, বারবার ও সুদান। এই বর্ণনাটি মারফু নাকি মুরসাল পর্যায়ের এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কথিত আছে, নুহ আলাইহিস সালামের তিন পুত্রের জন্ম প্লাবনের পরেই হয়েছিল। প্লাবনের পূর্বে তার ঔরসে কানআনের জন্ম হয়েছিল, সে নিমজ্জিত। হয়ে যায় এবং তাঁর অপর পুত্র আবির-এর মৃত্যু প্লাবনের পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা হলো, তাঁর তিন পুত্র তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিলেন। তাদের মাতা এবং স্ত্রীগণও তাদের সঙ্গে ছিলেন। এটাই তাওরাতের ভাষ্য। আরও বর্ণিত আছে, হাম নৌকায় তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করেন। ফলে নুহ আলাইহিস সালাম তার জন্য বদদুআ করেন যেন তার এই বীর্য দ্বারা কুশ্রী সন্তান সৃষ্টি করা হয়। পরিণামে তার একটি কালো সন্তান জন্ম নেয়। সে হলো সুদানের আদি পুরুষ কানআন ইবনু হাম।

বরং ঘটনাটি সম্পর্কে কথিত আছে, হাম তার পিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিবস্ত্র দেখেও তার সতর আবৃত করে দেননি। পরে তার অপর দুই ভাই তা আবৃত করে দেন। এজন্য নুহ আলাইহিস সালাম তার জন্য এই বদদুআ করেন, যেন তার শুক্রের বিকৃত ঘটে এবং তার সন্তানগণ যেন তার ভাইদের দাস হয়ে থাকে।

ইমাম আবু জাফর ইবনু জারির হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাওয়ারিগণ ঈসা ইবনু মারইয়ামকে বললেন, নুহ আলাইহিস সালামের নৌযানে ছিলেন এমন একজন লোককে আপনি আমাদের জন্য যদি পুনর্জীবিত করে দিতেন তাহলে তার কাছে আমরা নুহ আলাইহিস সালামের নৌযানের বিবরণ শুনতে পেতাম। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফলে ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি মাটির ডিবির নিকট উপনীত হলেন এবং তা থেকে একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়েবললেন, তোমরা কি জানো এগুলো কী? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, এটা হলো নুহ আলাইহিস সালামের পুত্র হাম-এর পায়ের গিট।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারপর তিনি হাতের লাঠি দ্বারা ডিবিতে আঘাত করে বললেন, আল্লাহর আদেশে উঠে দাঁড়াও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি (হাম ইবনু নুহ) মাথা থেকে ধুলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চুল পাকা দেখে ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছিলেন? জবাবে হাম বললেন, না; বরং যুবক অবস্থায়ই আমার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আমি ধারণা করেছিলাম, এই বুঝি কিয়ামত; তাতেই

আমার চুল পেকে যায়।

ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমাদেরকে নুহের নৌকার একটি বিবরণ দিন

তো। জবাবে তিনি বললেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাজার দুইশ হাত আর প্রস্থ ছিল ছয়শ হাত। এটি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট। একতলায় ছিল জীব-জানোয়ার ও হিংস্র পশু। একতলায় মানুষ এবং আরেক তলায় পাখি। জীব-জানোয়ারের মল অধিক হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামের প্রতি অহি নাজিল করলেন, তুমি হাতীর লেজটা উঁচিয়ে ধরো। তিনি তাই করলেন। ফলে তার মধ্য থেকে একটি শূকর ও একটি শূকরী বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তারা মল খেতে শুরু করে। আবার ইঁদুর যখন নৌকা ছিদ্র করতে শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা নুহ-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, তুমি সিংহের দুই চক্ষুর মাঝখানে আঘাত করো। তিনি তাই করলেন। ফলে তার নাকের ছিদ্র থেকে একটি বিড়াল ও একটি বিড়ালী বের হয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।।

তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নুহ আলাইহিস সালাম ■ কীভাবে জানতে পেরেছিলেন গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত হয়ে গেছে? হাম বললেন, এ সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কাক প্রেরণ করেছিলেন। কাকটি একটি মরা দেখতে পেয়ে তা খেতে আরম্ভ করল। এজন্য নুহ আলাইহিস সালাম তার জন্য বদদুআ করলেন, যেন সে সর্বদা ভীত থাকে। এজন্যই কাক ঘর-বাড়িতে থাকে না। তারপর তিনি কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতরটি ঠোঁটে করে একটি জাইতুন পাতা এবং পায়ে করে কিছু কাদামাটি নিয়ে এলো। এতে নুহ মূলাইহিস সালাম বুঝতে পারলেন, সমগ্র ভূ-ভাগ নিমজ্জিত হয়ে গেছে। তখন তিনি তার গলায় একটি সবুজ বেষ্টনী দিয়ে দিলেন। তখন থেকেই কবুতর ঘরে থাকতে শুরু করে।ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারপর হাওয়ারিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, একে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে নিয়ে যাব কি? সে আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলবেন। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, এমন ব্যক্তি কীভাবে তোমাদের অনুগমন

করবে যার রিজিক অবশিষ্ট নেই। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহর আদেশে আপনি পূর্বাবস্থায় ফিরে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। এটি একান্তই একটি গরিব পর্যায়ের বর্ণনা।১৭/

আলবা ইবনু আহমার ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে এবং তিনি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, নৌকায় নুহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে আশি জন পুরুষ এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন ছিলেন। নৌকায় তারা একশ পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন। আল্লাহ তাআলা প্রথমে নৌকাটি মক্কা অভিমুখী করে দেন। ফলে তা বাইতুল্লাহর চতুর্পাশে চল্লিশ দিন যাবৎ ঘুরতে থাকে। তারপর তাকে জুদির দিকে ফিরিয়ে দিলে তথায় গিয়ে তা স্থির হয়। তখন নুহ আলাইহিস সালাম পৃথিবীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কাকটি গিয়ে একটি মরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে তার ফিরতে বিলম্ব হয়ে যায়। ফলে নুহ আলাইহিস সালাম এবার একটি পায়রা প্রেরণ করেন। পায়রা তার দুই পায়ে কাদামাটি মাখা অবস্থায় একটি জাইতুন পাতা নিয়ে ফিরে আসে। এতে নুহ আলাইহিস সালাম বুঝতে পারেন, পানি নেমে গিয়েছে। তাই তিনি জুদি পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসেন এবং একটি পল্লী নির্মাণ করে তার আশিটি নামকরণ করে দেন। ফলে হঠাৎ একদিন তাদের মুখের বুলি আশিটি ভাষায় পরিণত হয়ে যায়। তার একটি হলো আরবি। তখন তারা কেউ কারও ভাষা বুঝত না। নুহ আলাইহিস সালাম একজনের কথা অপরজনকে বুঝিয়ে দিতেন।

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বলেন, রজব মাসের দশম তারিখে তারা নৌকায় আরোহণ করে একশ পঞ্চাশ দিন ভ্রমণ করেন এবং জুদির ওপর স্থির অবস্থায় তাদের নিয়ে নৌকাটি একমাস অবস্থান করে। আর মুহাররম মাসের আশুরা দিবসে তারা নৌকা থেকে বেরিয়ে আসেন। ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ এর সমর্থনে একটি মারফু হাদিসও বর্ণনা করেছেন। আর সেদিন তারা রোজাও রেখেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন সেই প্লাবন বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠের ওপর এক ধরনের বায়ু প্রেরণ করলেন। এতে পানি শান্ত হয়ে যায় ও পৃথিবীর ঝরনাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানি হ্রাস পেতে শুরু করে। তাওরাত অনুসারীদের ধারণা মতে, নৌকার স্থিতি ছিল রজবের আঠারো তারিখে এবং শাওয়ালের প্রথম তারিখে পর্বতসমূহের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। এরপর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নুহ আলাইহিস সালাম নৌকার বাতায়ন খুলে ফেলেন। তারপর পানির অবস্থা দেখে আসার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কিন্তু সে আর ফিরে না আসায় তিনি একটি কবুতর প্রেরণ করেন।

কবুতর এই সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে যে, সে পা রাখার এতটুকুস্থানও পায়নি। নুহ আলাইহিস সালাম হাত পেতে কবুতরটি ধরে নৌকায় ঢুকিয়ে রাখেন।

এরপর আরও সাত দিন অতিক্রান্ত হলে পানির অবস্থা দেখে আসার জন্য তিনি আবারও কবুতরটি প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার আর সে সহসা ফিরে এলো না। সন্ধ্যার সময় পায়রাটি একটি জাইতুন পাতা মুখে করে ফিরে আসে। এতে নুহ আলাইহিস সালাম বুঝতে পারলেন, এবার ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পানি নেমে গেছে। এরপর আরও সাত দিন অবস্থান করে তিনি পায়রাটিকে পুনরায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু এবার সে আর তাঁর নিকট ফিরে যায়নি। এতে নুহ আলাইহিস সালাম বুঝতে পারলেন, এবার পানি শুকিয়ে গেছে। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার প্লাবন প্রেরণ এবং নুহ আলাইহিস সালামের কবুতর প্রেরণের মাঝে এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরের প্রথম তারিখ শুরু হলে ভূ-পৃষ্ঠ প্রকাশ পায় ও স্থলপথ আত্মপ্রকাশ করে এবং নুহ আলাইহিস সালাম নৌকার ডাকনা উন্মুক্ত করেন। ইবনু ইসহাকের এই বর্ণনা হুবহু আহলে কিতাবদের হস্তস্থিত তাওরাতের বিবরণের অনুরূপ।

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরবর্তী বছরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশ তারিখে বলা হলো-

يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيم. ٌ

হে নুহ, তোমার ও তোমার সাথে যে উম্মত রয়েছে তাদের ওপর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত-সহ অবতরণ করো। আর আরও অনেক উম্মতকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেবো, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। [সুরা হুদ, আয়াত: ৪৮)

আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে, আল্লাহ তাআলা নুহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে এই বলে কথা বলেছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্রগণ, তোমার পুত্রবধূগণ এবং তোমার সঙ্গে সকল প্রাণী নিয়ে নৌকা থেকে বের হয়ে পড়ো; যাতে তারা পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে তারা বেরিয়ে যায় এবং নুহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে পশু জবাই করার স্থান নির্ধারণ করেন এবং সকল প্রকার হালাল জীব-জানোয়ার ও হালাল পক্ষীকুল থেকে কিছু কিছু নিয়ে কুরবানি করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি পুনরায় পৃথিবীবাসীর ওপর (এরূপ) প্লাবন আর দেবেন না এবং এই প্রতিশ্রুতির নিদর্শন-স্বরূপ মেঘের মধ্যে ধনুক স্থাপন করে রেখেছেন যাকে রঙধনু বলা হয়। ইতিপূর্বে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে আমরা উল্লেখ করে এসেছি, রঙধনু হলো নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা-স্বরূপ। মোটকথা,

মেঘের মধ্যে এই ছিলাবিহীন রঙধনু স্থাপন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই মেঘমালা থেকে প্রথমবারের মতো আর প্লাবন হবে না।

নুহ আলাইহিস সালামের রোজা:

ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ নুহ আলাইহিস সালামের রোজা অধ্যায়ে বলেছেন, আবু কিয়াস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নুহ আলাইহিস সালাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ব্যতীত সারা বছর রোজা পালন করতেন। এভাবে ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্য সূত্রে এবং অন্য পাঠেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

তাবারানি আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নুহ আলাইহিস সালাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ব্যতীত সারা বছর, দাউদ আলাইহিস সালাম বছরের অর্ধেক এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রতি মাসে তিন দিন করে রোজা রাখতেন।

✿ হজরত হুদ আলাইহিস সালাম ✿

তিনি হুদ ইবনু শালিখ ইবনু আরফাখশাজ ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম। মতান্তরে হুদ-যার নাম ছিল আবির ইবনু আরফাখশাজ ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম। অন্যমতে, হুদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু রাবাহ ইবনুল জারুদ। ইবনু আজ ইবনু আউস ইবনু ইরাম ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম। ইতিহাসবেত্তা ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ এই মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। হুদ-এর গোত্রের নাম আদ (ইবনু আউস ইবনু সাম ইবনু নুহ)। তারা ছিল আহকাফ অর্থাৎ বালুর ঢিবিপূর্ণ এলাকার অধিবাসী, যা ইয়ামানের ওমান ও হাজরা মাউতের টিলা অঞ্চলে অবস্থিত। এটি ছিল শাহর জলাশয়ের তীরবর্তী বসতি এলাকা। তাদের উপত্যকার নাম ছিল মুর্গিস। উঁচু উঁচু খুঁটির ওপর তাঁবু খাটিয়ে তাঁরা বসবাস করতেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد. ِ

তুমি কি দেখোনি, তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন, আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি-যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? (সুরা ফাজর, আয়াত: ৬-৭/

এএই আদ বংশ আদে ইরাম বা আদে উলা বলে পরিচিত। আদে সানি বা দ্বিতীয় আদ বংশের উদ্ভব হয় পরবর্তীকালে।

আদে উলা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন-
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البلاد.

সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ইরাম গোত্র, যার সমতুল্য কোনো দেশে বানানো হয়নি। [সুরা ফাজর, আয়াত: ৬,৮]
হজরত নুহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবনের পর আদে উলা সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ করে।, তাদের মূর্তি ছিল তিনটি। যথা: এক, সাদদা, দুই, সামুদা, তিন, হাররা। আল্লাহ তাদের মাঝে হুদ আলাইহিস সালামকে নবিরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। যেমন সুরা আরাফে নুহ আলাইহিস সালামের কাহিনির শেষে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وإلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِين. َ

আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? তার কওমের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে

নির্বুদ্ধিতায় দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।সে বলল, হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই। কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রাসুল। আমি তোমাদের নিকট আমার রবের রিসালাতসমূহ পৌঁছাচ্ছি, আর আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী বিশ্বস্ত। তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? আর তোমরা স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে নুহের কওমের পর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং সৃষ্টিতে তোমাদেরকে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে; যাতে তোমরা সফলকাম হও।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং ত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদত করত? সুতরাং তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

সে বলল, নিশ্চয় তোমাদের ওপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আজাব ও ক্রোধ পতিত হয়েছে। তোমরা কি এমন নামসমূহের ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছ, যার নামকরণ করেছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা ছিল, তাঁদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা রক্ষা করেছি এবং তাদের মূল কেটে দিয়েছি, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। আর তারা মুমিন ছিল না। (সুরা আরাফ, আয়াত: ৬৫-৭২]

সুরা হা-মিম আস-সাজদায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أُخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُون. َ

আর আদ সম্প্রদায়, তারা জমিনে অযথা অহংকার করত এবং বলত, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে? তবে কি তারা লক্ষ করেনি-নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করত। তারপর আমি তাদের ওপর অশুভ দিনগুলোতে ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম; যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক আজাব আস্বাদন করাতে পারি। আর আখেরাতের আজাব তো অধিকতর

লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। [সুরা হা-মিম আস- সাজদা, আয়াত: ১৫-১৬]

সুরা আহকাফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

الْمُجْرِمِينَ

আর স্মরণ করো আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যখন সে আহকাফের স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল। আর এমন সতর্ককারীরা তার পূর্বে এবং তার পরেও গত হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে নিবৃত্ত করতে আমাদের নিকট এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।

সে বলল, এই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে। আর যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, আমি তোমাদের কাছে তা-ই প্রচার করি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘমালা দেখল তখন তারা বলল, এই মেঘমালা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (হুদ বলল,) বরং এটি তা-ই, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এ এক ঝড়; যাতে যন্ত্রণাদায়ক আজাব রয়েছে। এটা তাঁর রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। ফলে তারা এমন (ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সুরা আহকাফ, আয়াত: ২১-২৫)

আদ জাতিই মুহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার সূচনা করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ

بسطة.

। আর তোমরা স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে নুহের কওমের পর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং সৃষ্টিতে তোমাদেরকে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। (সুরা আরাফ, আয়াত: ৬৯]/

সুরা মুমিনুনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِين. َ

তারপর তাদের পরে আমি অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি। (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ৩১]

সঠিক মতানুসারে এরা হলো হুদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়। তবে অন্যরা বলেন, এরা সামুদ জাতি। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন-

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء. ً

অতঃপর যথার্থই তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পেয়ে বসল, তারপর আমি তাদেরকে খড়কুটোয় পরিণত করলাম। (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ৪১)

এখানে তাদের বক্তব্য হলো, যে জাতিকে বিকট শব্দের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, তারা ছিল সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়-সামুদ জাতি। পক্ষান্তরে আদ

জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ .

আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঠান্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। (সুরা হাক্কাহ, আয়াত: ৬)

তাদের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করার পরও বলা যেতে পারে, আদ জাতির ওপর বিকট শব্দ ও প্রচণ্ড বায়ু উভয় প্রকার আজাবই অবতীর্ণ হয়েছিল-যেমন মাদইয়ানবাসী তথ্য আইকার অধিবাসীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার আজাব পতিত হয়েছিল। আর এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই, আদ জাতি ছিল সামুদ জাতির পূর্বসূরি।

মোটকথা, আদ সম্প্রদায় ছিল একটি অত্যাচারী কাফির, বিদ্বেষী, দাম্ভিক ও মূর্তিপূজারি আরব গোষ্ঠী। আল্লাহ তাদের মধ্য থেকেই একজনকে তাদের নিকট রাসুলরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল, তাঁর বিরুদ্ধাচার করল এবং তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করল। ফলে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলেন। নবি যখন তাদেরকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করতে বললেন এবং উদ্বুদ্ধ করলেন, এর দ্বারা ইহকাল ও পরকালে পুরস্কার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বিরুদ্ধাচরণে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন,

তখন-

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ

الكاذبين.

তার কওমের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। (সুরা আরাফ, আয়াত। ৬৬)

অর্থাৎ, আমরা যেসব মূর্তির পূজা করি তার স্থলে তুমি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ তা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এদের থেকে সাহায্য ও রুটি-রুজির আশা করি। তাছাড়া তোমার রাসুল হওয়ার দাবিকেও আমরা মিথ্যা বলে মনে করি।

জবাবে নবি বললেন-

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةَ ولكني رسول من رب العالمين.

সে বলল, হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই। কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রাসুল। (সুরা আরাফ, আয়াত:৬৭)

তারা বলত, হে হুদ, তুমি তো এমন অলৌকিক কিছু নিয়ে আসোনি-যা তোমার দাবির সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। আর বিনা প্রমাণে আমরা কেবল তোমার মুখের কথায় আমাদের দেব-দেবীর উপাসনা ত্যাগ করব না। আমাদের ধারণা হচ্ছে, তুমি পাগল হয়ে গেছ। অর্থাৎ, আমাদের

কোনো উপাস্য তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে এবং এ কারণে তুমি পাগল হয়ে গেছ।

তাদের উত্তরে নবি বললেন-

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُون. ِ

সে বলল, নিশ্চয় আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি অবশ্যই তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরিক করোআল্লাহ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো তারপর আমাকে অবকাশ দিয়ো না।। সুরা হুদ, আয়াত: ৫৪-৫৫)

এটা নবির পক্ষ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। তাদের দেব-দেবী থেকে নিজেকে সম্পর্কহীন রাখার চূড়ান্ত ঘোষণা ও দেব-দেবীর অসাড়তা প্রতিপন্নকারী উক্তি। তিনি বলেছেন, ওইসব দেব-দেবী না কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি; জড়পদার্থ ছাড়া এগুলো আর কিছুই নয়। হুকুম একমাত্র আল্লাহর চলে এবং তিনি সকল কাজের নিয়ন্তা। তোমরা যা বিশ্বাস করো, ওরাই সাহায্য-উপকার করে, ওরাই ক্ষতি সাধন করে-এই বিশ্বাসের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এগুলোকে অভিসম্পাত দিই- ِلكيدوني جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُون আমার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র পাকাও এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। [সুরা হুদ, আয়াত। ৫৫)

অর্থাৎ, তোমাদের সমস্ত শক্তি ও উপায়-উপকরণ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে যা করার তা করতে পারো। এ ব্যাপারে একমুহূর্তও আমাকে অবকাশ দিয়ো না। কেননা, আমি তোমাদের কোনো পরোয়া করি না, এতে আমি চিন্তিতও নই এবং তোমাদের প্রতি আদৌ কোনো ভ্রূক্ষেপ করি না।

পুনরুত্থানকে তারা অযৌক্তিক মনে করত এবং মরে যাওয়ার পর দেহ মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে গেলে সেই দেহ যে পুনর্গঠিত হতে পারে-তা তাদের বিশ্বাস হতো না। এ কথাকে তারা অসম্ভব বলে বিশ্বাস করত। তাদের মতে, মরা-বাঁচা যা কিছু তা এই দুনিয়ার জীবনেই, এরপর আর কোনো জীবন নেই। এখানে এক প্রজন্ম মারা যাবে, অন্য প্রজন্ম আসবে। সৃষ্টিধারা এভাবেই চলতে থাকবে। এটা হলো নাস্তিকদের বিশ্বাস। যেমনটা ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী অনেক মূর্খলোক বলে থাকে যে, মাতৃগর্ভ বের করে দেয় এবং পৃথিবী গ্রাস করে নেয়।
। নবি জানালেন

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِين. َ

সে বলল, নিশ্চয় তোমাদের ওপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আজাব ও ক্রোধ পতিত হয়েছে। তোমরা কি এমন নামসমূহের ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছ, যার নামকরণ করেছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৭১।

অর্থাৎ, এ জাতীয় কথার কারণে তোমরা আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধের পাত্র হয়ে গিয়েছ, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের মোকাবিলায় তোমরা সেসব মূর্তির পূজা করছ-যা তোমরা নিজেদের হাতে তৈরি করে নামকরণ করেছ, ইলাহ বলে আখ্যায়িত করেছ। আর তোমাদের পূর্বপুরুষরাও এই একই কর্ম করেছে। তোমাদের এরূপ কর্মের কোনো দলিল বা ভিত্তি নেই। সুতরাং হক কথা শুনতে ও মানতে যখন অস্বীকার করছ এবং বাতিলের ওপর অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আর আমার সতর্ক করা না করা যখন সমান হয়ে গেছে, তাহলে এখন তোমরা আল্লাহর আজাব ও শাস্তির অপেক্ষায় থাকো-যা ঠেকানোর শক্তি কারও নেই।। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِين َ.

সে বলল, হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। আল্লাহ বললেন, কিছু সময়ের মধ্যেই তারা নিশ্চিতরূপে অনুতপ্ত হবে। অতঃপর যথার্থই তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পেয়ে বসল, তারপর আমি তাদেরকে খড়কুটোয় পরিণত করলাম। সুতরাং জালিম কওমের জন্য ধ্বংস। (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ৩৯-৪১]

আদ জাতির ধ্বংসের সংবাদ আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন; যার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِين. َ

অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা ছিল তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা রক্ষা করেছি এবং তাদের মূল কেটে দিয়েছি, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। আর তারা মুমিন ছিল না। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৭২]

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيم. ۞

অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘমালা দেখল তখন তারা বলল, এই মেঘমালা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (হুদ বলল) বরং এটি তা-ই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এটা এক ঝড়, যাতে যন্ত্রণাদায়ক আজাব রয়েছে। [সুরা আহকাফ, আয়াত: ২৪]

এটা ছিল তাদের প্রতি আজাবের সূচনা। তারা দীর্ঘদিন খরাগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষকবলিত ছিল এবং বৃষ্টির জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। এমন এক পরিস্থিতিতে হঠাৎ আকাশের কোণে মেঘ দেখতে পেল। মনে করল, এই তো রহমতের বৃষ্টি আসছে। বস্তুত তা ছিল আজাবের বৃষ্টি।

এ জাতীয় আয়াত সুরা আরাফেও আছে।

এ আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরগণ ও অন্যান্য লেখক, ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু জাশশারের বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো, হুদ আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে যখন কুফরির ওপর দৃঢ় হয়ে থাকল, তখন আল্লাহ তিন বছর যাবৎ তাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখলেন। ফলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হলো।ওই সময়ের নিয়ম ছিল যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তারা মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করত এবং তা করা হতো আল্লাহর ঘরের নিকট হারাম শরিফে। সে যুগের মানুষের নিকট এটা ছিল একটি সুবিদিত রিওয়াজ। তখন সেখানে আমালিকা জাতি বাস করত। আমালিকারা হলো আমলিক ইবনু লাউজ ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালামের বংশধর। সে কালে তাদের সরদার ছিল মুআবিয়া ইবনু বকর। মুআবিয়ার মা ছিলেন আদ গোত্রীয়। তার নাম ছিল জালহাজা বিনতু খাইবরি।

আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সত্তর জনের একটি দলকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে হারাম শরিফে পাঠায়। মক্কার উপকণ্ঠে মুআবিয়া ইবনু বকরের বাড়িতে গিয়ে তারা ওঠে। মুআবিয়াও তাদেরকে আতিথ্য দেন। তারা সেখানে একমাস অবস্থান করে। সেখানে তারা মদপান করত ও মুআবিয়ার দুই গায়েকার গান শুনত। নিজেদের দেশ থেকে মুআবিয়ার কাছে যেতে তাদের একমাস সময় রয়ী লেগেছিল। এদের দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে আপন লোকদের দুর্গতির কথা ভেবে মুআবিয়ার মনে করুণা হয় অথচ তাদেরকে ফিরে যাওয়ার কথা বলতেও তিনি

সংকোচবোধ করেন। তাই তিনি একটি কবিতা রচনা করে তাদেরকে দেন। কবিতাটিতে তিনি আদ জাতির খরাজনিত দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে প্রতিনিধি দলকে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করেন।

তখন দলের সবাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হলো। সুতরাং সকলে হারাম শরিফে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং গোত্রের লোকদের জন্য দুআ করতে লাগল। দুআ পরিচালনা করল কাইল ইবনু আনাজ। তখন আল্লাহ সাদা, লাল ও কালো-তিন ধরনের মেঘ সৃষ্টি করলেন। পরে আকাশ থেকে এই মর্মে ঘোষণা শোনা গেল, কাইল, এই মেঘগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটি তোমার নিজের এবং তোমার গোত্রের লোকদের জন্য বেছে নাও। কাইল বলল, আমি কালোটা বেছে নিলাম। কেননা, কালো মেঘে বৃষ্টি বেশি হয়।

পুনরায় গায়েবি আওয়াজে তাকে জানানো হলো, তুমি ছাই-ভস্ম পছন্দ করেছ-ধ্বংসকে বাছাই করে নিয়েছ। এই মেঘ আদ গোত্রের কাউকে রেহাই দেবে না, পিতা-পুত্র কাউকেই ছাড়বে না। এটা বনু লুদিয়া ছাড়া সবাইকে ধ্বংস করবে। বনু লুদিয়া আদ গোত্রেরই একটি শাখা। এরা মক্কায় বসবাস করত। তারা এই আজাবের আওতায় পড়েনি। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন, দ্বিতীয় আদ বা সামুদ জাতি এদেরই বংশধর। তারপর কাইল ইবনু আনাজ যে কালোমেঘটি পছন্দ করেছিল, আল্লাহ তা আদ গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। মেঘ মুগিস নামক উপত্যকায় পৌঁছলে তা লোকদের দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘ দেখেই তারা একে অপরকে আনন্দ বার্তা পৌছাতে থাকে যে, এই তো মেঘ এসে গেছে, এখনই বৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِين. ◌َ

(হুদ বলল) বরং এটি তা-ই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এটা এক ঝড়, যাতে যন্ত্রণাদায়ক আজাব রয়েছে। এটা তাঁর রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। ফলে তারা এমন (ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।। সুরা আহকাফ, আয়াত: ২৪-২৫)

অর্থাৎ, যেসব জিনিসকে ধ্বংস করার নির্দেশ আসবে তা সেসব জিনিসকেই ধ্বংস করবে। এই মেঘ যে আসলে একটি ঝঞ্ঝাবায়ু এবং তার মধ্যে শাস্তি লুকিয়ে আছে, তা সর্বপ্রথম ফাহদ নামক আদ গোত্রীয় এক মহিলার চোখে ধরা পড়ে। তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েই সে চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। চেতনা ফিরে আসার পর লোকজন জিজ্ঞেস করল, ফাহদ, তুমি কী

দেখেছিলে? সে বলল, দেখলাম একটা ঝঞ্ঝাবায়ু, তার মধ্যে যেন অগ্নিশিখা জ্বলছে। তার অগ্রভাগে কয়েকজন লোক তা ধরে টেনে আনছে। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর সে আজাব একটানা সাত রাত ও আট দিন যাবৎ অব্যাহত রাখেন। চির দিনের জন্য তারা সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। তাদের একজন লোকও অবশিষ্ট রইল না।

হুদ আলাইহিস সালাম মুমিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে চলে যান। এই ঝড়ের আঘাত তাদেরকে স্পর্শ করেনি। বরং সেই বাতাসের স্পর্শে তাদের তক আরও কোমলতা লাভ করে এবং তাদের মনে স্ফূর্তি আসে। অথচ ঝঞ্ঝাবায়ু আদ সম্প্রদায়ের ওপর আসমান-জমিনজুড়ে আঘাত হানছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিনাশ করছিল।

✿ হজরত সালিহ (আ) ✿

সামুদ একটি প্রসিদ্ধ জাতি। তাদের পূর্বপুরুষ 'সামুদ'-এর নামানুসারে এ জাতির নামকরণ করা হয়েছে। সামুদ-এর আর এক ভাই ছিল জুদাইস। তারা উভয়ে আবির ইবনু ইরাম ইবনু সাম ইবনু নুহ-এর পুত্র। এরা ছিল আরবের আরিবা তথা আদি আরব সম্প্রদায়ের লোক। হিজাজ ও তাবুকের মধ্যবর্তী 'হিজব' নামক স্থানে তারা বসবাস করত। তাবুকযুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পথ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন-এর বর্ণনা পরে আসছে।

-আদ জাতির পর সামুদ জাতির অভ্যুদয় ঘটে। তাদের মতো এরাও মূর্তিপূজা করত। এদের মধ্য থেকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দা সালিহ আলাইহিস সালামকে রাসুলরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে, সালিহ ইবনু মাসিহ ইবনু উবাইদ ইবনু হাজির ইবনু সামুদ ইবনু আবির ইবনু ইরাম ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম।

তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করতে এবং মূর্তিপূজা ও শিরক বর্জনের নির্দেশ দেন। ফলে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কুফরিতে লিপ্ত থাকে এবং কথা ও কাজে তাঁকে কষ্ট দেয়। এমনকি একপর্যায়ে তাঁকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়। তারা নবির সেই উটনীকে হত্যা করে ফেলে, যাকে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করলেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আরাফে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

-

সালিহ

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِين.

আর সামুদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শন-স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর জমিনে আহার করুক, আর তোমরা তাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব পাকড়াও করবে।

আর স্মরণ করো, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে জমিনে আবাস দিলেন। তোমরা তাঁর সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করো এবং জমিনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে বেড়িয়ো না।তাঁর কওমের অহংকারী নেতৃবৃন্দ তাদের সেই মুমিনদের বলল-যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তোমরা কি জানো যে, সালিহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বলল, নিশ্চয় সে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী। যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী। অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে জবেহ করল এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করল।

আর তারা বলল, হে সালিহ, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো-যদি তুমি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো। ফলে তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল। অতঃপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, হে আমার কওম, আমি তো তোমাদের নিকট আমার রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৭৩-৭৯]

রা হুদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواالصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ، كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُود. َ

আর সামুদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন। ৩২। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা করো। নিশ্চয় আমার রব নিকটে, সাড়াদানকারী।

তারা বলল, হে সালিহ, তুমি তো ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে ছিলে প্রত্যাশিত। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত? তুমি আমাদেরকে যার দিকে আহ্বান করছ, সে ব্যাপারে নিশ্চয় আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি।

সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা কি মনে করো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন, তাহলে কে আমাকে আল্লাহর (আজাব) থেকে সাহায্য করবে, যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ। আর হে আমার কওম, এটি আল্লাহর উট, তোমাদের জন্য নিদর্শন-স্বরূপ। তাই তোমরা একে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর জমিনে (বিচরণ করে) খাবে এবং কোনোরূপ মন্দভাবে তাকে স্পর্শ করো না, তাহলে তোমাদেরকে আশু আজাব পাকড়াও করবে।

অতঃপর তারা তাকে হত্যা করল। তাই সে বলল, তোমরা তিন দিন নিজ নিজ গৃহে আনন্দে কাটাও। এটা এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা হওয়ার নয়। অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন সালিহ ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাঁদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা নাজাত দিলাম এবং (নাজাত দিলাম) সেই দিনের লাঞ্ছনাথেকে। নিশ্চয় তোমার রবই শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। আর যারা জুলুম করেছিল, বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজেদের গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল; যেন তারা সেগুলোতে বসবাসই করেনি। জেনে রাখো, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছে। জেনে রাখো, সামুদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস। [সুরা হুদ, আয়াত: ৬১-৬৮]

সুরা হিজরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

আর অবশ্যই হিজরের অধিবাসীরা (সালিহের কওম) রাসুলদেরকে অস্বীকার করেছে। আর আমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম, তবে তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। আর তারা পাহাড় কেটে বাড়ি বানাত নিরাপদে। কিন্তু ভোরে বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল। আর তারা যা উপার্জন করত, তা তাদের কাজে এলো না। [সুরা হিজর, আয়াত: ৮০-৮৪]

সুরা ইসরায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.

আর পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করাই আমাকে তা (নিদর্শনাবলি) প্রেরণ করা থেকে বিরত রেখেছে। আর আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামুদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তার ওপর জুলুম করেছিল। আমি কেবল ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিদর্শনসমূহ পাঠাই। [সুরা ইসরা, আয়াত: ৫৯]

এখন সামুদ জাতির অবস্থা ও তাদের ঘটনা বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নবি হজরত সালিহ আলাইহিস সালামকে ও যারা তাঁর ওপর ঈমান এনেছিল তাদেরকে কীভাবে আজাব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন আর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী, অত্যাচারী কাফিরদের কীভাবে নির্মূল করেছিলেন এখন তা বর্ণনা করা হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সামুদ সম্প্রদায় জাতিতে ছিল আরব। আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর সামুদ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তারা তাদের অবস্থা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এ কারণেই তাদের নবি তাদেরকে বলেছিলেন-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর জমিনে আহার করুক। আর তোমরা তাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব পাকড়াও করবে। আর স্মরণ করো, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে জমিনে আবাস দিলেন। তোমরা তাঁর সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করো এবং জমিনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে বেড়িয়ো না। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৭৩-৭৪] অর্থাৎ, আদ জাতিকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করার উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ঘটনা থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তারা যেসব অন্যায় আচরণ করত তোমরা তা করবে না। এই জমিন তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হয়েছে। এর সমভূমিতে তোমরা অট্টালিকা নির্মাণ করছ আর পাহাড় কেটে সুনিপুণভাবে তাতে ঘর-বাড়ি তৈরি করছ। অতএব, এর অনিবার্য দাবি হিসেবে এসব নিয়ামতের শোকর আদায় করো, সৎকর্মে তৎপর থাকো, একনিষ্টভাবে এক আল্লাহর বন্দেগি করো-যার কোনো শরিক নেই। তাঁর নাফরমানি ও দাসত্ব থেকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকো। কেননা, এর পরিণতি খুবই জঘন্য। এই উদ্দেশ্যে নবি এই বাণী দ্বারা উপদেশ দিচ্ছেন-

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا

هَضِيمٌ .

তোমাদেরকে কি এখানে যা আছে তাতে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া

হবে? উদ্যান ও ঝরনায়, আর খেত-খামার ও কোমল শীষবিশিষ্ট

খেজুর বাগানে। (সুরা শুআরা, আয়াত: ১৪৬-১৪৮]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُون.

আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে বাড়ি নির্মাণ করছ।

সুতরাং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য

করো। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না-যারা

পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না। [সুরা শুআরা,

আয়াত: ১৪৯-১৫২]

নবি তাদেরকে আরও বলেন-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.

হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন। [সুরা হুদ, আয়াত: ৬১।

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং জমিন থেকে উদ্ভাবন করেছেন। তারপর তোমাদেরকেই জমিনের আবাদকারী বানিয়েছেন। অর্থাৎ, পৃথিবীর যাবতীয় শস্য এবং ফল-ফলাদি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। এভাবে তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকারী ও রিজিকদাতা। সুতরাং ইবাদত পাওয়ার হকদার একমাত্র তিনিই, অন্য কেউ নয়। فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ অতএব তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাওবা করো। অর্থাৎ, তোমাদের বর্তমান কর্মনীতি পরিহার করে তাঁর ইবাদতের দিকে ধাবিত হও। তোমাদের ইবাদত-ইসতিগফার কবুল করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

আরও ইরশাদ হয়েছে

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا.

নিশ্চয় আমার রব নিকটে, সাড়াদানকারী। তারা বলল, হে সালিহ, তুমি তো ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে ছিলে প্রত্যাশিত। [সুরা হুদ, আয়াত : ৬১-৬২]

অর্থাৎ, তোমার এ জাতীয় কথাবার্তা বলার পূর্বে আমাদের আশা ছিল, তুমি একজন প্রজ্ঞাবান লোক হবে। কিন্তু আমাদের সে আশা ভূ-লুণ্ঠিত হলো। এখন তুমি আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে, আমরা যেসব দেবতার পূজা করছি সেগুলো বর্জন করতে ও বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে বলছ; এজন্য তারা বলল-

أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ.

তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে-আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত? তুমি আমাদেরকে যার দিকেআহ্বান করছ, সে ব্যাপারে নিশ্চয় আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা কি মনে করো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন, তাহলে কে আমাকে আল্লাহর (আজাব) থেকে সাহায্য করবে, যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ। [সুরা হুদ, আয়াত: ৬২-৬৩)

এ হচ্ছে হজরত সালিহ আলাইহিস সালামের কোমল ভাষার প্রয়োগ ও সৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কল্যাণের পথে আহ্বান। অর্থাৎ, তোমাদের কী ধারণা, যদি আমি তোমাদেরকে যেদিকে আহ্বান জানাচ্ছি তা প্রকৃতপক্ষে সত্য হয়ে থাকে তবে আল্লাহর নিকট তোমাদের কী ওজর থাকবে? আর তোমাদেরকে কীসে মুক্তি দেবে? অথচ তোমরা আমাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ পরিহার করতে বলছ। আর তা কোনোক্রমেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, এটি আমার অপরিহার্য কর্তব্য। আমি যদি তা ত্যাগ করি তবে তাঁর পাকড়াও থেকে না তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে, না অন্যকেউ, না কেউ আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। সুতরাং তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা আসার পূর্বপর্যন্ত আমি লা-শারিক এক আল্লাহর দিকে আহ্বানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকব।
তারপর তারা নবির কাছে দাবি জানায়, যেকোনো একটি অলৌকিক জিনিস দেখিয়ে তিনি যেন নিজ দাবির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ
.

সালিহ বলল, এটি একটি উষ্ট্রী; তার জন্য পানি পানের পালা একদিন আর তোমাদের পানি পানের পালা আরেক নির্দিষ্ট দিনে। আর তোমরা তাকে কোনো অনিষ্ট কিছু করো না; যদি

করো, তবে এক মহাদিবসের আজাব তোমাদেরকে পেয়ে বসবে। (সুরা শুআরা, আয়াত: ১৫৫-১৫৬)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيم. ٌ

নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর জমিনে আহার করুক। আর তোমরা তাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না; তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব পাকড়াও করবে। (সুরা আরাফ, আয়াত: ৭৩।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন-

وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بها.

আর আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামুদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তার ওপর জুলুম করেছিল। [সুরা ইসরা, আয়াত: ৫৯]

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেন, সামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা একবার এক স্থানে সমবেত হয়। ওই সমাবেশে আল্লাহর নবি সালিহ আলাইহিস সালাম আগমন করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান, উপদেশ দান করেন, ভীতিপ্রদর্শন করেন, নসিহত করেন এবং তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন।উপস্থিত লোকজন তাঁকে বলল, ওই যে একটা পাথর দেখা যায়, ওর মধ্য থেকে যদি অমুক অমুক গুণসম্পন্ন একটি দীর্ঘকায় দশ মাসের গর্ভবর্তী উটনী বের করে দেখাতে পারো তবে দেখাও।

সালিহ আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের বর্ণিত গুণসম্পন্ন উটনী যদি আমি বের করে দিই তাহলে কি তোমরা আমার আনীত দ্বীন ও আমার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে? তারা সবাই বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস করব। তখন তিনি এ কথার ওপর তাদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। এরপর সালিহ আলাইহিস সালাম সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং সালাত শেষে আল্লাহর নিকট তাদের আবদার পূরণ করার প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ ওই পাথরকে কেটে দিয়ে অনুরূপ গুণসম্পন্ন একটি উটনী বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। যখন তারা স্বচক্ষে এরূপ উটনী দেখতে পেল তখন তারা সত্যি সত্যি এক বিস্ময়কর বিষয়, ভীতিপ্রদ দৃশ্য, সুস্পষ্ট কুদরত ও চূড়ান্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ করল। এ দৃশ্য দেখার পর উপস্থিত বহু লোক ঈমান আনে বটে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাদের কুফরি, গুমরাহি ও বৈরীতার ওপর অটল থেকে যায়।

এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে, فَظَلَمُوا بِهَا তারা তাঁর সাথে জুলুম করল। অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই মানতে অস্বীকার করল এবং সত্যকে গ্রহণ করল না। যারা ঈমান এনেছিল তাদের প্রধান ছিল জানদা ইবনু আমর ইবনু মুহাল্লাত ইবনু লুবিদ ইবনু জুওয়াস। সে ছিল সামুদ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও ইসলাম গ্রহণে উদ্যত হলো; কিন্তু তিন ব্যক্তি তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখে। তারা হলো, জাওয়াব ইবনু উমর ইবনু লাবিদ ও খাব্বাব। এ দুজন ছিল তাদের ধর্মগুরু এবং রাবাব ইবনু সামআর ইবনু

জালমস।

জানদা ইসলাম গ্রহণ করার পর আপন চাচাতো ভাই শিহাব ইবনু খলিফাকে ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানায়। সেও ছিল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য সেও উদ্যত হয়। কিন্তু ওই ব্যক্তিরা তাকে বাধা দিলে সে তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মিহরাশ ইবনু গানামা ইবনু জুমাইল নামল জনৈক মুসলিম কবি তার কবিতায় বলেন-

আমর পরিবারের একদল লোক শিহাবকে নবির দ্বীন কবুল করার জন্য আহ্বান জানায়। এরা সকলেই সামুদ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোক। শিহাবও সে আহ্বানেসাড়া দিতে উদ্যত হয়। যদি সে সাড়া দিত তাহলে নবি সালিহ আলাইহিস সালাম আমাদের মাঝে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেতেন। জুওয়াব তার সঙ্গীর সাথে সুবিচার করেনি; বরং হিজর উপত্যকার কতিপয় নির্বোধ লোক আলোর পথ দেখার পরও মুখ ফিরিয়ে থাকে।

এ কারণে হজরত সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً 'এটি আল্লাহর উটনী। তোমাদের জন্য নিদর্শন।' আল্লাহর উটনী শব্দটি বলা হয়েছে উটনীটির মর্যাদা নির্দেশের উদ্দেশ্যে। যেমন বলা হয়, بيت لله। আল্লাহর ঘর এবং عبدالله আল্লাহর বান্দা, ولكم اية তোমাদের জন্য নিদর্শন। অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছি এটা তার সত্যতার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ

قَرِيب.

তাই তোমরা একে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর জমিনে (বিচরণ করে) খাবে এবং কোনোরূপ মন্দভাবে তাকে স্পর্শ করো না; তাহলে তোমাদেরকে আশু আজাব পাকড়াও করবে। [সুরা হুদ, আয়াত: ৬৪]

তারপর অবস্থা এই দাঁড়ায়, এই উটনীটি তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চড়ে বেড়াত, একদিন পরপর পানির ঘাটে অবতরণ করত। যেদিন সে পানি পান করত সেদিন কূপের সমস্ত পানি নিঃশেষ করে ফেলত। তাই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পালার দিন পরের দিনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি উত্তোলন করে রাখত। কথিত আছে, সম্প্রদায়ের লোকজন ওই উটনীর দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ পান لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم এই উটনীর জন্য রয়েছে পানি পানের নির্দিষ্ট দিন এবং তোমাদের জন্যও রয়েছে পানি পানের নির্দিষ্ট দিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر - উটনী পাঠিয়েছি তাদের পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষা এই যে, তারা কি এতে ঈমান আনে নাকি কুফরি করে। আর প্রকৃত অবস্থা এই, তারা কী করবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। فَارْتَقِبْهُم অতএব, তুমি তাদের আচরণের প্রতি লক্ষকরো। আর প্রতীক্ষায় থাকো وَاصْطَبِرْ এবং ধৈর্যধারণ করো। তাদের থেকে যে কষ্ট আসে তা সহ্য করো। অচিরেই তোমার নিকট সুস্পষ্ট খবর এসে পড়বে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر.

আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। (সুরা কামার, আয়াত: ২৮।

দীর্ঘদিন যাবৎ এ অবস্থা চলতে থাকায় সম্প্রদায়ের লোকেরা অধৈর্য হয়ে পড়ে। এর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা একদা সমবেত হয় ও পরামর্শ করে। তারা সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়, উটনীকে হত্যা করতে হবে। এর ফলে তারা উটনীটির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সমস্ত পানির ওপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। শয়তান তাদেরকে এই কাজের যুক্তি ও সুফল প্রদর্শন করল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ .

অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে জবেহ করল এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করল। আর তারা বলল, হে সালিহ, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো; যদি তুমি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৭৭)

যে লোক উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার নাম কিদার ইবনু সালিফ ইবনু জানদার। সে ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। সে ছিল গৌরবর্ণ, নীল চোখ ও পিঙ্গল চুল-বিশিষ্ট। কথিত মতে, সে ছিল সালিফের জারজ সন্তান। সাইবান নামক এক ব্যক্তির ঔরসে তার জন্ম হয়। কিদার একা হত্যা করলেও যেহেতু সম্প্রদায়ের সকলের ঐকমত্যে করেছিল তাই হত্যা করার দায়িত্ব সবার প্রতি আরোপ হয়েছে।

ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ মুফাসসির লিখেছেন, সামুদ সম্প্রদায়ের দুই মহিলা-একজনের নাম সাদুক। সে মাহইয়া ইবনু জুহাইর ইবনু মুখতারের কন্যা এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও বংশীয় গৌরবের অধিকারী। তার স্বামী ইসলাম গ্রহণকরে; ফলে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে এবং নিজের চাচাতো ভাই মিসরা ইবনু মিহরাজ ইবনু মাহইয়াকে বলে, যদি তুমি উটনীটি হত্যা করতে পারো তবে তোমাকে আমি বিবাহ করব।

অপর মহিলাটি ছিল উনাইজা বিনতু গুনাইন ইবনু মিজলাজ। তাকে উম্মু উসমান বলে ডাকা হতো। মহিলাটি ছিল বৃদ্ধা এবং কাফির। তার স্বামী ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম সরদার জুয়াব ইবনু আমর। এই স্বামীর ঔরসে তার চারটি কন্যা ছিল। মহিলাটি কিদার ইবনু সালিফকে প্রস্তাব দেয় যে, সে যদি উটনীটি হত্যা করতে পারে তবে তার এই চার কন্যার মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে। তখন ওই যুবকদ্বয় উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সম্প্রদায়ের লোকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। সে মতে, অপর সাত ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দেয়। এভাবে তারা নয় জন ঐক্যবদ্ধ হয়। কুরআনে সে কথাই বলা হয়েছে-

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُون.

আর সেই শহরে ছিল নয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করত এবং সংস্কার-সংশোধনমূলক কিছু করত না। [সুরা নামল, আয়াত: ৪৮]

তারপর এই নয় জন গোটা সম্প্রদায়ের কাছে যায় এবং উঠনী হত্যার উদ্যোগের কথা জানায়। এ ব্যাপারে সকলেই তাদেরকে সমর্থন করে ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এরপর তারা উটনীর সন্ধানে বের হয়। যখন তারা দেখতে পেল, উটনীটি পানির ঘাট থেকে ফিরে আসছে, তখন তাদের মধ্যকার মিসরা নামক ব্যক্তিটি যে পূর্ব থেকে ওত পেতে বসেছিল, সে একটি তির তার দিকে ছুড়ে মারল। তিরটি উটনীর পায়ের গোছা ভেদ করে চলে যায়। এদিকে মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল অবারিত করে গোটা কবিলার মধ্যে উটনী হত্যার কথা ছড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতে থাকে। কিদার ইবনু সালিফ অগ্রসর হয়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে উঠনীটির পায়ের গোছার রগ কেটে দেয়। সাথে সাথে উটনীটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বিকট শব্দে চিৎকার দিয়ে ওঠে। চিৎকারের মাধ্যমে সে তার পেটের বাচ্চাকে সতর্ক করে। কিদার পুনরায় বর্শা দিয়ে উটনীটির বুকে আঘাত করে এবং তাকে হত্যা করে। ওদিকে বাচ্চাটি একটি দুর্গম পাহাড়ে আরোহণ করে তিন বার ডাক দেয়।

আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, উটনীটির বাচ্চার ডাক ছিল এই-يا رب اين اى হে আমার রব, আমার মা কোথায়? এরপর সে একটি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.

ফলে তাদের রব তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। অতঃপর তা একাকার করে দিলেন। আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না। [সুরা শামস, আয়াত: ১৪-১৫।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.

অতঃপর তারা তাকে হত্যা করল। তাই সে বলল, তোমরা তিন দিন নিজ নিজ গৃহে আনন্দে কাটাও। এটা এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা হওয়ার নয়। [সুরা হুদ, আয়াত: ৬৫]

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, উটনীটির ওপর প্রথম যে ব্যক্তি হামলা করে তার নাম কিদার ইবনু সালিফ (তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক)। প্রথম আঘাতেই উটনীটির পায়ের গোছা কেটে যায় এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর অন্যরা দৌড়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা কেটে উটনীটির দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে। উটনীটির সদ্যপ্রসূত বাচ্চা এ অবস্থা দেখে দৌড়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ে গিয়ে ওঠে এবং তিন বার আওয়াজ দেয়। এজন্য সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বলেন, تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام তোমরা তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের ঘর- বাড়িতে জীবন উপভোগ করো।

অর্থাৎ, ঘটনার ওইদিন বাদ দিয়ে পরবর্তী তিন দিন। কিন্তু এত কঠোর সতর্কবাণী শোনানো সত্ত্বেও তারা এ কথা বিশ্বাস করল না। বরং ওই রাতেই নবিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকায় এবং উটনীটির মতো তাকেও খতম করার পরিকল্পনা করে। قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَه আরা পরস্পর বলল, আল্লাহর নামে কসম করো যে, আমরা সালিহ ও তাঁর পরিবার-সহ লোকদের ওপর রাত্রিবেলায় আক্রমণ চালাব।অর্থাৎ, আমরা তার বাড়িতে হামলা করে সালিহকে তাঁর পরিবার-পরিজন সহকারে হত্যা করব এবং পরে তার অভিভাবকরা যদি রক্তপণ চায়, তবে আমরা হত্যা করার কথা অস্বীকার করব। এ কথাই কুরআনে বলা হয়েছে-

ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُون.

অতঃপর আমরা তার নিকটাত্মীয়দের বলব, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিনি। আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। (সুরা নামল, আয়াত: ৪৯)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُون.

আর তারা এক চক্রান্ত করল এবং আমিও কৌশল অবলম্বন করলাম। অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারল না। অতএব দেখো, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কীরূপ হয়েছে। আমি তাদের ও তাদের কওমকে একত্রে ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং ওইগুলো তাদের বাড়ি-ঘর; যা তাদের জুলুমের কারণে বিরান হয়ে আছে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য-যারা জ্ঞান রাখে। [সুরা নামল, আয়াত: ৫০- ৫৩)

সামুদ জাতির ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল নিম্নরূপে-যে কজন হজরত সালিহ আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, আল্লাহ প্রথমে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। পরে গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন। যে তিন দিন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল তার প্রথম দিন ছিল বৃহস্পতিবার। এই দিন আসার সাথে সাথে সম্প্রদায়ের সকলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। যখন সন্ধ্যা হলো তখন পরস্পর বলাবলি করল, জেনে রেখো, নির্ধারিত সময়ের প্রথম দিন শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সকলের চেহারা লাল রং ধারণ করে। সন্ধ্যাকালে তারা বলাবলি করে, শুনে রেখো, নির্ধারিত সময়ের দুদিন কেটে গেছে। তৃতীয় দিন শনিবার সকলে চেহারা কালো রং ধারণ করে। সন্ধ্যাবেলাতারা বলাবলি করে, জেনে নাও, নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। রবিবার সকালে তারা খুশবু লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করল-কী শাস্তি ও আজাব-গজব নাজিল হয় তা দেখার জন্য। তাদের কোনোই ধারণা ছিল না যে, তাদেরকে কী করা হবে এবং কোন দিক থেকে আজাব আসবে।

কিছু সময় পর সূর্য যখন ওপরে এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ এলো এবং নিচের দিক থেকে প্রবল ভূকম্পন শুরু হলো। সাথে সাথে তাদের প্রাণবায়ু উড়ে গেল, সকল নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল, শোরগোল স্তব্ধ হলো এবং যা সত্য তাই বাস্তবে ঘটে গেল। ফলে সবাই লাশ হয়ে মুখথুবড়ে পড়ে রইল।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, সামুদ সম্প্রদায়ের এই আজাব থেকে একজন মাত্র মহিলা ছাড়া আর কেউই মুক্তি পায়নি। মহিলাটির নাম কালবা বিনতু সালাকা, ডাকনাম জারিআ। সে ছিল কট্টর কাফির ও হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের চরম দুশমন। আজাব আসতে দেখেই সে দ্রুত বের হয়ে দৌড়ে এক আরব গোত্রে গিয়ে উঠল এবং তার সম্প্রদায়ের ওপর পতিত যে আজাব সে প্রত্যক্ষ করে এসেছে-তার বর্ণনা দিলো। পিপাসায় কাতর হয়ে সে পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পানি পান করার সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ- كان لم يغنوا যেন সেখানে তারা কোনোদিন বসবাস করেনি।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন-

أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُود. َ

জেনে রাখো, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছে। জেনে রাখো, সামুদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস। [সুরা হুদ, আয়াত: ৬৮]

এটাই ছিল তাদের অদৃষ্ট লিখন।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ, আবদুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ, জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হিজর উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেন, তোমরা আল্লাহর নিদর্শন অর্থাৎ, মুজিজা দেখার আবেদন করো না। সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় এরূপ আবেদন জানিয়েছিল। সেই নিদর্শনের উটনী এই গিরিপথ দিয়ে পানি পান করারজন্য যেত এবং পান করার পর এই পথ দিয়েই উঠে আসত। فعتوا عن امر ربهم فعقرواها তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হলো ও উটনীটিকে বধ করল।

উটনী একদিন তাদের পানি পান করত এবং তারা একদিন উটনীর দুধ পান করত। পরে তারা উটনীটিকে বধ করে। ফলে এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করে। এতে সামুদ সম্প্রদায়ের শুধু একজন লোক ব্যতীত আসমানের নিচে তাদের যত লোক ছিল সবাইকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন। সেই লোকটি হারাম শরিফে অবস্থান করছিল। সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, কে সেই লোকটি হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, তার নাম আবু রাগাল। পরে হারাম শরিফ থেকে বের হওয়ার পর ওই আজাব তাকে ধ্বংস করে-যে আজাব তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিল। ৩৪) এই হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সংগৃহীত। কিন্তু হাদিসটি প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবের কোনোটিতেই উল্লেখ নেই। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিলেন, এখানে তা জানানো হয়েছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের এলাকা থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময় বলেছিলেন-

يَاوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُم.ْ

হে আমার কওম, আমি তো তোমাদের নিকট আমার রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি।

অর্থাৎ, তোমাদের হিদায়াতের জন্য আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম। কথায়, কাজে ও সদিচ্ছা দিয়ে তা একান্তভাবে কামনা করেছিলাম। وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِين কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষীদের তোমরা পছন্দ করো না।

অর্থাৎ, সত্য তোমরা কবুল করোনি আর না কবুল করতে প্রস্তুত ছিলে। এ কারণেই আজ তোমরা চিরস্থায়ী আজাবের মধ্যে পড়ে রয়েছ। এখন আমার আর করার কিছুই নেই। তোমাদের থেকে আজাব দূর করার কোনো শক্তি আদৌ আমার নেই। আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়া ও উপদেশ দেওয়ার দায়িত্বই আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। সে দায়িত্ব আমি পালন করেছি। কিন্তু কার্যত সেটাই হয় যেটা
আল্লাহ চান।

❀ হযরত ইবরাহীম (আ) ❀

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কুনিয়ত বা উপনাম ছিল 'আবুজ জাইফান'।তারাখের বয়স যখন পঁচাত্তর বছর, তখন তার ঔরসে ইবরাহিম, নাহুর ও হারান-এর জন্ম হয়। হারানের পুত্রের নাম ছিল দূত আলাইহিস সালাম। বর্ণনাকারীদের মতে ইবরাহিম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম। হারান পিতার জীবদ্দশায় নিজ জন্মস্থান কালদান অর্থাৎ বাবেলে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের নিকট এই মতই প্রসিদ্ধ ও যথার্থ। ইবনুআসাকির ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম গুতায়ে দামিশকের 'বুরজা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; যা কাসিয়ুন পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত। অতঃপর ইবনু আসাকির বলেন, সঠিক মত এই যে, তিনি বাবেলে জন্মগ্রহণ করেন। তবে গুতায়ে দামিশকে জন্ম হওয়ার কথা এ কারণে বলা হয়, হজরত লুত আলাইহিস সালামকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যখন তিনি এখানে আগমন করেছিলেন তখন তিনি সেখানে নামাজ আদায় করেছিলেন।(১)

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সারাহকে এবং নুহের আপন ভাই হারানের কন্যা মালিকাকে বিবাহ করেন,। সারাহ ছিলেন বন্ধ্যা। তাঁর কোনো সন্তান হতো না। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, তারাখ নিজ পুত্র ইবরাহিম, ইবরাহিমের স্ত্রী সারাহ ও হারানের পুত্র লুতকে নিয়ে কালদানিদের এলাকা থেকে কানআনিদের এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। 'হারান' নামক স্থানে তাঁরা অবতরণ করেন। এখানে তারাখের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল দুইশ পঞ্চাশ বছর। এই বর্ণনা থেকে প্রমাণ মেলে যে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্ম হারানে হয়নি; বরং কাশদানি জাতির ভূখণ্ডই তাঁর জন্মস্থান। এ স্থানটি হলো বাবেল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। এরপর তাঁরা সেখান থেকে কানআনিদের আবাসভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা

করেন। এটা হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের এলাকা। তারপর তাঁরা হারানে বসবাস আরম্ভ করেন।মোটকথা, সে সময় ভূপৃষ্ঠের ওপর যত লোক ছিল তাদের মধ্য থেকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, তাঁর স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লুত আলাইহিস সালাম ব্যতীত সকলেই ছিল কাফির। আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আলাইহিসসালামের দ্বারা সেসব দুষ্কৃতি ও ভ্রান্তি বিদূরিত করেন। কেননা, আল্লাহ তাঁকে বাল্যকালেই সঠিক পথের সন্ধান দেন। রাসুল হওয়ার গৌরব দান করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে খলিল বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِين.. ۝

আর আমি তো ইতিপূর্বে ইবরাহিমকে সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত। ৫১।

অর্থাৎ, তিনিই এর যোগ্য ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُالنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ، فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِين. ۝

আর (স্মরণ করো) ইবরাহিমকে, যখন সে তাঁর কওমকে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো; এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানো। তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করো তারা তোমাদের জন্য রিজিকের মালিক নয়। তাই

আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ করো, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। আর তোমরা যদি মিথ্যারোপ করো, তবে তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি মিথ্যারোপ করেছিল। আর রাসুলের ওপর দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানো।

তারা কি দেখে না, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন? তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। নিশ্চয় এটি আল্লাহর জন্য সহজ। বলো, তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি যাকে ইচ্ছা আজাব দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর তোমরা (তাঁকে) অক্ষমকারী নও জমিনে, আর না আসমানে। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারা আমার রহমত থেকে হতাশ হবে এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। অতঃপর ইবরাহিমের কওমের জবাব ছিল কেবল এই যে, তারা বলল, তাকে হত্যা করো অথবা জ্বালিয়ে দাও। অতঃপর আল্লাহ আগুন থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন; নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে-যারা ঈমান আনে, সেই কওমের জন্য।আর ইবরাহিম বলল, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে মিল- মহব্বতের জন্যই তো তোমরা আল্লাহ ছাড়া মূর্তিদের গ্রহণ করেছ। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লানত করবে, আর তোমাদের নিবাস জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।

অতঃপর লুত তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল। আর ইবরাহিম বলল, আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আমি তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে এবং তাঁর বংশে নবুওয়াত ও কিতাব দিলাম। আর দুনিয়ায় তাঁকে তার প্রতিদান দিলাম এবং নিশ্চয় সে আখেরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আনকাবুত, আয়াত: ১৬-২৭]

তারপর আল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর পিতা এবং সম্প্রদায়ের লোকদের বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। পরে আমরা ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আপন পিতাকে ঈমানের দাওয়াত দেন।

তাঁর পিতা ছিল মূর্তিপূজারি। কাজেই কল্যাণের দিকে আহ্বান পাওয়ার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ

نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم.

আর এভাবেই আমি ইবরাহিমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব দেখাই এবং যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর যখন রাত তাঁর ওপর আচ্ছন্ন হলো, সে তারকা দেখল, বলল, এ আমার রব। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, যারা ডুবে যায় আমি তাদের ভালোবাসি না। অতঃপর যখন সে চাঁদ উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, এ আমার রব। পরে যখন তা ডুবে গেল, বলল, যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয় আমি পথহারা কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা যা শরিক করো, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত। নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য-যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আর তাঁর কওম তাঁর সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, তোমরা কি বাদানুবাদ করছ আমার সাথে-আল্লাহর ব্যাপারে; অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? তোমরা তাঁর সাথে যা শরিক করো, আমি তাকে ভয় করি না; তবে আমার রব যদি কিছু করতে চান। আমার রব ইলম দ্বারা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমরা

যা শরিক করেছ কীভাবে আমি তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছ না যে, তোমরা শরিক করেছ আল্লাহর সাথে এমন কিছু, যার পক্ষে তিনি তোমাদের ওপর কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি।

অতএব, কোন দল নিরাপত্তার অধিক হকদার-যদি তোমরা জানো? যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি; তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।আর এ হচ্ছে আমার দলিল; আমি তা ইবরাহিমকে তাঁর কওমের ওপর দান করেছি। আমি যাকে চাই, তাকে মর্যাদায় উঁচু করি। নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। [সুরা আনআম, আয়াত: ৭৫-৮৩)

এখানে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট বিতর্কের কথা বলা হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, এসব উজ্জ্বল নক্ষত্র মূলত জড়প্রদার্থ-যা কখনো উপাস্য হতে পারে না। আর আল্লাহর সাথে শরিক করে এগুলোর পূজাও করা যেতে পারে না। কেননা, এসব সৃষ্ট, প্রতিপালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এরা উদিত হয় ও অস্ত যায় এবং অদৃশ্যও হয়ে যায়। প্রক্ষান্তরে মহান প্রতিপালক আল্লাহ-যার থেকে কিছুই অদৃশ্য থাকতে পারে না। কিছুই তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারে না; বরং তিনি সর্বদা, সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর কোনো ক্ষয় ও পতন নেই। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিপালক নেই। এভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম নক্ষত্রের ইলাহ হওয়ার অপারগতা তুলে ধরেছেন।

সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ، قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا

إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِيَنْطِقُونَ، قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ، أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِين.

আর আমি তো ইতিপূর্বে ইবরাহিমকে সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন সে তাঁর পিতা ও তাঁর কওমকে বলল, এই মূর্তিগুলো কী-যেগুলোর পূজায় তোমরা রত রয়েছ? তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের দেখেছি এদের পূজা করতে। সে বলল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছ না কি তুমি খেল-তামাশা করছ? সে বলল, না; বরং তোমাদের রব তো আসমানসমূহ ও জমিনের রব; যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। আর আল্লাহর কসম, তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।

অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো তাদের মধ্যকার বড়টি ছাড়া; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, আমাদের দেব-দেবীর সাথে কে এমন করল? নিশ্চয় সে জালিম। তাদের কেউ কেউ বলল, আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরাহিম। তারা বলল, তাহলে তাকে লোকজনের সামনে নিয়ে এসো; যাতে তারা দেখতে পারে।

তারা বলল, হে ইবরাহিম, তুমিই কি আমাদের দেব-দেবীর সাথে এরূপ করেছ? সে বলল, বরং তাদের এ বড়টিই এই কাজ করেছে। তাই এদেরকেই জিজ্ঞাসা করো-যদি এরা কথা বলতে পারে। তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরে গেল। এবং একে অপরকে বলতেলাগল, তোমরাই তো জালিম। অতঃপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেল এবং বলল, তুমি তো জানোই, এরা কথা বলতে পারে না।

সে (ইবরাহিম) বলল, তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে। তবুও কি তোমরা বুঝবে

না?

তারা বলল, তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেব- দেবীদের সাহায্য করো; যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও

ইবরাহিমের জন্য। আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫১-৭০)
ইরশাদ হয়েছে-

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. ۝

তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছ, নাকি তুমি খেল-তামাশা করছ? সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৫]

অর্থাৎ, তারা বলছে, হে ইবরাহিম, তুমি আমাদের নিকট যা কিছু বলছ, আমাদের উপাস্যদেরকে তিরস্কার করছ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সমালোচনা করছ-এসব কি তুমি সত্যি সত্যিই বলছ নাকি কৌতুক করছ?

ইরশাদ হয়েছে

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ۝

সে বলল, না; বরং তোমাদের রব তো আসমানসমূহ ও জমিনের রব; যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৬]

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট যা কিছু বলছি, সবই সত্য ও যথার্থ বলছি। বস্তুত তোমাদের উপাস্য সেই একজনই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং আসমান-জমিনেরও প্রতিপালক। পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি নিজেই এর ওপর সাক্ষী। ইরশাদ হয়েছে- ۝وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ .

আর আল্লাহর কসম, তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৭।
অর্থাৎ, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করেন, লোকজন মেলায় চলে যাওয়ার পর তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহদ করবেন। কারও কারও মতে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এ কথা মনে মদে বলেছিলেন। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের এ কথাটি শুনে ফেলেছিল।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোকজন শহরের উপকণ্ঠে তাদের একটি নির্ধারিত বার্ষিক মেলায় মিলিত হতো। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পিতা তাঁকে মেলায় যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালে তিনি বলেছিলেন, 'আমি পীড়িত'। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

منظر نظرة في النُّجُومِ، فَقَالَ إِنِّي سَقِيم. ٌ

অতঃপর সে তারকারাজির মধ্যে একবার দৃষ্টি দিলো। তারপর বলল, আমি তো অসুস্থ।। সুরা সাফফাত, আয়াত। ৮৮-৮৯)

তিনি কথাটি একটু ঘুরিয়ে বললেন; যাতে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়-আর তা হলো তাদের মূর্তিসমূহকে হেয়প্রতিপন্ন করা। মূর্তিপূজা খণ্ডনের ব্যাপারে আল্লাহর সত্য দ্বীনের সাহায্য করা। আর ধ্বংস ও চরম লাঞ্ছনাই ছিল মূর্তিগুলোর যথার্থ পাওনা। এরপর সম্প্রদায়ের লোকজন যখন মেলায় চলে যায় এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালাম শহরেই থেকে যান তখন اٰلِـهَتِهِمْ زاغ إلى অর্থাৎ, তিনি চুপিসারে দ্রুতপদে দেবতাদের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি দেখতে পান, মূর্তিগুলো একটি বিরাট প্রকোষ্ঠের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য নৈবেদ্যরূপে রাখা আছে। এ দেখে তিনি উপহাস ছলে বললেন-

أَلَا تَأْكُلُونَ، مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِين. ِ

তোমরা কি খাবে না? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছ না? অতঃপর সে তাদের ওপর সজোরে আঘাত হানল। [সুরা সাফফাত, আয়াত: ৯১-৯৩)

কেননা, ডান হাতই অধিকতর শক্তিশালী ও দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। তাই তিনি নিজ হাতের কুঠারের প্রচণ্ড আঘাতে মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর কুঠারখানা বড় মূর্তির হাতে ঝুলিয়ে রেখে দেন। এতে এই ইঙ্গিত ছিল, তারা যেন মনে করে, তার সাথে ছোট মূর্তিগুলো পূজিত হওয়ার কারণে ওটাই ছোটগুলোর ওপর ঈর্ষাবশত আক্রমণ করেছে। তারপর মেলা থেকে ফিরে এসে লোকজন তাদের উপাস্যদের এ অবস্থা যখন দেখল

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِين. َ

তারা বলল, আমাদের দেব-দেবীগুলোর সাথে কে এমনটি করল? নিশ্চয় সে জালিম। সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৯)

এ কথার মধ্যে তাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল, যদি তারা বুঝতে চেষ্টা করত। কেননা, তারা যেসব দেব-দেবীর উপাসনা করে, তারা যদি সত্যি উপাস্য হতো, তাহলে যে তাদেরকে আক্রমণ করেছে তাকে তারা প্রতিহত করত। কিন্তু নিজেদের মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও চরম পথভ্রষ্টতার কারণে তারা বলল-

مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ

لَهُ إِبْرَاهِيم.

আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে কে এমনটি করল? নিশ্চয় সে জালিম। তাদের কেউ কেউ বলল, আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরাহিম। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৯-৬০)

অর্থাৎ, সে এদের দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করত, এদের নিয়ে সমালোচনা করত। সুতরাং সেই এসে তাদেরকে ভেঙেছে। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, সে এদের সমালোচনা করত- দ্বারা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইতিপূর্বের কথা বলাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ-

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِين

আর আল্লাহর কসম, তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব। [সুরা আদিয়া, আয়াত: ৫৭)

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে তারা যখন যুক্তি ও বিতর্কে পেরে উঠতে পারল না, তাদের পক্ষে পেশ করার মতো কোনো দলিল-প্রমাণই থাকল না,তখন তারা বিতর্কের পথ এড়িয়ে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথ অবলম্বন করল- যাতে করে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা টিকিয়ে রাখতে পারে। সুতরাং, আল্লাহ তাআলাও তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِين.

তারা বলল, তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদের সাহায্য করো- যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহিমের জন্য। আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৮-৭০।

তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সম্ভাব্য চেষ্টার মাধ্যমে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে থাকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা এ সংগ্রহের কাজে রত থাকে। তাদের মধ্যে কোনো মহিলা পীড়িত হলে মানত করত, যদি সে আরোগ্য লাভ করে তবে ইবরাহিমকে পোড়ানোর জন্য লাকড়ি সংগ্রহ করে দেবে। এরপর তারা বিরাট এক গর্ত তৈরি করে তার মধ্যে লাকড়ি নিক্ষেপ করে অগ্নিসংযোগ করে; ফলে তীব্র দাহনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা এত উর্ধ্বে উঠতে থাকে, যার কোনো তুলনা হয় না। তারপর ইবরাহিমকে মিনজানিক নামক নিক্ষেপণ যন্ত্রে বসিয়ে দেয়। এই যন্ত্রটি কুর্দি সম্প্রদায়ের হাজান নামক এক ব্যক্তি তৈরি করে। মিনজানিক যন্ত্র সে-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে। আল্লাহ তাকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকবে। তারপর তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। তখন তিনি বলতে থাকেন

لا اله الا انت سبحانك لك الحمد والله الملك لا شريك لك.

আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, আপনি মহা পবিত্র, বাদশাহীর মালিক কেবল আপনিই, আপনার কোনো শরিক নেই।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে মিনজানিকের পাল্লায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তখন তিনি বললেন- حسبنا الله ونعم الوكيلআমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক। যেমন বুখারি শরিফে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন- حسبنا الله ونعمالوكيلআর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এ দুআটি পড়ছিলেন যখন তাঁকে বলা হয়েছিল-

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء. ُ

নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি

কতই-না উত্তম কর্মবিধায়ক। অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ-সহ। কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি।। সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩-১৭৪)

আবু ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি এ দুআটি পড়লেন- হে আল্লাহ, আপনি আকাশ-রাজ্যে একা আর এই জমিনে আমি একাই আপনার ইবাদত করছি।।

পূর্ববর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম বলেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম শূন্য থেকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন, আপনার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, সাহায্যের প্রয়োজন আছে তবে আপনার কাছে নয়। ইবনু আব্বাস ও সাইদ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ওই সময় বৃষ্টির ফিরিশতা (মিকাইল আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, আমাকে যখনই নির্দেশ দেওয়া হবে তখনই বৃষ্টি প্রেরণ করব। কিন্তু আল্লাহর বাণী অধিক দ্রুতগতিতে পৌঁছে যায়। ইরশাদ হয়েছে- قُلْنَا ◌َيَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم .

আমি বললাম, হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহিমের জন্য। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে খোদায়ি দাবিদার এক দুর্বল বান্দার বিতর্ক

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ◌

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين. ◌َ

তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখোনি, যে ইবরাহিমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহিম বলল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহিম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো। অতঃপর যে কুফরি করেছিল, সে হতবুদ্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। (সুরা বাকারা, আয়াত:

২৫৮।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে সেই সীমালঙ্গনকারী প্রতাপশালী রাজার বিতর্কের কথা উল্লেখ করছেন, যে নিজে প্রতিপালক হওয়ার দাবি করেছিল। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার উপস্থাপিত যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেন, তার মূর্খতা ও সল্পবুদ্ধিতা প্রকাশ করে দেন এবং নিজের দলিল দ্বারা তাকে নিরুত্তর করেন।

তাফসিরবিদ, ঐতিহাসিক ও বংশবিদদের মতে, এ রাজাটি ছিল ব্যবিলনের রাজা। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ তার নাম নমরুদ ইবনু কিনআন ইবনু কুশ ইবনু সাম ইবনু নুহ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা তার বংশতালিকা বলেছেন এভাবে- নমরুদ ইবনু ফালিহ ইবনু আবির ইবনু সালিহ ইবনু আরফাখশাজ ইবনু সাম ইবনু নুহ। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বলেছেন, যেসব রাজা-বাদশাহ দুনিয়াজাড়া রাজত্ব করেছে, সে ছিল তাদের অন্যতম। ঐতিহাসিকদের মতে, এরূপ বাদশাহর সংখ্যা
ছিল চার। দুজন মুমিন ও দুজন কাফির। মুমিন দুজন হলেন- এক. জুলকারনাইন, দুই. সুলাইমান আলাইহিস সালাম। আর কাফির দুজন হলো- এক. নমরুদ, দুই. বুখতে নসর।

ঐতিহাসিকদের মতে, নমরুদ চারশত বছরকালব্যাপী রাজত্ব করেছিল। ফলে সে জুলুম-অত্যাচার, দাম্ভিকতা ও সীমালজ্ঘনের চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং পার্থিব জীবনকেই সে চরম লক্ষ্য বলে বেছে নিয়েছিল। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তাকে এক ও লা-শারিক আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান জানালেন, তখন তার মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা ও উচ্চাভিলাষ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে।

এ ব্যাপারে সে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো এবং নিজেই প্রতিপালক হওয়ার দাবি করল। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন বললেন, আমার প্রতিপালক

তো তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। নমরুদ বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।

কাতাদা, সুদ্দি ও মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, নমরুদ ওই সময় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তিকে ডেকে আনে। অতঃপর একজনকে হত্যা করে ও অপরজনকে ক্ষমা করে দেয়। এর দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছে, সে একজনকে জীবন দান করল এবং অন্যজনের মৃত্যু ঘটাল। এ কাজটি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দলিলের কোনো মোকাবেলাই ছিল না; বরং তা বিতর্কের সাথে সামঞ্জস্যহীন একটি দুষ্কর্ম ছাড়া কিছুই ছিল না। কেননা, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বিদ্যমান সৃষ্ট-বস্তুর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, যেসব প্রাণী আমরা দেখতে পাই, তা এক সময় জন্মলাভ করেছে। আবার কিছু দিন পর সেগুলো মৃত্যুবরণ করেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, এই কাজের একজন কর্তা আছেন, যিনি প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন ও মৃত্যু দিচ্ছেন। কারণ, কর্তা ছাড়া আপনা-আপনি কোনোকিছু হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, বিশ্বজগতে প্রাণী অপ্রাণী যা-কিছু আছে তা একবার অস্তিত্বে আসা ও আর একবার অস্তিত্ব লোপ পাওয়া, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা, নক্ষত্র, বায়ু, মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজের জন্য অবশ্যই একজন কর্তা আছেন। সেজন্য ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেছেন-

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ.

আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮/

অতএব, এই মূর্খ বাদশাহর এই যে কথা- 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'-এর দ্বারা যদি এটা বোঝানো হয়, সে-ই দৃশ্যমান জগতের কর্তা, তবে এটা বৃথা দম্ভ ও বাস্তবকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ কথার দ্বারা যদি সেটাই বোঝানো হয়ে থাকে, যার উল্লেখ মুজাহিদ, সুদ্দি ও ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ করেছেন: তাহলে এ কথার কোনো মূল্যই নেই। কেননা, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পেশকৃত দলিলের তাতে খণ্ডন হয় না।

বাদশাহ নমরুদের এই যুক্তির অসাড়তা উপস্থিত অনেকের কাছে অস্পষ্ট হওয়ায় এবং অনুপস্থিতদের নিকট অস্পষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকায় হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আরও একটি যুক্তি পেশ করেন, যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও নমরুদের মিথ্যা দাবি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
ইবরাহিম বলল, আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি একে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করাও দেখি। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৮।

অর্থাৎ, এই সূর্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যহ পূর্ব দিক থেকে উদিত হয় এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালিত হয়। এই আল্লাহ এক, অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এখন তোমার জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানোর দাবি যদি যথার্থ হয়, তবে এ সূর্যকে তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। কেননা, যিনি জীবন দান ও মৃত্যু ঘটাতে পারেন, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারে না, তাঁকে কেউ অক্ষম করতে পারে না; বরং সবকিছুর ওপরই তাঁর কর্তৃত্ব চলে, সবকিছুই তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য।

অতএব, নিজের দাবি অনুযায়ী তুমি যদি প্রতিপালক হয়ে থাকো, তাহলে এটা করে দেখাও। আর যদি তা করতে না পারো, তবে তোমার দাবি মিথ্যা। কিন্তু তুমিও জানো এবং অন্যান্য প্রত্যেকেই জানে যে, এ কাজ করতে তুমি সক্ষম নও। এ তো দূরের কথা, একটা সামান্য মশা সৃষ্টি করাও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ যুক্তি প্রদর্শনের পর নমরুদের ভ্রষ্টতা, মূর্খতা, মিথ্যাচার ও মূর্খ সমাজের কাছে তার দাম্ভিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। সে কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হলো না, নীরব-নিশ্চুপ হয়ে রয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

কাফির লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল। আর জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সুপথ দেখান না। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮।

সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, নমরুদ ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মধ্যে এ বিতর্ক ছিল, তিনি অগ্নি থেকে বের হয়ে আসার দিনের ঘটনা এবং সেখানে লোকের কোনো জমায়াত ছিল না। কেবল দুজনের মধ্যেই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আবদুর রাজ্জাক জাইদ ইবনু আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নমরুদের নিকট সঞ্চিত খাদ্য-ভান্ডার ছিল। লোকজন দলে দলে তার নিকট খাদ্য আনার জন্য যেত। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামও এরূপ এক দলের সাথে খাদ্য আনতে গেলেন। সেখানেই এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ফলে নমরুদ ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে খাদ্য না দিয়েই ফিরিয়ে দিলো।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম শূন্যপাত্র নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বাড়ির কাছে এসে তিনি দুটি পাত্রে মাটি ভর্তি করে আনেন এবং মনে মনে ভাবেন বাড়ি পৌঁছে সাংসারিক কাজে জড়িয়ে

পড়বেন। বাড়ি পৌঁছে বাহন রেখে তিনি ঘরে প্রবেশ করে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারাহ পাত্র দুটির কাছে গিয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা তা ভর্তি দেখতে পান এবং তা দ্বারা খাদ্য তৈরি করেন।

ঘুম থেকে জেগে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম রান্না করা খাদ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ তোমরা কোথেকে পেলে? সারাহ জানালেন, আপনি যা এনেছেন তা থেকেই তৈরি করা হয়েছে। এ সময় ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আঁচ করতে পারলেন, আল্লাহ তাআলা বিশেষ খাদ্য হিসেবে তাদেরকে এ রিজিক দান করেছেন।

জাইদ ইবনু আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এই অহংকারী বাদশাহর নিকট আল্লাহ একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। ফিরিশতা তাকে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে বললে সে অস্বীকার করে। পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আহ্বান জানালে প্রত্যেক বারই সে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে দেয়, তুমি তোমার বাহিনী একত্র করো, আর আমি আমার বাহিনী একত্র করি। পরের দিন সূর্যোদয়ের সময় নমরুদ তার সৈন্য-সামন্তের সমাবেশ ঘটাল। অপরদিকেআল্লাহ অগণিত মশা প্রেরণ করলেন। মশার সংখ্যা এতবেশি যে, তাতে তারা সূর্যের মুখটি পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হয়নি।

আল্লাহ মশা বাহিনীকে তাদের ওপর লেলিয়ে দেন। ফলে মশা তাদের রক্ত-মাংস খেয়ে সাদা হাড্ডি বের করে দেয়। একটি মশা নমরুদের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করে। চারশত বছর পর্যন্ত এই মশা তার নাকের চিদ্রে অবস্থান করে দংশন করতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে সে হাতুড়ি দ্বারা নিজের মাথা ঠুকাতে থাকে। অবশেষে এভাবেই আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

হাজিরার গর্ভে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম:

আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট সুসন্তানের জন্য দুআ করেন। আল্লাহ তাঁকে এ বিষয়ে সুসংবাদও দান করেন। কিন্তু এরপর বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁর বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় একদিন সারাহ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বললেন, আমাকে তো আল্লাহ সন্তান থেকে বঞ্চিতই রেখেছেন। সুতরাং,

আপনি আমার বাঁদির সাথে মিলিত হোন। তার গর্ভে আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দিতেও পারেন।

সারাহ হাজিরাকে ইবরাহিমের জন্য হিবা করে দিলে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে মিলিত হন। তাতে হাজিরা সন্তান-সম্ভবা হন। এতে আহলে কিতাবরা বলে থাকেন, হাজিরা অনেকটা গৌরববোধ করেন এবং আপন মনিব সারাহর তুলনায় নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতে থাকেন। সারাহর মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হয় এবং তিনি এ সম্পর্কে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট অভিযোগ করেন। জবাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, তার ব্যাপারে তুমি যেকোনো পদক্ষেপ নিতে চাও- নিতে পারো।

এতে হাজিরা শঙ্কিত হয়ে পলায়ন করেন এবং অদূরেই এক কূপের নিকট অবতরণ করেন। সেখানে জনৈক ফিরিশতা তাঁকে বলে দেন, তুমি ভয় পেয়ো না, যে সন্তান তুমি ধারণ করেছ আল্লাহ তাকে গৌরবময় করবেন। তাঁর নাম রাখবে ইসমাইল। সে হবে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। সকল লোকের ওপর তাঁর প্রভাব থাকবে এবং অন্য সবাই তাঁর দ্বারা শক্তির প্রেরণা পাবে। সে তার ভাইদের কর্তৃত্বাধীন সমস্ত এলাকার অধিকারী হবে।এসব শুনে হাজিরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এই সুসংবাদ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অধস্তন সন্তান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। কেননা, গোটা আরবজাতি তার দ্বারা গৌরবের অধিকারী হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত এলাকায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ এমন উন্নত ও কল্যাণকর শিক্ষা এবং সৎকর্ম- কুশলতা দান করেছেন- যা পূর্বের কোনো উম্মতকেই দেওয়া হয়নি।

আরবজাতির এ মর্যাদা পাওয়ার কারণ হচ্ছে, তাদের রাসুলের মর্যাদা; যিনি হচ্ছেন নবিকুল শিরোমণি। তাঁর রিসালাত হচ্ছে বরকতময়। তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসুল। তাঁর আনীত আদর্শ হচ্ছে পুণ্যতম আদর্শ। হাজিরা ঘরে ফেরার পর হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হন। এ সময় ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। এটা হচ্ছে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের তেরো বছর পূর্বের ঘটনা। ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্মের পর আল্লাহ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সারাহর গর্ভে ইসহাক নামক সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে শোকরানা সিজদা আদায় করেন। আল্লাহ তাঁকে জানান, আমি তোমার দুআ ইসমাইলের পক্ষে কবুল করেছি। তাঁকে বরকত দান করেছি।

তাঁর বংশের বিস্তৃতি দান করেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে বারো জন প্রধানের জন্ম হবে। তাঁকে আমি বিরাট সম্প্রদায়ের প্রধান করব।

এটাও এই উম্মতের জন্য একটি সুসংবাদ। বারো জন প্রধান হলেন সেই বারো জন খলিফায়ে রাশিদা- যাদের কথা জাবির ইবনু সামুরার সূত্রে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বারো জন আমির হবেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর একটি শব্দ বলেছেন, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই সে সম্পর্কে আমার পিতার কাছে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, রাসুলের সে শব্দটি হলো, كلهم من قريش অর্থাৎ, তারা সবাই হবেন কুরাইশ গোত্রের লোক।'বুখারি ও মুসলিম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ১৫।

অপর এক বর্ণনায় আছে,لا يزال هذا الأمر قائما وفى رواية عزيزا حتى يكون اثنا عشرة

خليفة كلهم من قريش.

এই খিলাফত বারো জন খলিফা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বা শক্তিশালী থাকবে- এরা সবাই হবে কুরাইশ গোত্রের লোক।

উক্ত বারো জনের মধ্যে চার জন হলেন প্রথম চার খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। একজন উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ, কতিপয় বনু আব্বাসীয় খলিফা। বারো জন খলিফা ধারাবাহিকভাবে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই; বরং যেকোনোভাবে বারো জনের বিদ্যমান হওয়াটাই জরুরি।

উল্লিখিত বারো জন ইমাম রাফিজি সম্প্রদায়ের কথিত 'বারো ইমাম' নয়- যাদের প্রথমজন আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু আর শেষ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু হাসান আসকারি। এই শেষোক্ত ইমামের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস এই যে, তিনি সামিরার একটি ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসবেন- এরা তার প্রতীক্ষায় আছে। কারণ, এই ইমামগণ হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পুত্র হাসান ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকামী হতে পারেন না। বিশেষ করে যখন স্বয়ং হাসান ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ পরিত্যাগ করে হজরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করেন। যার ফলে ফিতনার আগুন নির্বাপিত হয়, মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়। অবশিষ্ট

ইমামগণ তো অন্যদের শাসনাধীন ছিলেন। উম্মতের ওপর কোনো বিষয়েই তাদের কোনো আধিপত্য ছিল না। সামিরার ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠ সম্পর্কে রাফিজিদের যে বিশ্বাস- তা নিতান্তই অবাস্তব ও হেঁয়ালিপনা ছাড়া আর কিছুই নয়, এর কোনোই ভিত্তি নেই।

হাজিরার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হলে সারাহর ঈর্ষা হয়। তিনি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট আবেদন জানান, যাতে হাজিরাকে তার চোখের আড়াল করে দেন। সুতরাং, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাজিরা ও তাঁর পুত্রকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং মক্কায় নিয়ে রাখেন। বলা হয়ে থাকে, ইসমাইল আলাইহিস সালাম তখন দুধের শিশু ছিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তাদেরকে সেখানে রেখে ফিরে আসার জন্য উদ্যত হলেন, তখন হাজিরা উঠে তাঁর কাপড় জড়িয়ে ধরে বললেন, হে ইবরাহিম, আমাদেরকে এখানে খাদ্য-রসদহীন অবস্থায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন? ইবরাহিম আলাইহিসসালাম কোনো উত্তর করলেন না। বারবার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি যখন জবাব দিলেন না, তখন হাজিরা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি এরূপ করতে আপনাকে আদেশ করেছেন? ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ। হাজিরা বললেন, তাহলে আর কোনো ভয় নেই। তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।

শাইখ আবু মুহাম্মদ ইবনু আলি জাইদ রাহিমাহুল্লাহ 'নাওয়াদির' কিতাবে লিখেছেন, সারাহ হাজিরার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে কসম করলেন যে, তিনি তাঁর তিনটি অঙ্গ ছেদন করবেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, দুটি কান ছিদ্র করে দাও ও খতনা করিয়ে দাও এবং কসম থেকে মুক্ত হয়ে যাও। সুহাইলি বলেছেন, এই হাজিরাই সর্বপ্রথম নারী যার খতনা করা হয়েছিল, সর্বপ্রথম যার উভয় কান ছিদ্র করা হয়েছিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম দীর্ঘ আঁচল ব্যবহার করেছেন।

ইসমাইল ও হাজিরাকে নিয়ে ইবরাহিম আ.-এর ফারান পর্বতমালা তথা মক্কা ভূমিতে হিজরত ও কাবা গৃহ নির্মাণ:

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, নারীজাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ ব্যবহার শেখে ইসমাইল আলাইহিস সালামের মায়ের কাছ থেকে। হাজিরা কোমরবন্দ ব্যবহার করতেন সারাহর দৃষ্টি থেকে নিজের পদচিহ্ন গোপন রাখার জন্য।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাজিরা ও ইসমাইলকে নিয়ে যখন মক্কায় যান, হাজিরা তখন তাঁর শিশুপুত্রকে দুধ পান করাতেন। মসজিদে হারামের উঁচু অংশে বাইতুল্লাহর কাছে

জমজম কূপের নিকটে অবস্থিত একটি বড় গাছের নিচে তিনি তাঁদেরকে রেখে আসেন। মক্কায় তখন না ছিল কোনো মানুষ, না ছিল কোনো পানি। এখানেই তিনি তাঁদেরকে রেখে এলেন। একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানিও রাখলেন। তারপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকে ফিরে চললেন। হাজিরাও তাঁর পিছু পিছু ছুটে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, হে ইবরাহিম, আমাদেরকে এই শূন্য প্রান্তরে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? যেখানে নেই কোনো মানুষজন, নেই কোনো খাদ্য- পানীয়।

হাজিরা বার বার একথা বলা সত্ত্বেও ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজিরা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি এরকম করতে আপনাকে আদেশ করেছেন? ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ। হাজিরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এ কথা বলে হাজিরাফিরে আসলেন এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামও চলে গেলেন। যখন তিনি 'সানিয়া' (গিরিপথ) পর্যন্ত পৌঁছলেন, সেখান থেকে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দুই হাত তুলে নিম্নোক্ত দুআ পড়লেন

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون.. َ

হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম; হে আমাদের রব, যাতে তাঁরা সালাত কায়িম করে। সুতরাং, কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিজিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৩৭।

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের মা ইসমাইলকে নিজের স্তনের দুধ পান করাতেন এবং নিজের ওই মশকের পানি পান করতেন। শেষে মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে মা ও শিশু উভয়ে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখেন, পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করছে কিংবা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থা দেখে সহ্য করতে না পেরে মা সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং নিকটবর্তী সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখা যায় কি না লক্ষ করলেন। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। তারপর সাফা পর্বত থেকে হাজিরা নেমে নিম্নভূমিতে চলে আসলে তিনি তাঁর জামার আঁচলের একদিক উঠিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত ব্যক্তির মতো ছুটে চললেন। নিচু ভূমি পাড়ি দিয়ে

তিনি মারওয়া পাহাড়ে উঠে যান। চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি সাত বার আসা-যাওয়া করেন।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এজন্যই লোকজন হজ ও উমরায় উভয় পাহাড়ের মাঝে সাত বার সায়ি করে থাকেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠে তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পান। তিনি তখন নিজেকে লক্ষ করে বলেন, চুপ করো। তারপর কান পেতেপুনরায় ওই একই আওয়াজ শুনতে পেলেন। হাজিরা তখন বললেন, তোমার আওয়াজ শুনেছি, যদি সাহায্য করতে পারো তবে সাহায্য করো; এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, জমজম কূপের স্থানে একজন ফিরিশতা দাঁড়িয়ে আছেন। ফিরিশতা নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা কিংবা তার ডানা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পানি বের হয়ে আসে। তখন হাজিরা এর চারপাশে আপন হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে হাউজের ন্যায় করে দিলেন এবং আঁজলা ভরে মশকে পানি তোলার পরও পানি উপচে পড়তে লাগল।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসমাইল আলাইহিস সালামের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি জমজমকে বাঁধ না দিয়ে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি আঁজলা ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে জমজম একটি কূপ না হয়ে প্রবহমান ঝরনায় পরিণত হতো।

তারপর হাজিরা পানি পান করলেন এবং শিশু-পুত্রকে দুধ পান করালেন। ফিরিশতা তাকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশঙ্কা করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। একে এই শিশু ও তাঁর পিতা পুনর্নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর পরিজনকে বিনাশ করবেন না। ওই সময় আল্লাহর এই ঘরটি মাটির থেকে কিছু উঁচু ঢিবির মতো ছিল। বন্যার পানির ফলে তার ডান ও বামদিকে ভাঙন ধরেছিল।

হাজিরা এভাবে দিনযাপন করছিলেন। পরিশেষে জুরহুম গোত্রের (ইয়ামান দেশীয়) একদল লোক তাঁদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা জুরহুম পরিবারের কিছু লোক ওই পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল যে, একটা পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলাবলি করল, নিশ্চয় এ পাখিটি পানির ওপরই উড়ছে অথচ আমরা এই উপত্যকায় বহুদিন কাটিয়েছি, এখানে কোনো পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দুজন মশকধারী লোক সেখানে পাঠান। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল।

ফিরে এসে সবাইকে পানির সংবাদ দিলো। সংবাদ পেয়ে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। ইসমাইল আলাইহিস সালামের মা ওই সময় পানির নিকট বসা ছিলেন। তারা তাঁর নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করার অনুমতি চাইল। হাজিরা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, থাকতে পারো, তবে এই পানির ওপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা তা মেনে নিল।
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই ঘটনা ইসমাইল আলাইহিস সালামের মাকে একটি সুযোগ এনে দিলো। সেও মানুষের সাহচর্য চাচ্ছিল। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠালো, তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হলো।

এদিকে ইসমাইল আলাইহিস সালাম যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবি ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিলো। এরই মধ্যে ইসমাইল আলাইহিস সালামের মা হাজিরার ইনতিকাল হয়।

ইসমাইল আলাইহিস সালামের বিবাহের পর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর পরিত্যক্ত পরিবারকে দেখার জন্য এখানে আসেন। কিন্তু ইসমাইল আলাইহিস সালামকে পেলেন না। তখন তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। তখন তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জানালেন, আমরা অতি কষ্টে, অভাব-অনটনে আছি। তিনি তাঁর কাছে নিজেদের দুর্দশার অভিযোগ করলেন। তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে এলে আমার সালাম জানাবে এবং তাঁকে দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলতে

বলবে।

ইসমাইল আলাইহিস সালাম বাড়ি ফিরে এলে তিনি যেন কিছু একটা ঘটনার আভাস পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোনো লোক এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। আমি তা জানিয়েছি। আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি, আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি।

ইসমাইল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাকে কোনো উপদেশ দিয়েছেন কী? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে তাঁর সালাম জানাতে বলেছেন ও আপনাকে দরজার চৌকাঠ বদলাতে বলেছেন। ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন, উনি আমার পিতা। তোমাকে ত্যাগ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং, তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও। তখন তিনি

স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জুরহুম গোত্রের অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের থেকে দূরেই রইলেন। তারপর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদেরকে পুনরায় দেখতে এলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাইলকে বাড়িতে পেলেন না।

পুত্রবধূর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন, তিনি আমাদের জীবিকার অন্বেষণে বাহিরে গেছেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা কেমন আছো, তোমাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা কেমন? জবাবে পুত্রবধূ বললেন, আমরা ভালো আছি ও স্বাচ্ছন্দ্যে আছি, সাথে সাথে মহিলাটি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, সাধারণত তোমাদের খাদ্য কী? তিনি বললেন, গোশত। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পানীয় কী? তিনি বললেন, পানি। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দুআ করলেন, হে আল্লাহ, এদের গোশত ও পানিতে বরকত দান করুন।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওই সময় তাদের ওখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো, তাহলে তিনি তাদের জন্য সে বিষয়েও দুআ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবনধারণ করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশত ও পানি জীবনযাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তোমার স্বামী যখন বাড়িতে আসবে তখন আমার সালাম জানাবে ও দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখতে বলবে।

ইসমাইল আলাইহিস সালাম যখন বাড়িতে আসলেন তখন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধলোক এসেছিলেন। স্ত্রী আগন্তুকের প্রশংসা করলেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন। আমি জানিয়েছি, আমরা ভালো আছি।

ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোনো উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন ও আপনার দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখাকে বলেছেন। ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন, তিনি আমার পিতা। তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখার আদেশ করেছেন।পুনরায় ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এদের থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দূরেই থাকলেন। তারপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুনরায় তথায় আসলেন। দেখলেন, ইসমাইল জমজম কূপের নিকট বিরাট এক বৃক্ষের নিচে বসে তির চাঁছছিলেন। পিতাকে দেখে তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে আসলেন। অতঃপর উভয়ে এমনভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, যেমন সাধারণত পিতা-পুত্রের মধ্যে হয়ে থাকে। এরপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হে ইসমাইল, আল্লাহ আমাকে একটি কাজের আদেশ করেছেন। ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ যে আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন, নিশ্চয় আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পার্শ্বে অবস্থিত উঁচু ঢিবিটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ আমাকে এই স্থানটি ঘিরে একটি ঘর নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন।

তখন তাঁরা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাইল আলাইহিস সালাম পাথর আনতেন ও ইবরাহিম আলাইহিস সালাম গাঁথুনি দিতেন। শেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাইল আলাইহিস সালাম 'মাকামে ইবরাহিম' নামে প্রসিদ্ধ পাথরটি আনলেন এবং সেখানে রাখলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর ওপর দাঁড়িয়ে ইমারত তৈরি করতে লাগলেন আর ইসমাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকলেন। এ সময় তাঁরা উভয়ে নিম্নের দুআটি পাঠ করেন-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم. ُ

হে আমাদের রব, আমাদের থেকে এই কাজ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১২৭।

এভাবে তাঁরা দুজনে কাবা ঘরের নির্মাণকাজ শেষ করেন। আর কাজ শেষে ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করেন এবং উক্ত দুআ পাঠ করেন। ১৬। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর স্ত্রী সারাহর মধ্যে যা ঘটার ঘটে গেল, তখন তিনি ইসমাইল আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাকে নিয়ে বের হয়ে যান।তাঁদের সাথে পানি ভর্তি একটি মশক ছিল। তারপর ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ পূর্বোল্লিখিত হাদিসের অনুরূপ ঘটনার বিবরণ দেন। ১৭।

হাদিসটি ইবনু আব্বাসের উক্তি। এর কিছু অংশ মারফু আর কিছু গরিব পর্যায়ের। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত ইসরাইলি বর্ণনা থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ আছে, ইসমাইল আলাইহিস সালাম সে-সময় দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন।

তাওরাত পন্থীরা বলেন, আল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম ও তাঁর কাছে আর যত দাস ও অন্যান্য লোক ছিল তাদের খতনার নির্দেশ দেন। তিনি এই নির্দেশ পালন করেন এবং সবাইকে খতনা করান। এ সময় ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বয়স হয়েছিল নিরানব্বই বছর ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের বয়স ছিল তেরো বছর। খতনা করাটা ছিল আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে। এতে প্রতীয়মান হয়, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবেই তিনি তা পালন করেছেন। এ কারণেই উলামায়ে কিরাম খতনা করা ওয়াজিব বলেছেন- এ মতটিই সঠিক।

বুখারি শরিফে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে বাইসের بالقدوم সাহায্যে নিজের খাতনা করেন। ১৮ আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক, আজলান, মুহাম্মদ ইবনু আমর ও ইমাম মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ১৯ উক্ত বর্ণনায় ব্যবহৃত 'কুদুম' শব্দটির অর্থ ধারালো অস্ত্র। কেউ কেউ এটি একটি স্থানের নাম বলেছেন। এসব হাদিসের শব্দের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম একশত বিশ বছর বয়সে খতনা করান। এর পরেও আশি বছর জীবিত থাকেন। এসব বর্ণনায় ইসমাইল আলাইহিস সালামকে 'জাবিহ' বলে উল্লেখ করা হয়নি এবং এতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের তিন বার আগমনের কথা বলা হয়েছে। প্রথমবার আগমন করেন তখন, যখন হাজিরার মৃত্যু হয় ও ইসমাইলআলাইহিস সালাম বিবাহ করেন। শিশুকালে রেখে আসার পর থেকে ইসমাইলের বিবাহ করা পর্যন্ত তিনি আর তাদের খোঁজ-খবর নেননি।

বলা হয় যে, সফরকালে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য জমিনের দূরত্ব সংকুচিত হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি যখন আসতেন তখন বিদ্যুতের গতিসম্পন্ন বাহন বোরাকে চড়ে আসতেন। এটা যদি হয়, তাহলে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদের সংবাদ না নিয়ে কীভাবে দূরে পড়ে থাকতে পারেন? অথচ নিজের পরিজনের সংবাদ রাখা একটি

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, বিশেষ করে যে অবস্থায় তাদের রেখে এসেছিলেন। এসব ঘটনার কিছু অংশ ইসরাইলি বর্ণনা থেকে নেওয়া। অবশ্য কিছু আছে মারফু হাদিস। তবে এতে 'জাবিহ'-এর ঘটনার উল্লেখ নেই। কিন্তু তাফসিরের মধ্যে সুরা সাফফাতে আমরা দলিলসহ উল্লেখ করেছি যে, 'জাবিহ' হলেন হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম।

কুরবানির ঘটনা:

অল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين. ٌ

আর সে বলল, আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনি অবশ্যই আমাকে হিদায়াত করবেন। হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। অতঃপর তাঁকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর যখন সে তাঁর সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌছল, তখন সে বলল, হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি তোমাকে জবেহ করছি, অতএব দেখো তোমার কী অভিমত।সে বলল, হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাঁকে কাত করে শুইয়ে দিলো তখন আমি তাঁকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহিম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা; আর আমি এক মহান জবেহের বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করলাম।

আর তাঁর জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ইবরাহিমের প্রতি সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবি হিসেবে, আর আমি তাঁকে ও ইসহাককে বরকত দান করেছিলাম, আর তাঁদের বংশধরদের

মধ্যে কেউ কেউ ছিল সৎকর্মশীল এবং কেউ নিজের প্রতি স্পষ্ট জালিম। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ৯৯-১১৩)

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى.

সে বলল, হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি- আমি তোমাকে জবেহ করছি, অতএব দেখো তোমার কী অভিমত। [সুরা সাফফাত, আয়াত:১০২]
ধৈর্যশীল পুত্র পিতার নির্দেশ পালন করার জন্য খুশি মনে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, হে আমার পিতা, আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। এই জবাব ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্তরিকতার পরিচায়ক। তিনি পিতার আনুগত্য ও আল্লাহর হুকুম পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

বাইতুল আতিক বা কাবাগৃহ নির্মাণ:

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

আর স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহিমকে সে ঘরের (বাইতুল্লাহর) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক-সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য। আর মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে। [সুরা হজ, আয়াত: ২৬- ২৭)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে- তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। তাতে রয়েছে স্পষ্ট
নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহিম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর হজ করা ফরজ। আর যে কুফরি করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকূল থেকে অমুখাপেক্ষী। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত। ৮৮-৯৭)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন-

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

.

আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহিমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিল, আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি। সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য হতেও? আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। আর সেই সময়কে স্মরণ করো, যখন কাবা ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর স্থান মাকামে ইবরাহিমকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর ইবরাহিম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, একে নিরাপদ শহর করো। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা দান করো। তিনি বললেন, যেকেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেবো। তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।

স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো; নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। হে

আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার এক অনুগত উম্মত করো।

আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট এক রাসুল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করুন। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা বাকারা, আয়াত: ১২৮-১২৯/

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বন্ধু ও রাসুল এবং বহু সংখ্যক নবির পিতৃপুরুষ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বাইতুল আতিক বা কাবা ঘর নির্মাণ করেন। এটাই সর্বপ্রথম মসজিদ যা সর্বসাধারণের ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা এই ঘরের ভিত্তিস্থান নির্দিষ্ট করে দেন।

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ অহি যোগে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সেই স্থান নির্দেশ করে দেন। ইতিপূর্বে আসমানের সৃষ্টিরহস্য অধ্যায়ে আমরা বলে এসেছি যে, কাবা ঘর বাইতুল মামুরের সোজা নিচে জমিনে অবস্থিত। এমনকি যদি বাইতুল মামুর নিচে পতিত হতো, তবে তা অবশ্যই কাবা ঘরের ওপরেই পড়ত। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো পূর্বসূরি আলিমের মতে, সাত আসমানের প্রতিটি ইবাদতগৃহ এই একই বরাবর অবস্থিত। তাঁরা বলেছেন, প্রতিটি আসমানে একটি করে ঘর আছে। আসমানবাসী সেই ঘরে আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। আসমানবাসীর জন্য সেগুলো পৃথিবীর অধিবাসীদের কাবারই অনুরূপ। তাই আল্লাহ ইবরাহিম।আলাইহিস সালামকে পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করতে আদেশ দেন, যেমনই আকাশের ফিরিশতাদের জন্য ইবাদতখানা রয়েছে, আল্লাহ তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দেন।

আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পর থেকেই এই স্থানটিকে উক্ত ঘরের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। বুখারি ও মুসলিমে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে যে, এই শহরকে আল্লাহ সেই দিনেই 'হারাম' বলে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, যেদিন তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং, আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদায় এটা কিয়ামত পর্যন্ত তা হারামই থাকবে।২৬৮৯ কোনো সহিহ বর্ণনায় কোনো নবি থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, ইবরাহিম খলিলের নির্মাণের পূর্বে এই ঘরের কোনো নির্মিতরূপ ছিল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِين. َ

নিশ্চয় প্রথম ঘর; যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য।[সুরা আলে ইমরান, আয়াত:৯৬]
অর্থাৎ, প্রথম ঘর যা সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে নির্মাণ করা হয়েছে, তা ছিল বরকতের জন্য ও হিদায়াতের জন্য। এ শব্দ দ্বারা দুটি অর্থ বোঝা যায়। এক, মক্কা, দুই, কাবা যে জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা। ُفِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَات : রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। কেননা, এটা নির্মাণ করেছেন ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম- যিনি তাঁর পরবর্তী সকল নবির পিতা। নিজ বংশধরদের মধ্যে যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে ও তাঁর রীতিনীতি গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি ইমাম। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, َمَقَامِ إِبْرَاهِيم 'ইবরাহিমের দাঁড়ানোর স্থান।' অর্থাৎ, যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। কাবা ঘরের দেয়াল যখন তাঁর চাইতে উঁচু হয়ে যায়, তখন পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম এই প্রসিদ্ধ পাথরখানা এনে পিতার পায়ের নিচে স্থাপন করেন; যাতে তার ওপর দাঁড়িয়ে দেয়াল উঁচু করতে পারেন। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দীর্ঘ হাদিসে এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাথরটি সেই প্রাচীনকাল থেকে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত কাবার দেয়াল সংলগ্ন ছিল। তিনি এটাকে কাবা ঘর থেকে কিছুটা পিছিয়ে দেন; যাতে সালাত আদায়কারী ও তাওয়াফকারীদের অসুবিধা না হয়। এ ব্যাপারে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদক্ষেপকে সকলে মেনে নেয়।

কেননা, যেসব বিষয়ে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতামত আল্লাহ তাআলার আনুকূল্য লাভ করে- তন্মধ্যে এটি একটি। কারণ, একদা তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বলেছিলেন,لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى : কতই-না ভাল হতো, যদি মাকামে ইবরাহিমকে আমরা সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করতাম। তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন- وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى : তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত ওই পাথরের ওপর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পায়ের দাগ অবশিষ্ট ছিল।

✿ হযরত লুত (আ) ✿

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবনে ঘটে যাওয়া (বিভীষিকাময়) এক বৃহৎ ঘটনা হলো কওমে লুতের ওপর আপতিত খোদায়ি গজব। কেননা, নবি লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন হজরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের ভাতিজা। তিনি ছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ভাই হারানের পুত্র। লুত ইবনু হারান ইবনু তারিখ। তারিখ হলেন প্রসিদ্ধ আজর। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামরা ছিলেন তিন ভাই- ইবরাহিম, হারান, তারিহ। হারানের পুত্রই হলেন নবি হজরত লুত আলাইহিস সালাম।

হজরত লুত আলাইহিস সালাম চাচা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আদেশ ও অনুমতিক্রমে আপন এলাকা ছেড়ে গাওর-জুগার অঞ্চলের সাদুম শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সাদুম ছিল সে অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহর। শহরের আশপাশে ছিল চাষী জমিন ও আরও কিছু গাও-গ্রাম। কিন্তু সেখানকার মানুষজন ছিল অতিমাত্রায় খারাপ, নিকৃষ্ট পর্যায়ের কাফির। ভেতর ও বাহিরে অসভ্য। চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা-সহ এমন কোনো অসভ্যতা ছিল না, যা তারা করত না। অশ্লীলতা এমন সামাজিকরূপ পেয়েছিল যে, প্রকাশ্য অপকর্মেও কেউ বাধা দিত না। তারা এমন এক অপকর্মের (সমকামিতা) সূচনা করেছিল যা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আর কোনো মানুষ করেনি। নারী-পুরুষ স্বাভাবিক বিবাহ বন্ধন থেকে তারা সরে গিয়েছিল দূর বহুদূরে। সমকামিতাই তাদের নেশা ও পেশায় পরিণত হয়ে পড়েছিল।

এহেন পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত উম্মাতাল সম্প্রদায়কে আল্লাহর নবি হজরত লুত আলাইহিস সালাম আহ্বান করলেন লা-শারিক আল্লাহর দিকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত বন্দেগির পথে। তিনি তাদেরকে নিষেধ করলেন অশ্লীল, নিন্দনীয় ও সর্বপ্রকার হারাম কাজ থেকে। কিন্তু তারা আঁকড়ে ধরল তাদেরগোমরাহি আর সীমালঙ্ঘনকেই। অবিচল হয়ে রইল তাদের পঙ্কিলতা

ও কুফরির ওপর। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে এমন এক শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করালেন- যা থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় ছিল না। তাদের এই অশুভ পরিণতি পৃথিবীর পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উদাহরণ হয়ে থাকল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের বিভীষিকাময় পরিণতির কথা পবিত্র কুরআনুল কারিমের সুরা আরাফে তুলে ধরে বলেন-

وَ لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ، فَأَنْجَيْنَهُ وَ أَهْلَه إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ، وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِين. ◌َ

আর লুত আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন করো; তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, এদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বের করে দাও, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।

এরপর আমি তাঁকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তাঁর পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তাঁর স্ত্রী ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের ওপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং, অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ করো। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৮১-৮৪]

একই বিষয়ে সুরা হুদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরাশাদ করেন-

وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلْمًا قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ، فَلَمَّا رَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ، وَ امْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌفَضَحِكَتْ فَبَشَّرْتهَا بِاسْحَقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوْبَ، قَالَتْ يُوَيْلَتَى وَالِدُ وَ أَنَا عَجُوْزٌ وَ هَذَا بَعْنِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ، قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُه عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّه حَمِيدٌ مَجِيدٌ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَ جَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيْبٌ، يَا بْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ أَتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، وَ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ قَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ، وَ جَاءَهُ قَوْمُه يُهْرَعُوْنَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاتِ قَالَ يُقَوْمِ ، وُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ، قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِى إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ، قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّه مُصِيْبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجَيْلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ ببَعِيد. ◌ٍ

আমার ফিরিশতাগণ তো সুসংবাদ নিয়ে ইবরহিমের নিকট এলো। তারা বলল, সালাম। সেও বলল, সালাম। সে অবিলম্বে এক কাবাবকৃত গো-বৎস নিয়ে এলো। সে যখন দেখল, তাদের হস্ত এর দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হলো। তারা বলল, ভয় করো না- আমরা তো লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আর তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল এবং সে হেসে ফেলল। এরপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।সে বলল, কী আশ্চর্য, সন্তানের জননী হব আমি- যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা বলল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ, তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি তো প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ। এরপর যখন ইবরাহিমের ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার নিকট সুসংবাদ এলো তখন সে লুতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগল। ইবরাহিম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমলহৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী।

হে ইবরাহিম, এটা হতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে; এদের প্রতি তো আসবে শাস্তি, যা অনিবার্য। যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লুতের নিকট এলো তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ণ হলো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল, এটা নিদারুণ দিন; আর তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল।

সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং, আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? তারা বলল, তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানোই।

সে বলল, তোমাদের ওপর যদি আমার শক্তি থাকত বা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের। তারা বলল, হে লুত, নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত ফিরিশতা। এরা কখনোই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং, তুমি রাত্রির কোনো এক সময় তোমার পরিবারবর্গ-সহ বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। এদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। নিশ্চয়ই প্রভাত এদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? এরপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে উল্টে দিলাম এবং এদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর-কঙ্কর, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এটা জালিমদের হতে দূরে নয়। (সুরা হুদ, আয়াত: ৬৯-৮৩)

নবি লুত আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে ডাকতে লাগলেন এবং তাদেরকে সার্বিক পাপাচার ও প্রত্যেক প্রকারের অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা নবির আহ্বানে সাড়াও দিলো না, পাপারচার থেকে বিরতও থাকল না। এমনকি একজন মানুষও পাওয়া গেল না, যে নবি লুত আলাইহিস সালামের উপদেশ গ্রহণ করবে, তার নিষেধ করাকাজকর্ম থেকে ফিরে আসবে। তারা তাদের পঙ্কিলতায় ডুবেই থাকল; এমনকি কেউ নিজেদের কাজকর্ম ও গোমরাহি নিয়ে ভাবলও না। উল্টো ফন্দি ফিকির করতে লাগল কীভাবে নবি লুত আলাইহিস সালামকে এলাকা ছাড়া করা যায়। তারা নবি লুত আলাইহিস সালামের সততা নিয়ে প্রচণ্ড রকমের মশকরা করতে শুরু করল। বলল, লুত নামের এই ভালো মানুষটাকে তোমাদের এলাকা হতে তাড়িয়ে দাও।

اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون.

এ ছিল নবি লুত আলাইহিস সালামের সাথে তাদের উদ্ধত্য আচরণের নিকৃষ্টতম প্রকাশ ভয়ঙ্কর কিসিমের দৃষ্টতা, বিরুদ্ধাচরণ।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নবি ও নবি পরিবারকে হিফাজত করলেন কেবল তার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, সে ছিল আরেক ভয়ঙ্কর পর্যায়ের কপালপোড়া নারী। আল্লাহ নবি পরিবারকে এই অসভ্য জনপদ থেকে বের করে নিলেন খুব চমৎকার ও উত্তম তরিকায়। আর তাদেরকে তাদের মহল্লাতেই ছেড়ে দিলেন চিরদিনের জন্য। কিন্তু এটি ছিল এমন এক পর্যায়ের ছেড়ে দেওয়া- যা কোনো কালে কোনো মানুষের কাম্য নয়।

খোদায়ি গজবে নিপতিত এই জনপদটি সহসাই মৃত্যপুরিতে পরিণত হয়ে যায়। আসমানি আজাবে মরে যাওয়া মানুষগুলোর গলিত শরীরের দুর্গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে জনপদের আকাশ-বাতাস। এ ছিল তাদের সেইসব পঙ্কিলতার পরিণতি- যা তারা দাম্ভিকতার সাথে করত। সেটি ছিল এমন এক পাপাচার (সমকামিতা) যা পৃথিবীতে এর আগে কোনো মানুষ করেনি। ফলে তাদের পরিণতিটাও হয়েছে আলাদা রকমের। গোটা মানবজাতির জন্য এটি একটি শিক্ষাও বটে।

সমকামিতা ছাড়াও তারা আরও যে পাপগুলো অহরহ করত এবং এগুলোর প্রতি কোনো রকম অপরাধবোধ জাগত না; তা হলো, ডাকাতি, সজনদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা, অপকর্মের প্রতি খোলামেলা আহ্বান, মজলিসে সশব্দে বায়ুত্যাগ এবং কথা কাজ ও চিন্তায় সর্বপ্রকার অন্যায়

অশালীনতা। ফলে কোথাও বড় বড় অন্যায়-অপকর্মের প্রকাশ পেলেও কেউ সেগুলোর প্রতি কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ করত না। এরচেয়েও খারাপ দিক হলো, এরা কেউ কারও কোনো রকম উপদেশ মানত না। তারা পরিণত হয়ে পড়েছিল পশুতে। ক্ষেত্রবিশেষ পশু থেকেও খারাপ হয়ে পড়েছিল তাদের আচরণ। মনমানসিকতা এতটাই উদাসীন হয়ে পড়েছিল যে, তারা না ভাবত বর্তমান নিয়ে, না অনুশোচনা করত অতীত নিয়ে; আর নাভয় করত ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে। এমনকি নবি লুত আলাইহিস সালাম যখন তাদেরকে অন্যায় অশালীনতা আর অসভ্য ক্রিয়াকর্মের জন্য পরকালের শাস্তির ভয় দেখাতেন তারা উপহাস করে সেই আজাবকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তারা নবিকে চ্যালেঞ্জ করে বলে-

انتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين.

সত্যই যদি পাপের জন্য কোনো আজাব থেকে থাকে, তাহলে সেটা এখনই নিয়ে এসো গিয়ে। এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা মূলত এরা নিজেরাই নিজেদের ভয়ঙ্কর পরিণতিকে আহ্বান করে চলেছিল। এমন বেসামাল পরিস্থিতিতে নবি দূত আলাইহিস সালাম দরবারে ইলাহিতে আহ্বান করলেন তার রব যেন তাকে সহায্য করেন। ফলে তাদের ঔদ্ধত্য নবি আলাইহিস সালামের গাইরতে লাগল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারও গাইরতে লাগল। তিনি নবির রাগে রাগান্বিত হয়ে ওঠেন এবং নবির দুআ কবুল করে আজাবের ফিরিশতাকে জমিনে প্রেরণ করেন।

ফিরিশতারা আসার পথে নবি ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করে আসেন। তারা প্রথমে তাঁকে একটি প্রজ্ঞাবান সন্তান হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেন এবং সাথে এটিও বলেন যে- তারা কেন এসেছেন। নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলেছিলেন কুরআনুল কারিমে হুবহু সেগুলো পেশ করা হয়েছে এভাবে।অর্থ: ইবরাহিম বলল, হে ফিরিশতাগণ, তোমাদের বিশেষ কাজ কী? এরা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। এদের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে।

যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ সুসংবাদ-সহ ইবরাহিমের নিকট এলো, তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদবাসীদের ধ্বংস করব, এটার অধিবাসীরা তো জালিম। ইবরাহিম বলল, এই জনপদে তো লুত রয়েছে। এরা বলল, সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভালো জানি। আমরা তো লুতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর যখন ইবরাহিমের ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার নিকট

সুসংবাদ এলো তখন সে লুতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগল। ইবরাহিম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী। হে ইবরাহিম, এটা হতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে, এদের প্রতি তো আসবে শাস্তি- যা অনিবার্য।

আজাবের ধরণটি ছিল এমন- হজরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম তাঁর ডানা দিয়ে পুরো জনপদকে ওপরে তুলে আনেন। এই আঘাতের পরিধি ছিলসাত সাতটি শহর ও এর আশপাশের এলাকা এবং এগুলোর সকল বসবাসকারী। যেখানে মানুষ-সহ প্রাণির সংখ্যা ছিল কারও মতে মাত্র চারশত, কারও মতে চার হাজার। পুরো জনপদকে এতটুকু ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় যে, আসমানের কিনারে পৌঁছে যায়। এমনকি আকাশের ফিরিশতারা বসতিগুলোর মোড়গের ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পায়। অতঃপর উল্টো করে ফেলে দেওয়া হয়। এটিই হলো ওপরকে নিচ করা । মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এরাই প্রথম যাদেরকে সম্মানজনক জায়গা থেকে লাঞ্ছনার স্থরে নিক্ষেপ করা হয়।

✿ হযরত শুআইব (আ) ✿

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের বেশকিছু জায়গায় নবি শুআইব আলাইহিস সালাম ও তাঁর দাওয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, নিচে কয়েকটি আলোচনা পেশ করা হলো। সুরা আরাফে লুত সম্প্রদায়ের আলোচনার পরপরই শুআইব আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে এভাবে-

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْقَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

جَاثِمِينَ، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِين. ◌َ

আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করো এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্টের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের হুমকি দেবে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি - করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে।

স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে- অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ করো কীরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের; আর যদি তোমাদের একদল ওই বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে- যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সবর করো যে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদাররা বলল, হে শুআইব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের শহর থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শুআইব বলল, আমরা অপছন্দ করলেও কি? আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা; কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে ছিল যথার্থ ফায়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফায়সালাকারী।তার সম্প্রদায়ের কাফির সরদাররা বলল, যদি তোমরা শুআইবের অনুসরণ করো, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূ-কম্প; ফলে তারা সকালবেলায় গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

শুআইবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোনো দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শুআইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি

এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফিরদের জন্য কেন দুঃখ করব। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৮৫- ৯৩।

সুরা হুদ-এ কওমে লুতের পর আলোচনা করা হয়েছে-

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا * وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود. ُ

আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার কওম, আল্লাহর বন্দেগি করো, তিনি ছাড়া আমাদের কোনো মাবুদ নেই। আর পরিমাপ ও ওজনে কম দিয়ো না, আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের ওপর এমন একদিনের আজাবের আশঙ্কা করছি- যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী।

আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ করো ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনোরূপ ক্ষতি করো না; আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। আল্লাহ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও; আর আমি তো তোমাদের ওপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই।

তারা বলল, হে শুআইব, আপনার নামাজ কি আপনাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা সেসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করব- আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামতো যা কিছু করে থাকি- তা ছেড়ে দেবো? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক।

শুআইব আলাইহিস সালাম বললেন, হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে করো, আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিলের ওপর কায়িম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিজিক দান করে থাকেন (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?), আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব। আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই

আর হে আমার জাতি, আমার সাথে জিদ করে তোমরা নুহ বা হুদ অথবা সালিহ আলাইহিস সালামের কওমের মতো নিজেদের ওপর আজাব ডেকে আনবে না। আর লুতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়।

আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতি স্নেহময়। তারা বলল, হে শুআইব, আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই। আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না
থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তি নন।

শুআইব আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার জাতি, আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ; নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি; অচিরেই জানতে পারবে কার ওপর অপমানজনক আজাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায়

রইলাম।

আর আমার হুকুম যখন এলো, আমি শুআইব আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারদের নিজ রহমতে রক্ষা করলাম আর পাপীদের ওপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল; যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। জেনে রাখো, সামুদের প্রতি অভিসম্পাতের মতো মাদইয়ানবাসীর ওপরও অভিসম্পাত। সুরা হুদ, আয়াত: ৮৪-৯৫]

মাদায়েনবাসীরা ছিল আরব সম্প্রদায়ের লোক। মাদায়েন তাদের নিজেদের শহর। মাদয়েন হেজাজের পার্শ্বঘেষা শামের নিকটবর্তী মাআনের একটি এলাকা। অন্য পাশে কওমে লুতের সাগর। মাদইয়ানবাসী কওমে লুতের নিকটবর্তী সময়ের লোক। মাদইয়ান মূলত আপন পরিচয়ে পরিচিত একটি জায়গা। আহলে মাদইয়ান হলো মাদইয়ান ইবনু মাদিয়ান ইবনু ইবরাহিম খলিলুল্লাহ। আহলে মাদইয়ানের নবির নাম শুআইব। শুআইব ইবনু মাকিল ইবনু ইয়াশজান। বলেছেন ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ। সুরইয়ানি ভাষায় তাকে ইয়াতরুন বলা হতো। এই মতটি অবশ্য নিরীক্ষণের দাবি রাখে। কেউ বলেছেন, তিনি শুআইব ইবনু ইয়াশখার ইবনু লাওয়াই ইবনু ইয়াকুব। কারও মতে, শুআইব ইবনু নুওয়াইব ইবনু আইফা ইবনু মাদইয়ান ইবনু ইবরাহিম খলিলুল্লাহ। কারও মতে, তিনি শুআইব ইবনু সইফুর ইবনু আইফা ইবনু সাবিত ইবনু মাদইয়ান ইবনু ইবরাহিম খলিলুল্লাহ।

ইবনু আসাকির লিখেন, কেউ কেউ বলেছেন, তার দাদি ছিলেন লুত আলাইহিস সালামের মেয়ে। কারও মতে, মা ছিলেন লুত আলাইহিস সালামের মেয়ে।

হজরত শুআইব আলাইহিস সালাম ছিলেন নবি ইবরাহিম খলিলুল্লাহর (নবুওয়াতের) ওপর বিশ্বাসীদের একজন এবং তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে হিজরত করে তাঁর সাথে দামিশক প্রবেশ করেন।

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ লিখেন, শুআইব ও মালগাম; ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে যেদিন আগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেদিন তার ওপর ঈমান এনেছিল; এবং তারা তাঁর সাথে শামে হিজরতও করেছিল। সেখানে দুজনে (শুআইব ও মালগাম) নবি লুত আলাইহিস সালামের দুই মেয়েকে বিয়ে করেন।ইবনু কুতাইবা এই মতটি পেশ করেছেন। এসবের প্রত্যেকটি মত নিরীক্ষণ (পরখ করে দেখার) করার দাবি রাখে।

। হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে এসেছে। যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি শুআইব আলাইহিস সালামের আলোচনাকালে বলেছেন

ذاك خطيب الانبياء.

নবি শুআইব আলাইহিস সালামকে তার পরিশুদ্ধ ভাষা ও চমৎকার বলার ধরনের কারণে 'খতিবুল আম্বিয়া' বলা হয়ে থাকে। /

মাদইয়ানবাসী ছিল অসভ্য কাফির, এরা ডাকাতি করত, পথচারী মানুষকে ভয় দেখাতো, আইকা নামক এক প্রকার গাছের পূজা করত। এদের লেনদেন ছিল অতিমাত্রায় খারাপ। কাউকে দেওয়ার সময় কম দিত কিন্তু নিজে গ্রহণ করার সময় বেশি নিয়ে আসত। পুরো ব্যাপারটি ওজন পরিমাপের একটা সিস্টেমে রূপ নিয়েছিল।

এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন মানুষকে (হজরত শুআইব আলাইহিস সালামকে) নবি নির্বাচিত করে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে আহ্বান জানালেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং সর্বপ্রকার অশ্লীল ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান করলেন। নবির এমন আহ্বানে কিছু মানুষ সাড়া দিয়ে ঈমান আনল বটে, কিন্তু অধিকাংশই রয়ে গেল পাপে নিমজ্জিত; ফলে আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করলেন।

হজরত শুআইব আলাইহিস সালামের দাওয়াত ও তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুআইব আলাইহিস সালাম ও তাঁর দাওয়াতের প্রসঙ্গ তোলে ধরে ইরশাদ করেন-

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُه قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

আর মাদইয়ানবাসীর প্রতি পাঠালাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে।

সুতরাং তোমরা ওজন ও পরিমাপ সঠিক করো। সাবধান, মানুষের পণ্য কম দিয়ো না এবং শুদ্ধির পর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। (সুরা আরাফ, আয়াত: ৮৫]

তিনি তাদের আহ্বান করলেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে এবং জুলুম থেকে বিরত থাকতে। আর এর বিনিময়ে কল্যাণের প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন। বললেন-

ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ لَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُون.

এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। সাবধান মানুষের সম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য রাস্তায় ওত পেতে বসে থেকো না। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৮৫-৮৬]

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْن. َ

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা সুদ্দি লিখেন, তারা একেকজনের কাছ থেকে বারবার উশর আদায় করত; আয়াতে এটি নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরা ছিল ডাকাত প্রকৃতির লোক। রাস্তায় বসে থেকে মানুষের সম্পদ (উশর) লুট করত। তিনি বলেন, পৃথিবীতে মাদইয়ানবাসীরাই প্রথম ডাকাতি শুরু করে। নবি শুআইব আলাইহিস সালাম তাদেরকে এই অন্যায় উশর ও ডাকাতি পরিত্যাগ করার আহ্বান করেন এবং তাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন-

وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ করো, কীরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৮৬]
তিনি তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে তার হুকুম অনুযায়ী চলার আহ্বান করেন এবং এর অন্যথায় কী বিপদ নেমে আসতে পারে- তাও তাদের সামনে তোলে ধরেন। বলেন-

وَ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ إِنِّى أَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيْط. ٍ

আর পরিমাপ ও ওজনে কম দিয়ো না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায়ই দেখছি; কিন্তু আমি তোমাদের ওপর এমন এক দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি, যে দিনটি পরিবেষ্টনকারী। [সুরা হুদ, আয়াত: ৮৪]
হজরত শুআইব আলাইহিস সালাম যখন তার কওমকে আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত ও তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন, তারা তাকে উপহাস করতে শুরু করল। উপহাসের ভাষা ছিল নিম্নরূপ-

قَالُوا يُشْعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

তারা বলল, হে শুআইব, আপনার নামাজ কি আপনাকে এটিই শিক্ষা দেয় যে, আমরা সেসব উপাস্যকে পরিত্যাগ করব- আমাদের বাপ- দাদারা যার উপসনা করত, অথবা আমরা আমাদের সম্পদে ইচ্ছামতো যা কিছু করি তা ছেড়ে দেবো? আপনি তো (দেখি) একজন খাঁটি ভালো মানুষ। সৎপথের পথিক। [সুরা হুদ, আয়াত: ৮৭)
আরোও বলল

قَالُوا يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرْبِكَ فِيْنَا ضَعِيفًا

শুআইব, তুমি যা বলো এর অধিকাংশই তো আমরা বুঝি না। আমরা তোমাকে আমাদের মধ্য দুর্বল ব্যক্তি হিসেবেই জানি। [সুরা হুদ, আয়াত: ৯১

তারা তার প্রদর্শিত হিদায়াত গ্রহণ করবে কি- উল্টো তাকে আরও হুমকি দিতে লাগল। তারা বলল-

وَ لَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز. ِ

যদি তোমার ভাই-বেরাদার না থাকত, তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। তুমি আমাদের কাছে (খুব গুরুত্বপূর্ণ) মর্যাদাবান কেউ নও। (সূরা হুদ, আয়াত: ৯১)

এটা ছিল তাদের দাম্ভিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ; যা তাদের কুফরি ও খোদাদ্রোহিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। নবি শুআইব আলাইহিস সালাম তাদের এমন অহমিকাপূর্ণ কথাবার্তায় হতাশ হলেন। কিন্তু হাল ছাড়লেন না।
তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদাররা বলল, হে শুআইব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে আমাদের শহর থেকে বের করে দেবো; অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শুআইব বলল, আমরা অপছন্দ করলেও কি? আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব; যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এর থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এই ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান, আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিন, যথার্থ ফায়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফায়সালাকারী।

তার সম্প্রদায়ের কাফির সরদাররা বলল, যদি তোমরা শুআইবের অনুসরণ করো, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকালবেলা গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। শুআইবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোনোদিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শুআইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অনন্তর সে তাদের থেকেএস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের কয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফিরদের জন্য কেন দুঃখ করব। (সুরা আরাফ, আয়াত: ৮৫-৯৩)

> আহলে মাদইয়ানের ওপর নানাবিধ আজাব ধেয়ে আসছিল। এর একটি হলো প্রচণ্ড ভূমিকম্প। একটি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং আরেকটি হলো বজ্রনিনাদ। কারণ, তারা নানাবিধ অপকর্ম জড়িত ছিল। নবিকে এলাকা ছাড়া করার হুমকির শাস্তি হিসেবে ভূমিকম্প, তার সাথে বিদ্রূপাত্মক ও উপহাস বাক্যে কথা বলার শাস্তিস্বরূপ বজ্রনিনাদ এবং তাকে জাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলার শাস্তি হিসেবে এবং আকাশের কোনো টুকরো দিয়ে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করার ব্যাঙ্গাত্বক আহ্বানের জন্য মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাদের ওপর আরোপিত হয়।

মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তির স্বরূপ

আহলে মাদইয়ানের শাস্তিস্বরূপ তাদের ওপর প্রচণ্ড গরম চাপিয়ে দেন। টানা সাত দিনের দাবদাহে মানুষ যখন দিশেহারা, তখন জনপদের এক মাঠে উদয় হয় এক খণ্ড মেঘ; মেঘের ছায়ায় শীতল বাতাস। অবস্থা দেখে দলে-দলে মানুষ এই মেঘের ছায়ায় এসে ভিড় জমায়। আর ঠিক তখন বৃষ্টির পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে আগুন নিক্ষেপ করেন। এবং এই আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি জাতি- যারা আল্লাহর নবির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং তাকে নিয়ে নানান কিসিমের উপহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিল।

কেউ কেউ মেঘাচ্ছন আকাশের আজাব আপতিত হওয়া জাতি আহলে মাদইয়ান ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে বলেও মত পেশ করেছেন। যেমন হাফিজ ইবনু আসাকির রাহিমাহুল্লাহ হজরত শুআইব আলাইহিস সালামের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি মারফু রিওয়ায়াত নকল করেছেন। সেখানে বলা হয়, আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আইকা ভিন্ন দুটি সম্প্রদায়- যাদের কাছে নবি শুআইব আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করা হয়। এটি একটি গরিব অর্থাৎ দুর্লভ হাদিস; যার রাবি নিয়ে কথা আছে।

সে যাইহোক, আল্লাহ তাআলা তার নবি শুআইব আলাইহিস সালামকে এই দুর্দিনে সাহায্য করেছেন এবং নিরাপদ রেখে হিফাজত করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে- وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا .

অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল আমি শুআইব ও তার সঙ্গী মুমিনদেরকে নিজ রহমতে হিফাজত করেছি। [সুরা হুদ, আয়াত: ৯৪]

এরপর নবি শুআইব আলাইহিস সালাম এই অভিশপ্ত এলাকা ছেড়ে চলে আসেন। আসার সময় তার জাতিকে সম্ভোধন করে বলেন

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أٰسَى

عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِين. ۝

অতঃপর তিনি পেছন ফিরে চলে আসেন এবং বলেন, হে আমার জাতি, নিশ্চয় আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করতাম, কিন্তু পাপাচারী কাফির সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস কীসের? (সুরা আরাফ, আয়াত: ৯৩]

হাফিজ ইবনু আসাকির রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে লিখেন, শুআইব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরবর্তী সময়ের নবি ছিলেন। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, শুআইব আলাইহিস সালম ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ মক্কায় ইনতিকাল করেন। দারুন নদওয়া ও দারু বনি সাহামের মধ্যবর্তী স্থানে তাদেরকে কবর দেওয়া হয়।

✿ হযরত ইসমাইল (আ) ✿

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম হলেন নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তান যার আগে নবি ইবরাহিম খলিলুল্লাহর আর কোনো সন্তান জন্মলাভ করেনি। তাঁর মুহতারামা আম্মা হলেন হাজিরা কিবতিয়া মিশরি (আলাইহাস সালাম); তিনিই জাবিহুল্লাহ। আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যাকে মিনা প্রান্তরে জবেহ করতে গলায় ছুরি চালিয়ে ছিলেন। যারা বলেন, জাবিহুল্লাহ হলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম- তারা মূলত ভুল বলেন। তারা বিষয়টি প্রমাণের জন্য ইসরাইলি বর্ণনা তুলে ধরেন। অথচ বনি ইসরাইল ওই প্রকৃতির লোক- যারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থের মোহে পড়ে। তাদের পরিবর্তন কর্মটি কুরআনুল কারিম দ্বারা প্রমাণিত। এছাড়া নুসুস ও বাস্তবতায়ও জাবিহুল্লাহ ইসমাইল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন ইসমাইল আলাইহিস সালাম যখন জন্মলাভ করেন তখন খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর, অপর দিকে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সময় তার পিতা ইবরাহিম আলাইহিস

সালামের বয়স একশ বছরে পদার্পণ করে। তাই প্রমাণিত সত্য যে, ইসমাইলই ছিলেন একমাত্র সন্তান যখন নবি ইবরাহিমকে সন্তান কুরবানি করতে স্বপ্নে আদেশ করা হয়।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন সন্তান কুরবানি করার জন্য আদিষ্ট হন ইসমাইলের বয়স তখন তেরো বছর থেকে কিছু বেশি। আর ইসমাইলই একমাত্র সন্তান, যে মা হাজিরা ও বাবা ইবরাহিমের সাথে হিজরত করেছিল। ইসমাইল তখন দুধের শিশু। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম শিশু ইসমাইল ও তার মাহাজিরাকে জাবালে ফারান- ফারান পর্বতের পাদদেশে রেখে যান। এটি মক্কায় অবস্থিত একটি পর্বত। তিনি মা ও সন্তানকে সামান্য কিছু খাবার ও পানীয় দিয়ে রেখে চলে যান। মা ও ছেলের জন্য এটা ছিল বিরাট এক পরীক্ষা- আল্লাহ তাআলার ওপর আস্থা ও ভরসার। তারা এতে উত্তীর্ণ হলেন; আল্লাহ তাআলা বিশেষ কুদরত ও অভিভাবকত্বের দ্বারা তাদেরকে প্রতিপালন করলেন। আল্লাহ কতইনা উত্তম অভিভাবক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কালামুল্লাহ শরিফে নবি ইসমাইল আলাইহিস সালামের প্রজ্ঞা, সবর, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, নামাজের প্রতি যত্নশীলতা, আপন পরিবারকে এ বিষয়ে আদেশ প্রদান এবং একক আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা ইত্যাদি বিষয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কুরআনে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইসমাইল কর্তৃক তার বাবাকে আল্লাহর আদেশ ও পিতার প্রতিশ্রুতি পূরণে নিজের আত্মসমর্পণের কথা আলোচনা করে বলেন-

فَبَشَّرْنَهُ بِغُلْمٍ حَلِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِين. ◌َ

এরপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহিম বলল, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী বলো? সে বলল, হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ১০১-১০২/

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ اسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَه بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

স্মরণ করো, এই কিতাবে ইসমাইলের কথা। সে তো ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসুল নবি; সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ওজাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৪-৫৫)

আরও বলেন-

وَ اذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارِ، إِنَّا أَخْلَصْنَهُمْ

بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَار. স্মরণ করো, আমার বান্দা ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, এরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিল পরলোকের স্মরণ। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। [সুর সোয়াদ, আয়াত: ৪৫-৪৭)

সুরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে

وَاسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصُّبِرِينَ، وَأَدْخَلْتُهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ

الصلحين.

এবং স্মরণ করো ইসমাইল, ইদরিস ও জুলকিফল-এর কথা; তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল; আর তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। তারা তো ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৫-৮৬/

সুরা নিসায় ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ عِيسَى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هُرُوْنَ وَ سُلَيْمَنَ وَ أَتَيْنَا دَاوِدَ زَبُوْرًا.

আমি তো তোমার নিকট ওহি প্রেরণ করেছি; যেমন নুহ ও তার পরবর্তী নবিগণের নিকট ওহি প্রেরণ করেছিলাম; ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ; ঈসা, আইয়ুব,

ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের নিকটও ওহি প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে জাবুর দিয়েছিলাম। (সুরা নিসা, আয়াত: ১৬৩]

সুরা বাকারায় বন্ধু পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ إِلَى ابْرٰه مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَ مَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍمِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ، أَمْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ ابْرٰه مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْن، ◌َ

তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে; আর যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে দেওয়া হয়েছে; আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।। সুরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]

তোমরা কি বলো, ইবরহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর অবশ্যই ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল? বলো, তোমরা কি বেশি জানো, না আল্লাহ? আল্লাহর নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে- তা যে গোপন করে তার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হতে পারে? তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। [সুরা বাকারা, আয়াত: ১৪০)

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সকল সিফাতে জামিলা- সার্বিক সুন্দর গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তিনি আল্লাহর নবি ও রাসুল। আর তিনি পবিত্র সেসব থেকে- অজ্ঞরা তার ব্যাপারে যা বলাবলি করে। আর তিনি আদেশ করছেন মুমিন বান্দারা যেন বিশ্বাস করে, তার ওপর আল্লাহ তাআলা যা কিছু নাজিল করেছেন।

বংশবিদ্যায় পারদর্শী উলামায়ে কিরাম বলেন, ইসমাইল আলাইহিস সালামই প্রথম ব্যক্তি- যিনি ঘোড়ার ওপর আরোহণ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রাণিটি জংলি ছিল। তিনি তার মকবুল দুআর বদৌলতে এটিকে বশে আনেন এবং নিজের বাহনে পরিণত করে নেন।

সাইদ ইবনু ইয়াহইয়া উমাবি তার মাগাজিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ঘোড়াকে (বাহন

হিসেবে) গ্রহণ করো; এটি তোমাদের পিতা ইসমাইলের মিরাস। উমাবি আলি ইবনু মুগিরা থেকে, তিনি আবু উবাইদা থেকে, তিনি মিসমা ইবনু মালিক থেকে নকল করে বলেন যে, মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু হুসাইন তার পিতাবর্গ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসমাইলই প্রথম ব্যক্তি- যিনি বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলার ধারা চালু করেন বা বলেছেন। তখন তার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর।

তিনি আরবি শিখেছেন জুরহুম, আমালিকা ও ইয়ামানের মানুষদের থেকে- যারা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আগেই আরবে এসেছিল।।

যুবক ইসমাইল প্রথমে আমালিকা গোত্রের একজন মহিলাকে বিয়ে করেন। ভদ্র মহিলার নাম আম্মারা বিনতু সাদ ইবনু উসামা ইবনু উকাইল আমালিকি। পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে পরিত্যাগ করতে বললে তিনি তাকে ত্যাগ করেন। অতঃপর বিয়ে করেন জুরহুম গোত্রের সাইয়িদা বিনতু মুজাজ ইবনু উমর আল জুরহুমি নামের আরেকজন ভদ্র নারীকে। পিতা তাকে আগলে রাখতে বলেন এবং তিনি তাই করেন (কারও কারও মতে এটি ছিল তাঁর তৃতীয় বিয়ে)। এই স্ত্রীর গর্ভে তার বারো জন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন, তাদের নাম হলো এরূপ- নাবিত, কাইজার, ইজবিল, মিশাই, মাসমা, মাশ, দুসার, আরুর, ইয়াতুর, নাবিশ, তুয়াউমা, কাইজমা। আহলে কিতাবরা এভাবেই লিখেছেন এবং তাদের কাছে এরা হলেন বারো জন মহৎ পুরুষ।

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম ছিলেন জুরহুম আমালিকা ও তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য মনোনীত রাসুল। অতঃপর তিনি ইনতিকালের আগ মুহূর্তে ভাই ইসহাক ও ভাতিজা ঈস ইবনু ইসহাককে ডেকে অসিয়ত করেন। ঈস ইবনু ইসহাকের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে- রোম; যাকে বলা হতো বনু উসফুর। কারণ, ঈসের গাত্রবর্ণ ছিল হলদে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, তার ঔরসে

ইউনান জন্মলাভ করেন। ইবনু জারির এটুকু বর্ণনাতেই নিভৃত থেকেছেন। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে তাঁর মা হাজিরা আলাইহাস সালামের পাশে হিজরে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একশত সাইত্রিশ বছর। উমর ইবনু আবদুল আজিজ থেকে বর্ণিত, ইসমাইল আলাইহিস সালাম মক্কার প্রচণ্ড গরম সম্পর্কে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তাঁকে জানান যে, যেখানে তোমাকে দাফন করা হবে সে স্থানের দিকে আমি

জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেব। কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে জান্নাতের সুশৃতল

হাওয়া প্রবাহিত থাকবে।

হেজাযী আরবদের সকলেই নাবিত ও কায়জারের বংশ বলে নিজেদেরকে দাবি করে।

✿ হযরত ইসহাক (আ) ✿

হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সময় নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বয়স ছিল একশত বছর। তাঁর প্রথম সন্তান ইসমাইলের বয়স তখন চৌদ্দ বছর। আল্লাহ তাআলা যখন নবি ইবরাহিমকে পুত্র ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করেন, তখন সারাহ আলাইহাস সালামের বয়স ছিল নব্বই বছর। ইসহাক আলাইহিস সালামের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ بَشَّرْنٰهُ بِاسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِينَ، وَ بٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى إِسْحٰقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِين. ٌ

আমি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের; সে ছিল এক নবি, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাঁকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও; তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। [সুরা সাফফাত, আয়াত: **১১২-১১৩**]

সুরা সাফফাতের এই আয়াত দুটি ছাড়াও কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে ইসহাক আলাইহিস সালামের প্রশংসা করা হয়েছে।

ইসহাহ আলাইহিস সালাম চল্লিশ বছর বয়সে রাফাকা বিনতু তাওয়াইল নামের একজন মহিলাকে বিয়ে করেন। নবি ইবরাহিম তখনও জীবিত। ইসহাক আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিলেন বান্ধ্যা (নিঃসন্তান)। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার জন্য দুআ করলেন এবং আল্লাহ তাআলার ফজলে তিনি সন্তান ধারণ ক্ষমতা লাভ করলেন। পরে ইসহাক আলাইহিস সালামের দুটি সন্তান হয়।একজনের নাম ঈসু; যাকে আরবের লোকেরা ঈস নামে স্মরণ করে। অপরজনের নাম খারাজ। ঈসের পর জনন্মগ্রহণ করায় তাকে ইয়াকুব (পরে জন্ম নেওয়া সন্তান) বলা হতো। তিনিই হলেন 'ইসরাইল'; যার সন্তানদেরকে বনি ইসরাইল বলা হয়। (আহলে কিতাবরা) বলেন, ইসহাক বেশি ভালোবাসতেন ঈসকে। তারণ, সে তখন প্রথম ও একমাত্র সন্তান ছিল। আর মা রাফাকা ভালোবাসতেন ইয়াকুবকে। কারণ, সে ছোট ছিল।

একটি বর্ণনায় আছে, বৃদ্ধ বয়সে হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম একবার তাঁর

সন্তান ঈসের কাছে বিশেষ রকমের গোশতের খাবারের কথা জানিয়ে বললেন,

খাবার খেয়ে তিনি তার জন্য বরকতের দুআ করবেন। ঈস ছিল একজন শিকার প্রিয় মানুষ। তাই বাবার আবদার রাখার জন্য শিকারে বেরিয়ে পড়েন। ইসহাক আলাইহিস সালামের দৃষ্টিশক্তি ততদিনে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমন সময় মা রাফাকা তার আদরের সন্তান ইয়াকুবকে বলল, সে যেন পালের সেরা বকরিটি জবেহ করে এবং বাবাকে খাইয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে বরকতের দুআ নিয়ে নেন। ফলে ইয়াকুব ঠিক বাবার চাহিদামতো খাবার তৈরি করে ভাইয়ের আগেই বাবার কাছে এসে হাজির হন। আসার পূর্বে ভাইয়ের জামা গায়ে জড়িয়ে নেন এবং জামার ওপর ছাগলের চামড়াও জড়িয়ে নেন। কেননা, ঈস ছিল অধিক চুল বিশিষ্ট আর ইয়াকুব এমন ছিল না। খাবার নিয়ে পিতার কাছে যাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কে তুমি? ইয়াকুব জবাব দিলেন, আপনার ছেলে। তিনি তাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে বললেন, কণ্ঠস্বর তো ইয়াকুবের মনে হয়; আর পোশাক ও পরিধেয় মনে হয় ঈসের। অতঃপর খাওয়া শেষে দুআ করলেন, আল্লাহ যেন তার ভাইয়ের চেয়ে তাকে সম্মান বাড়িয়ে দেন। তাকে তার পরে প্রসিদ্ধি দান করেন এবং তার রিজিক ও সন্তান বাড়িয়ে দেন।

একটু পর ঈস পিতার চাহিদামতো খাবার তৈরি করে তার নিকট হাজির হন। তিনি বলেন, বাবা, এগুলো কী? ঈস বলেন, এটি ওই খাবার- যা খাওয়ার জন্য আপনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বললেন, তুমি একটু আগে এসব নিয়ে এসেছিলে না? আমি তো খেয়ে তোমার জন্য দুআও করেছি। ঈস বলল, খোদার কসম, সে আমি নই বাবা; এবং তিনি বুঝতে পারেন তার ভাই ইয়াকুব তার আগেই কাজটি করে ফেলেছে। ফলে তিনি ইয়াকুবের ওপর প্রচণ্ড রকম রেগে যান এবং পিতা-মাতার পর তাকে হত্যা করে ফেলার চিন্তা করেন। তিনি পিতাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার জন্য অন্য আরেকটি দুআ করেন। তিনি দুআ করেন, তার সন্তানাদি যেন পৌরুষত্ব লাভ করে এবং অধিক ফল ফসলের অধিকারী হয়।পরে মা যখন ঈসের বিষয়টি অবগত হয় যে, সে ইয়াকুবকে হত্যা করে ফেলবে। তখন ইয়াকুবকে ডেকে তার মামা লাবান-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। লাবান ছিল হাররানের অধিবাসী। মা ইয়াকুবকে বলে দেন, সে যেন ভাইয়ের রাগ না কমা পর্যন্ত হাররানেই থাকেন এবং সেখানেই বিয়ে করে নেন। স্বামী ইসহাক আলাইহিস সালামকে বলেন, সেও যেন ইয়াকুবকে একই আদেশ প্রদান করেন এবং তাকে অসিয়ত করেন এবং তার জন্য দুআ করেন। ইসহাক আলাইহিস সালাম তাই করলেন।

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সেদিনই বিকেল বেলা বাড়ি থেকে বের হয়ে যান; ফলে রাস্তায় রাত হয়ে যায়। ইয়াকুব রাতটুকু পথেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সেমতে একটি পাথরের ওপর মাথা রেখে রাত যাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখেন, তিনি আকাশে উঠে যাচ্ছেন। আকাশ ও জমিনে একটি পথ তৈরি হয়ে গেছে এবং সেই পথ ধরে

ফিরিশতারা ওঠানামা করছে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্বোধন করে কথা বলছেন; নিশ্চয় আমি তোমার ও তোমার পরবর্তী প্রজন্মে বরকত দান করব। এই জমিন তোমার ও তোমার পরবর্তীদের জন্য রেখে দেবো।

ঘুম থেকে জেগে স্বপ্নের বিষয়টি মনে করে তিনি আনন্দ অনুভব করলেন এবং মান্নত করলেন, যদি তিনি সুস্থ ও নিরাপদে তার পরিবারের কাছে পৌঁছতে পারেন; তাহলে এখানে আল্লাহ তাআলার জন্য একটি ইবাদতখানা তৈরি করবেন এবং তাকে যে রিজিক আল্লাহ দেবেন- এর এক দশমাংশ তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবেন। স্থান ত্যাগ করার পূর্বে পাথরটিতে তেল ঘষে দিলেন; যেন সেটি আলাদা করে চেনা যায়। ফলে জায়গাটি 'বায়তু ঈল' তথা বায়তুল্লাহ নামে পরিচিতি লাভ করে। এটিই সেই জায়গা যেখানে পরবর্তীতে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস বিষয়ক আলোচনা যথাস্থানে করা হবে ইনশা আল্লাহ।

ইয়াকুব হারানে যে মামার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন তার ছিল দুই মেয়ে। একজনের নাম লাইয়া অপরজনের নাম রাহিলা। রাহিলা ছিলেন ছোট এবং লাইয়ার চেয়ে সুন্দরী। তিনি সাত বছর মামার ছাগল রাখালির শর্তে রাহিলাকে বিয়ে করার জন্য রাজি হন। সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর মামা কন্যা তোলে দেওয়া উপলক্ষ্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন; এতে বহু মানুষ অংশ নেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে রাতে বাসর ঘরে পাঠানো হয় বড় বোন লাইয়াকে। তার ছিল চোখে সমস্যা, দেখতে বিশ্রী। ইয়াকুব সেটা ধরতে পারেনি। রাতশেষে ভোর হলে তিনি দেখলেন, যার সাথে বাসর করলেন সে রাহিলা না লাইয়া। তিনি মামার কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন, কেন তাকে প্রতারিত করা হলো? তিনি বললেন, আমি তো প্রস্তাব করেছিলাম রাহিলাকে। মামা জানালেন, এটা আমাদের সমাজরীতিতে নেই যে, বিয়েযোগ্য বড় বোন ঘরে রেখে ছোট বোনকে বিয়ে দিয়ে দেবো। তুমি যদি একান্তই তাকে বিয়ে করতে চাও- তাহলে এক কাজ করো, আবার সাত বছর বকরি রাখালির চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারো। তিনি তাই করলেন এবং সাত বছর পর রাহিলাকে বিয়ে করলেন। এরা উভয়েই তখন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের স্ত্রী। একই সাথে দুই বোনকে বিয়ে করা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শরিয়তে বৈধ ছিল। পরে তাওরাতে এই বিধানকে রহিত করা হয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মামা ও শ্বশুর লাবান তার দুই মেয়ের সাথে দুইজন দাসীও হাদিয়া দেন। লাইয়ার সাথে যে দাসী দিয়েছিলেন তার নাম জুলফা; আর রাহিলার সাথে যে বাঁদি দিয়েছিলেন, তার নাম বালহা।

আল্লাহ তাআলা দুর্বল লাইয়ার গর্ভে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে অনেকগুলো সন্তান দান করেছেন। তাদের প্রথম সন্তানের নাম রুবাইল, এরপর শামউন, এরপর লাওয়াই, এরপর ইয়াহুজা। এসব দেখে মানবিক দুর্বলতায় রাহিলা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। কারণ, তার কোনো

সন্তান হচ্ছিল না। পরে তার দাসী বালহাকে হাদিয়া পেশ করেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সাথে সহবাস করলে সে গর্ভধারণ করে এবং একটি ছেলে জন্মলাভ করে। তার নাম রাখা হয় দানা। পরে আরও একটি (সন্তান-গোলাম) হয়, এর নাম রাখা হয় নিফতালিয়া। এতে লাইয়াও তার দাসী জুলফাকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। তার গর্ভে জন্মলাভ করে জাদ ও ইশা নামক দুই সন্তন। এরপর আবারও লাইয়া গর্ভধারণ করেন এবং পঞ্চম সন্তান জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় ইসাখির। এরপর আবারও গর্ভধারণ করেন এবং ষষ্ঠ সন্তান জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় জাবিলুন। এরপর আবার গর্ভধারাণ করেন। তখন জন্ম হয় একটি মেয়ে সন্তানের। তার নাম রাখা হয় দাইনা কিংবা দিনা। এভাবে লাইয়ার গর্ভে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সাত জন সন্তান জন্মলাভ করেন।

এরপর রাহিলা আল্লাহ তাআলার কাছে খুব করে দুআ করেন এবং বিনতভাবে তাঁর কাছে সন্তান প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তার বান্দির দুআ কবুল করেন এবং তিনি গর্ভধারণ করেন। এই রাহিলার গর্ভে আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে এমন এক সন্তান দান করেন- যে ছিল অত্যন্ত নম্র-ভদ্র শরিফ সৌন্দর্যের আধার। সন্তানটি হলেন নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম।ইয়াকুব আলাইহিস সালাম একসময় তার মামার কাছে বাড়ি ফেরার আবেদন করেন। মামা বললেন, তোমার দ্বারা এতদিন আমার সম্পদে প্রাচুর্য এসেছে; সুতরাং তুমি আমার সম্পদ থেকে কী চাও বলো; আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, এ বছর নিরেট সাদা এবং কালো রঙ ছাড়া যত ছাগল ছানা হবে সেগুলো আমাকে দিয়ে দিন। মামা বললেন, ঠিক আছে নিয়ে নিয়ো।

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানরা বাচ্চা দেবে এমন ছাগলের পাল নিয়ে তিন দিনের দূরত্বে চলে যান; যেন এসবের ছানাগুলো অন্যদের সাথে মিশে না যায়। আর ইয়াকুব সাদা ও বাদামি রঙয়ের একপ্রকার অধিক শাখা বিশিষ্ট গাছের ডাল নিয়ে সেগুলো সাদা ও কালো রঙ করে ছাগলের পানি পান করানোর জায়গায় রেখে দিলেন, ছাগল এগুলো দেখে ভরকে যেত এবং গর্ভের বাচ্চাও এই কালারে বদলে যাচ্ছিল। এটি ছিল ইয়াকুব আলাইহিস সালামের একটি মুজিজা- যা সাধারণত হয় না, হওয়া সম্ভবও না। এভাবে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম প্রচুর বকরি, বাহন ও গোলামের মালিক হয়ে গেলেন। এতে তার মামা, মামাতো ভাই-বোন ও অন্যদের দৃষ্টি বদলে গেল। তারা তার ওপর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠল। এমন সময় আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে নিজের এলাকায় ফিরে আসতে বললেন এবং বললেন, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বিষয়টি তার স্ত্রী-সন্তানদের জানালেন; তারাও বিনাবাক্যে তার সাথে চলে আসতে রাজি হয়ে গেলেন। ফলে তিনি তার ধন- দৌলত, বকরি-ভেড়া ও স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। আসার সময় ইয়াকুব

আলাইহিস সালামের স্ত্রী রাহিলা সকলের অজান্তে তার পিতার একটি মূর্তি চুরি করে নিয়ে আসেন।

তারা হারান এলাকা থেকে বের হওয়ার পর মামা লাবান তাদের পথ আগলে ধরেন এবং তাকে না জানিয়ে চলে আসার জন্য ভর্ৎসনা করেন। লাবান বলেন, তুমি কেন আমাকে বলে আসলে না, তাহলে আমি তোমাকে আমার লোকজন- সহ আনন্দ-ফুর্তির সাথে বিদায় জানাতাম। তিনি তার মূর্তি সম্পর্কে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি সেটি এনেছেন কি না। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যেহেতু বিষয়টি আদতেই জানতেন না, তাই তিনি মূর্তি চুরির বিষয়টি অস্বীকার করেন। এতে লাবানের লোকেরা পুরো কাফেলা নারী-পুরুষ গোলাম-বাঁদি সাবাইকে অনুসন্ধান করে। কিন্তু কোথাও তা পাওয়া যায়নি। মূলত রাহিলা মূর্তিটিকে উঠের ওপর বিছানো কাপড়ের মধ্যে মুড়িয়ে রেখেছিলেন এবং তিনি সেই কাপড়ের ওপর বসা ছিলেন। তাকে চেক করতে আসলে তিনি বলেনসে এখন হায়িজের অবস্থায় আছে; এ সময়ে উঠে দাঁড়ানোকে তিনি খারাপ ভাবেন: ফলে তাকে আর অনুসন্ধান করা হয়নি।

এরপর মামা লাবান তার লোকজনের উপস্থিতিতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম থেকে ওয়াদা নেন যে, ইয়াকুব তার মেয়েদের থাকা অবস্থায় তিনি আর কোনো নারীকে বিয়ে করবেন না এবং তাদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করবেন না। তিনি এতে রাজি হলে উভয় দল মিলে খানার আয়োজন করেন এবং খাওয়া- দাওয়া শেষে যার যার পথে চলে যান।

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যখন সায়ের নামক এলাকায় পৌঁছেন, তখন একজন ফিরিশতা এসে তাকে থামতে বলেন। ফিরিশতা জানান, তার ভাই ঈসুর কাছে সে যেন নত হয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার ভাই ঈসুর খবর নেওয়ার জন্য একজন লোক পাঠান। সে ফিরে এসে জানায়, ঈসু চারশ ঘোড়সাওয়ার নিয়ে এদিকে আসছে ইয়াকুবকে শায়েস্তা করার জন্য। এতে তিনি প্রচণ্ডরকম ভয় পেয়ে যান এবং আল্লাহ তাআলার কাছে বিপদ থেকে বাঁচার জন্য

কায়মানোবাক্যে প্রার্থনা করেন এবং ঈসুর জন্য নানান কিসিমের হাদিয়া দিয়ে

কয়েকজন লোক পাঠান।

তারা একেকজন একেক রকম হাদিয়া নিয়ে তার কাছে যান। যাওয়ার আগে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলে দেন, তোমরা সবাই একসাথে তার কাছে যাবে না; বিশেষ দূরত্ব বজায় রেখে

একদল একদল করে যাবে এবং প্রত্যেকেই তাকে বলবে যে, এগুলো তোমার গোলাম ইয়াকুবের পক্ষ থেকে তার সরদারের জন্য হাদিয়া। সাথে এ কথাও বলবে যে, আরও কিছু হাদিয়া নিয়ে অল্প কিছু দিনের মধ্যে আমি নিজেও তার দরবারে হাজির হব। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার এগারো জন ছেলে স্ত্রী ও দাসীদের নিয়ে দুই দিনের পথ পেছনে ছিলেন। তখন তারা কেবল রাতে পথ চলতেন। তৃতীয় রাতের ভোর বেলায় একজন ফিরিশতা মানুষের রূপ ধারণ করে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে আসেন। তিনি তাকে ঈসুর লোক মনে করে ভয় পেয়ে যান। সকালের আলো প্রকাশ পাওয়ার পর ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার নাম কী? তিনি বলেন, ইয়াকুব। ফিরিশতা জানান, আজকের পর থেকে আমি তোমাকে ইসরাইল বলে ডাকব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে যে আমাকে নাম বদলে ডাকবেন? আপনার নাম কী? এমন সময় সে উধাও হয়ে যায়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বুঝতে পারেন তিনি ফিরিশতা ছিলেন।অতঃপর দূরে তাকিয়ে দেখেন, ভাই ঈসু তার বাহিনী নিয়ে এদিকে আসছে। তিনি পরিবারের সবাইকে পেছনে রেখে নিজে আগে চলতে লাগলেন এবং কাছে গিয়ে ভাই ঈসুকে সাতটি সিজদা করলেন। এটি ছিল সে সময় সালামের মতো একটি রীতি। এমন সিজদা তখন বৈধ ছিল। ইয়াকুবের এমন অবস্থা ও তার কান্নাকাটি দেখে ঈসু তার কাছে জানতে চান, এই সম্পদ আর এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আমার ছেলে-মেয়ে, গোলাম-বাঁদি ও স্ত্রী।

ঈসু জানতে চান, তুমি এতসব পেলে কোথায়? ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, এসব কিছু আল্লাহ তোমার গোলামকে দান করেছেন। এরপর তার স্ত্রী সন্তান ও গোলাম-বাঁদি সকলেই এসে ঈসুকে সিজদা করেন এবং তার কাছে আবার কিছু হাদিয়া পেশ করেন। ঈসু এতে তার প্রতি কিছুটা নরম হন এবং হাদিয়া কবুল করেন। ঈসু চলে যাওয়ার পর তিনি তার পরিবারবর্গকে নিয়ে সাইরের পাহারের কাছে চলে যান এবং সাহুরে পৌঁছলে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং পশুপালের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন। পরে শাখিম গোত্রের কাছে গিয়ে শাখিম ইবনু জুমুরের নিকট থেকে একশত বকরির বিনিময়ে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং এখানে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। কালক্রমে সেটিই বাইতুল মুকাদ্দাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করে; যা পরে সুলাইমান আলাইহিস সালাম পুনর্সংস্কার করেন।

আহলে কিতাবিরা এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। সেটি হলো, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মেয়ে দাইনা বিনতু ইয়াকুব (বিনতু লাইয়া)-এর সংক্রান্ত ঘটনা। শাখিম ইবনু জুমুরকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয়। সে দাইনাকে উত্ত্যক্ত করে এবং তার ঘরে আটকে রেখে দাইনার পিতা ও ভাইদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে। ভাইয়েরা জবাবে বলে, খতনাহীন কোনো গোত্রের মানুষের সাথে আমরা বৈবাহিক সম্পর্ক করি না; সুতরাং তোমরা সকলে যদি

খতনা করো তাহলে দেখা যেতে পারে। এতে সেই গোত্রের সকলেই খতনা করে ফেলে এবং খতনার জখমে তারা যখন কাতর, ঠিক তখনই ইয়াকুব আলাইহিস সালামের লোকেরা তাদের ওপর চড়াও হন, তাদেরকে হত্যা করেন এবং খুব নির্মমভাবে শাখিম ও তার পিতাকে হত্যা করা হয়। কারণ, একে তো এরা কাফির আবার এই জঘন্য ঘটনাও তারাই ঘটিয়ে ছিল। তাদেরকে হত্যা করে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের লোকেরা তাদের সমুদয় সম্পদ গনিমত হিসেবে অধিগ্রহণ করেন।অতঃপর সেখানেই হজরত রাহিলা সন্তান প্রসবকালে ইনতিকাল করেন। রাহিলার গর্ভে জন্ম নেওয়া সেই ছেলেটিই হলো বিনইয়ামিন। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাকে দাফন করেন। জায়গাটাকে বাইতুল লাহাম বলা হয়। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার কবরের ওপর কিছু পাথর রেখে দেন। আজও সেই পাথর দেখে রাহিলা আলাইহাস সালামের কবর সনাক্ত করা হয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মোট সন্তান ছিলেন বারো জন। দশ জন ছিলেন লাইয়ার গর্ভের, আর দুইজন ইউসুফ ও বিনইয়ামিন হজরত রাহিলার গর্ভের বাকি দশ জন হলেন- রুবাইল, শামউন, লাওয়াই, ইয়াহুজা, ইসাখার, জাবিলুন। রাহিলার দাসীর গর্ভে দুইজন, দানা ও নিফতালি। লাইয়ার দাসীর গর্ভে দুইজন, জাদ ও ইশা আলাইহিমুস সালাম।

এরপর হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পিতা ইসহাক আলাইহিস সালামের কাছে হিবরুনে চলে আসেন। হিবরুন কিনআনের একটি এলাকা- যেখানে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বসবাস করতেন। অতঃপর ইসহাক আলাইহিস সালাম অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একশত আশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইসহাক আলাইহিস সালামকে তার সন্তান ইয়াকুব ও ঈস দুজনে মিলে তাঁর পিতা ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের পাশে দাফন করেন।

✿ হযরত ইয়াকুব (আ) ✿

হজরত ইয়াকুব আ.-এর পরিচয়

হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামের দুই যমজ পুত্র ইস ও ইয়াকুব। তাদের মধ্যে ছোট ছেলে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নবি হন। ইয়াকুবের অপর নাম 'ইসরাইল'। যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। নবিগণের মধ্যে কেবল হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি করে নাম ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপর নাম 'আহমদ'।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين. ٌ

আর যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল, হে বনি ইসরাইল, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসুল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ। অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো স্পষ্ট জাদু। [সুরা সফ, আয়াত: ৬]

হজরত ইয়াকুব আ.-এর সন্তান-সন্ততি

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো জন পুত্র-সন্তানের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হিব্রু বাইবেলে বারো জন পুত্র-সন্তান ও কয়েকজন কন্যা-সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে শুধু একজনের নামউল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। হিব্রু বাইবেল অনুসারে তাদের নাম হলো- রেউবেন, সিমোন, লেভি, জুদাহ (ইয়াহুদা), দান, নাফতালি, গাদ, আশের, ইসসাচার, জেবুলুন, মেয়ে দিনাহ, জোসেফ বা ইউসুফ, এবং বিনজামিন বা বিনয়ামিন।

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপাধি ছিল 'ইসরাইল'। তাই বারোটি পরিবার সবাই 'বনি ইসরাইল' নামে খ্যাত হয়। বারো পুত্রের মধ্যে দশ জন জ্যৈষ্ঠপুত্র হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রথম স্ত্রী লাইয়া বিনতু লাইয়ানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তার মৃত্যুর পর হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম লাইয়ার ভগিনী রাহিলকে বিবাহ করেন। রাহিলের গর্ভে দুপুত্র ইউসুফ ও বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশ জন বৈমাত্রীয় ভাই ও কয়েকজন বোন। ইউসুফ জননী রাহিলও বিনয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।
হজরত ইয়াকুব আ.-এর বিবাহ

ইসরাইলি বর্ণনা অনুযায়ী হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হারানে মামার বাড়িতে গিয়ে সেখানে তিনি তার মামাতো বোন লাইয়া এবং পরে রাহিলকে

راحيل বিবাহ করেন এবং দুইজনের মোহরানা অনুযায়ী সাত যোগ সাত মোট চৌদ্দ বছর মামার বাড়িতে দুম্বা চরান। ইবরাহিমি শরিয়তে দুই বোন একত্রে বিবাহ করা জায়িজ ছিল। পরে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তে এটা নিষিদ্ধ করা হয়।

শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বসেরা সুন্দর পুরুষ হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তারপর দ্বিতীয় পুত্র বিনয়ামিনের জন্মের পরই তিনি মারা যান। তার কবর بيت لحم বেথেলহামে অবস্থিত এবং 'কবরে রাহিল' নামে পরিচিত। পরে তিনি আরেক শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো পুত্রের মধ্যে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবি হন। প্রথম স্ত্রীর পুত্র ৫১ লাভি-এর পঞ্চম পুরুষ হজরত মুসা ও হারুন

আলাইহিস সালাম নবি হন। এভাবে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশে নবিদের সিলসিলা জারি হয়ে হয়। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের অপর নাম 'ইসরাইল'। আর সেঅনুযায়ী তাঁর বংশধরগণ 'বনি ইসরাইল' নামে পরিচিত হয়। হঠকারী ইহুদি- নাসারাগণ যাতে তারা 'আল্লাহর দাস' এ কথা বারবার স্মরণ করে, সে কারণে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদেরকে 'বনি ইসরাইল' বলেই স্মরণ করেছেন।

হারান থেকে বিশ বছর পর হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর স্ত্রী- পরিজনসহ জন্মস্থান হিবরানে ফিরে আসেন। যেখানে তাঁর দাদা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং পিতা হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম বসবাস করতেন- যা বর্তমানে 'আল খলিল' নামে পরিচিত। পূর্বের মানত অনুসারে তিনি যথাস্থানে বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ করেন।

কিনআন-ফিলিস্তিন তথা শাম এলাকাতেই তাঁর নবুওয়াতের মিশন সীমায়িত থাকে। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেন্দ্রিক তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলি হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনীতে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। তিতি ১৪৭ বছর বয়সে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হিবরানে পিতা হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামের কবরের পাশে সমাধিস্থ হন।

তাওয়াক্কুলের পরীক্ষায় হজরত ইয়াকুব আ.-এর সফলতা:

ইয়াকুব (আ) এর ঔরসে মোট বারো জন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্রচণ্ড

ভালোবাসতেন। তবে হিংসাপরায়ণ বৈমাত্রেয় ভাইগণ সেটা মেনে নিতে না পেরে পিতাকে কৌশলে রাজি করে ইউসুফকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় ভাইয়েরা প্রমাণস্বরূপ রক্তমাখা জামা পিতাকে দেখিয়ে বলল, ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। কিন্তু অক্ষত জামা দেখে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম

বললেন-

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

এটা কখনোই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, এখন ধৈর্য ধরাই আমার জন্য উত্তম। তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (সুরা

ইউসুফ, আয়াত: ১৮/

তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, ইউসুফকে কোথাও রেখে আসা হয়েছে। পুত্রদের সঙ্গে কোনোরূপ খারাপ প্রতিক্রিয়া না করে পিতৃসুলভ আচরণ করেছিলেন এবং ধৈর্যধারণ করেছিলেন। পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদের সময়কাল দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মতো স্থায়ী হয়েছিল। ফলে

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে হারানো পুত্র ইউসুফ মিশরের বাদশাহ হন। নিজের পরিবারের খোঁজ নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও পিতাকে নিজের অবস্থার কথা জানাননি। সম্ভবত এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই দীর্ঘতর হয়েছে, যাতে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরীক্ষা দৃঢ় হয়।

এক সময় মিশরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য পুত্রদের মিশর পাঠালেন। তবে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামিনকে নিজের কাছেই রেখে ছিলেন। কেননা, ইউসুফ নিখোঁজের পর বিনয়ামিনই তাঁর ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

প্রথম যাত্রায় তারা মিশর পৌছলে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদের চিনতে পারেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে পরবর্তীতে বিনয়ামিনকে সঙ্গে আনতে বলেন। স্বীয় ভাইদের এত কাছে পেয়েও তিনি পিতার নিকট তাঁর খবর পৌঁছাননি। হয়তো এখানে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরীক্ষার পূর্ণতা দেওয়াই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল।বিস্তারিত ঘটনা প্রকাশ করে পরের বছর মিশর গমনের সময় তারা পিতার নিকট আবেদন করলেন, বিনয়ামিনকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ছেলেদের বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কেননা, এভাবেই একদিন তারা ইউসুফকে তাঁর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাহ্যিকভাবে তিনি পুত্রদের অঙ্গীকার নিলেন, তারা বিনয়ামিনকে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তিনি সন্তানদের শপথের ওপর নির্ভর করেননি; বরং আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছেন এবং

মানুষের কুদৃষ্টি থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে না পারার অপারগতা স্বীকার করে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পুত্রদেরকে বললেন-

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ . আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি আর

ভরসাকারীদের উচিত তাঁর ওপর ভরসা করা। সুরা ইউসুফ, আয়াত।

৬৭)

অতঃপর তারা পিতার উপদেশ মতো নগরে প্রবেশ করল। কিন্তু রসদ-সামগ্রী নিয়ে ফেরার মুহূর্তে চুরির অভিযোগে বিনয়ামিন আটক হন। মুফাসসিরগণ বলেন, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের খাতিরে আল্লাহ বিনয়ামিনকে আটকের কৌশল করেন; যাতে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলো পূর্ণতা পায়। বিনয়ামিনকে আটকের কাজটি মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিপ্রকাশ।

প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও ভাইয়েরা বিনয়ামিনকে নিতে ব্যর্থ হয়ে পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করে ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে তিনি বললেন-

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

কিছুই না, তোমরা মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। [সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৩//

এ পর্যায়েও হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। অধিকন্তু বিনয়ামিনকে আটকে রেখেছেন। ফলে দ্বিতীয়বারের মতো হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পুত্র বিচ্ছেদের ব্যথায় মোহ্যমান হয়ে পড়েন। সম্ভবতএখানে আল্লাহ তাআলা হজরত ইয়াকুবক আলাইহিস সালামকে অনেক বেশি কল্যাণ দিতে চেয়েছিলেন। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। অতঃপর তিনি পুত্রদের সঙ্গে বাক্যালাপ পরিত্যাগ করে সৃষ্টিকর্তার কাছেই ফরিয়াদ জানাতে লাগলেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

আর দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট।। সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৪]

দুঃখ ও বিষাদে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নির্বাক হয়ে যান। নিজের মনোবেদনা কারও কাছে প্রকাশ করতেন না। ক্রোধে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংবরণ করেছেন।

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এতদিন পর ছেলেদের আদেশ করলেন, ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সন্ধান করতে। উভয়কে খোঁজ করার জন্য মিশরই সাব্যস্ত হলো। মিশর পৌঁছে ভাইয়েরা ইউসুফের সামনে কাতরভাবে কথা বলা শুরু করল। তারা তাদের দরিদ্র ও নিঃস্বতার কথা প্রকাশ করল। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের অবস্থা শুনে নিজেকে রোধ করতে না পেরে পরিচয় প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান। অতঃপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন-

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রেখে দিয়ো, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।[সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৩)

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا
অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল।

অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। [সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৬)

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আওলাদ ও তাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে

মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

আর তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সিজদাবনত হলো। (সুরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০।

আর এভাবেই হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বাঁধভাঙা ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিনিয়ত তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম থেকে ধৈর্যের শিক্ষা নেওয়া এবং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

হজরত ইয়াকুব ও ইউসুফ আ.-এর সমাধি:

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরে তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য শহুরে বসতি থেকে দূরে একটি স্থান মনোনীত করেছিলেন খুব সম্ভব এই উদ্দেশ্যে যে, এখানে বসবাস করে তাঁর বংশের গ্রামীণ পরিবেশ আগের মতোই অটুট থাকবে। আর এ কারণে মিশরের মূর্তিপূজকরা তাদের সংশ্রবে যেতে পারবে না এবং তাদের শিরকি রীতিনীতি এবং মন্দ স্বভাবসমূহ বনি ইসরাইলের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবে না। কেননা, মিশরবাসীরা রাখাল, কৃষক এবং গ্রামীণ শ্রেণির লোকদেরকে নীচুস্তরের ও অচ্ছুৎ বলে মনে করত এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাকেও দূষণীয় ও নিন্দাই মনে করত।

তাওরাতে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ডেকে অসিয়ত করলেন, আমাকে যেন মিশরের মাটিতে দাফন করা না হয়; বরং পূর্বপুরুষদের দেশে ফিলিস্তিনে যেন দাফন করা হয়। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পিতাকে এ ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত করলেন।

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ইনতিকালের পর তাঁর পবিত্র দেহ মমি করে রাখলেন এবং ফিলিস্তিনে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করলেন। কুরআনুল কারিমেও হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এই পবিত্র অসিয়ত নিম্নলিখিত অলৌকিক বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে-

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

(হে মুহাম্মদ) ইয়াকুবের কাছে যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পরে তোমরা কীসের ইবাদত করবে (অর্থাৎ তোমরা কোন ধর্ম অবলম্বন করবে)? তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার ইলাহ-এর এবংআপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এরই ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৩৩)

তাওরাতে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওফাতের অবস্থাবলির ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর বয়স ও বংশ সম্পর্কেও নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। আর হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর পিতার পরিবারের সমস্ত লোক মিশরে বসবাস করেছেন। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একশ দশ বছর জীবিত ছিলেন; আর হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্র আফরাইমের সন্তানদেরকে দেখেছেন, যারা ছিল তৃতীয় পুরুষ (প্রজন্ম)। আর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুন্নাসির পুত্র মাকিরের পুত্রও (নাতির ছেলে পুতি) হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কোলে-পিঠে প্রতিপালিত হয়েছে।

অর্থাৎ হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর প্রপৌত্রকেও দেখেছেন। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদেরকে বললেন, আমার মৃত্যু অতি নিকটে। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে স্মরণ করবেন এবং তোমাদেরকে এই দেশ থেকে বের করে সেই দেশে নিয়ে যাবেন যার ব্যাপারে তিনি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এবং হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে বললেন, আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। তোমরা আমার হাড়গুলোকে এখান থেকে নিয়ে যেয়ো। এরপর হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একশ দশ বছরের বৃদ্ধ হয়ে ইনতিকাল করলেন। বনি ইসরাইল মিশরে তাঁর মৃতদেহের মধ্যে সুগন্ধিদ্রব্য পূর্ণ করে তাঁকে একটি সিন্দুকের ভেতর রেখে দিলো।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের হাড়গুলোকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেননা, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে দৃঢ়তার সঙ্গে কসম কাটিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা

অবশ্যই তোমাদের খবর নেবেন। তোমরা আমার হাড়গুলোকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর সন্তানরা তাঁর পবিত্র দেহকেও মমি করল এবং সিন্দুকে সংরক্ষণ করে রাখল। হজরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগে বনি ইসরাইল মিশর থেকে প্রত্যাগমনের সময় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অসিয়ত পালন করার জন্য তাঁর দেহ যে সিন্দুকে সংরক্ষিত ছিল, সেই সিন্দুকটিও নিয়ে গেল এবং নবিদের দেশে নিয়ে দাফন করল।

এই স্থানটি কোথায়? এ ব্যাপারে জাবরুন বাসিরা বলে, তাঁকে জাবরুনে সমাহিত করা হয়েছে। তারা হারমে খলিলিতে মাকফিলার কাছে একটি সংরক্ষিত সিন্দুক সম্পর্কে এই দাবি করে, এই তাবুত (কফিন, শাবাধার) হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের। কিন্তু আবদুল ওহহাব নাজ্জার মিসরি বলেন, এটা নিছক কল্পনা। তিনি বলেন, ফাজিল মুহাম্মদ নামির হাসান নাবলুসি এবং নাবলুসের বিখ্যাত আলিম ফাজিল আমিন বেগ আবদুল হাদি আমাকে বলেছেন, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মাজার মোবারক নাবলুসে রয়েছে এবং এটাই সঠিক তথ্য। কেননা, তাওরাত বলে, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের তাবুত ফারাইম নামক স্থানেই সমাহিত করা হয়েছে। আর ফারাইম নামক ভূখণ্ড নাবলুসের একটি বিখ্যাত শহর। প্রাচীনকালে একে শাকিম বলা হতো।

যা-হোক এসব বিবরণ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, বনি ইসরাইল হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও হজরত মুসা আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তী সময়ে মিশরেই বসবাস করত। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

✿ হযরত ইউসুফ (আ) ✿

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-যার নামে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুহানাহু ওয়া তাআলা একটি সুরার নামকরণ করেছেন। সুরার আগা-গোড়া পুরোটাজুড়ে নবি ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথাই আলোচিত হয়েছে। নবি ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে খোদ আল্লাহ রব্বুল আলামিন অতি চমৎকার ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুরায় বর্ণিত হিকমাহ, ওয়াজ, আদাব সবকিছু এক অনন্য আভায় আলোকিত।

পবিত্র কুরআনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা এভাবে শুরু হয়েছে

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يٰاَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ، قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ يَعْقُوْبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ

حَكِيم.

স্মরণ করো, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, হে আমার পিতা, আমি তো দেখেছি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে। দেখেছি এদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।

সে বলল, হে আমার বৎস, তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি এটা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমারপিতৃপুরুষ ইবরাহিম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৪-৬]

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো জন পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে নম্রভদ্র, শ্রেষ্ঠ ও সম্মানি। একই সাথে ছিলেন একজন উঁচু তবকার নবি। তিনি ছাড়া ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আর কোনো সন্তান নবি হওয়া প্রমাণিত নয়। নবুওয়াতের মহান মর্যাদা একমাত্র তিনিই লাভ করেন।

ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও পরিণতি:

'ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন খুবই ছোট। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, এগারোটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্য তাকে সিজদা করছে। তারকা ছিল অন্য ভাইদের প্রতিক আর চাঁদ-সুরুজ তাঁর পিতা-মাতা। ঘুম থেকে জেগে কিশোর ইউসুফ তাঁর স্বপ্ন পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে জানালেন। পিতা বুঝতে পারলেন, তাঁর আদুরে ইউসুফ ভবিষ্যতে আলাদা রকম কিছু হতে চলেছে; যা দুনিয়া-আখেরাতে তাকে খ্যাতিমান করে তুলবে। তিনি বললেন, দেখো বাবা, তোমার এই স্বপ্ন কারও কাছে প্রকাশ করো না। কেননা, এতে তারা তোমার প্রতি হিংসুক হয়ে উঠতে

পারে। ইসরাইলি বর্ণনায় আছে যে, তিনি স্বপ্নটি তার ভাইদের সামনেই বাবার কাছে বলে ছিলেন। কথাটি সঠিক নয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, তোমার রব তোমাকে এই স্বপ্নের মতোই আরও অনেক সূক্ষ্ম বিষয়াদি শেখাবেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান করবেন। তোমার ওপর তার পরিপূর্ণ নিয়ামত নাজিল করবেন-ইতিপূর্বে যেমন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম ও ইসহাকের ওপর করেছেন। অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যতে নবি নির্বাচিত করবেন। নিশ্চয় তোমার রব এ বিষয়ে সম্মক অবগত। তিনি জানেন কাকে নবি হিসেবে নির্বাচন করবেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস পাওয়া যায় এমন-তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? নবিজি জবাব দিলেন, ইউসুফ; যিনি নবি ছিলেন তার পিতাও নবি ছিলেন, তার পিতাও নবি ছিলেন এবং তারও পিতা নবি ছিলেন। অর্থাৎ সে নবি, তার বাবা নবি, তার দাদা নবি, দাদার বাবাও নবি।

ইউসুফ আ.-এর সাথে তাঁর ভাইদের ষড়যন্ত্র:

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে' হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর ভাইদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের কথা আলোচিত হয়েছে। এই বিদ্বেষের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পুত্র ইউসুফ ও তার ভাই বিনইয়ামিনকে তাদের চেয়ে অধিক মুহাব্বাত করা। মূলত এটি ছিল তাদের একটি ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বৈমাত্রিক দশ ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, ইউসুফকে পিতার চোখের আড়াল করে ফেলবে। এজন্য তারা সবাই মিলে পরিকল্পনা আঁটে-কীভাবে কী করা যায়। পরিকল্পনা মিটিংয়ে প্রথমে প্রস্তাব আসে ইউসুফকে হত্য করে ফেলার। পরে তাদের কোনো একজন পরামর্শ প্রদান করে, যেহেতু তোমাদের উদ্দেশ্য তাকে বাবার চোখের আড়াল করা- সুতরাং তাকে দূরে কোথাও ফেলা আসা হোক যেন সে আর ফেরত আসতে না পারে। এতে সে বেঁচেও থাকল, আবার বাবার চোখেরও আড়াল হলো। কোথায় ফেলে আসবে, কীভাবে ফেলবে-এমন আলোচনায় গিয়ে সিদ্ধান্ত হয় জঙ্গলের পাশের কুয়ায় ফেলবে এবং কুয়ায় ফেলার কাছে সকলে শরিক থাকবে, যেন পরে কেউ তা প্রকাশ করে না দেয়। হজরত মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হত্যার পরিবর্তে কুয়ায় ফেলার পরামর্শ দিয়েছিল শামউন। ইমাম সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সে ছিল ইয়াহুজা। কাতাদা ও মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন, সে হলো তাদের বড় ভাই রুবাইল। সে বলেছিল-

لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقته بعض السيارات إن كنتم فاعلين.

তোমরা বরং তাকে হত্যার পরিবর্তে জঙ্গলের কূপে ফেলে এসো; এতে কোনো বণিক তাকে পেয়ে যাবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর সবাই মিলে বাবার কাছে গিয়ে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলতে দিতে আবদার করে বলল, আমরা অবশ্যই ইউসুফের কল্যাণ কামনা করি। সুতরাং আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে খেলতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমরা অবশ্যই তাকে দেখেশুনে রাখব। প্রত্যুত্তরে নবি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আসলে তাকে আমার চোখের আড়াল করতে আশঙ্কাবোধ করি। পাছে তোমরা তার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ো, আর কোনো বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে। জবাবে তারা বলল, এটি কেবলই আপনার একটা অনুমান। আমরা হলাম শক্তিমত্তায় পরিপূর্ণ একটি দল; আমাদের রেখে বাঘ যদি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা তো কোনো কাজেরই নই। আমরা তাহলে ধ্বংসই হয়ে যাব। এভাবে বলে-কয়ে তারা পিতার থেকে ইউসুফকে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে কী করল? কুরআন বলছে-

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَ جَاءُوْ آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا بِأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صُدِقِينَ، وَ جَاءُوْ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ، وَ جَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهِ قَالَ يُبُشْرَى هذَا غُلْمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَ اللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ، وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِين. ◌َ

এরপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হলো, এমতাবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না। তারা রাত্রির প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট এলো। তারা বলল, হে আমাদের পিতা, আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, এরপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এরা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করেএনেছিল। সে বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। এক যাত্রীদল এলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিলো। সে বলে উঠল, কী সুখবর। এ যে এক কিশোর। এরপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল। তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এবং তারা তাকে বিক্রয় করল স্বল্পমূল্যে- মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে; তারা ছিল তার ব্যাপারে নির্লোভ। [সুরা ইউসুফ, আয়াত: ১৫-২০]

তারা ইউসুফকে নিয়ে পিতার অগোচরে গিয়েই তাকে কথায় ও কাজে নানাভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করে দিলো। এবং সবাই মিলে ধরাধরি করে কূপে নিক্ষেপ করল। তারা যখন ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করল আল্লাহ তাআলা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না ইউসুফ: এই নিদারুণ পরিস্থিতি থেকে আমি আল্লাহ তোমাকে বের করব এবং তুমি অবশ্যই একদিন তাদেরকে তাদের এই জঘন্য আচরণের বিষয়ে অবহিত করবে; যখন তারা মুখাপেক্ষী হয়ে তোমার কাছে ধরনা দেবে। তারা তোমাকে চিনতে না পারলে তুমি তাদের ঠিকই চিনবে এবং বলবে, আজকের দিনে তোমার সাথে যে ন্যক্কারজনক কাজ করেছে সেটি। তুমি তখন থাকবে মন্ত্রীর আসনে, তারা হবে তোমার দরজায় সাহায্যপ্রার্থী। তারা সম্মিলিতভাবে তাকে কূপে নিক্ষেপ করে রাতের বেলায় ক্রন্দনরত অবস্থায় পিতার কাছে গিয়ে বলল, আপনার ধারণাই ঠিক; ইউসুফকে সত্যিই বাঘে খেয়ে ফেলেছে। বিশ্বাস করুন, আমরা তাকে আমাদের কাপড়-চোপড়ের কাছে রেখে দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম। এমন সময় আচমকা একটি বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল-তখন আমরা আর কিইবা করতে পারি। আপনি তো আবার আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, এই নিন প্রমাণ; বলে মিথ্যা রক্ত লেপন করা তার জামাটি পিতার সামনে পেশ করল। তিনি দেখলেন জামায় রক্তের দাগ তো আছে কিন্তু জামাটি একদম অক্ষত। তিনি বুঝে গেলেন এটি তাদের একটি চাল, আর এটি তারা তাদের ওই ধারণার ফলেই করেছে যে, তিনি ইউসুফকে অধিক ভালোবাসেন। তাই জবাবে তিনি বললেন, এটি তো তোমাদের সাজানো নাটক মাত্র: এ বিষয়ে আমার আল্লাহই ভালো জানেন এবং আমার এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। 'পিতার সামনে তাদের এই কান্নাকাটি শোকের ছিল না- এটি ছিল নিজেদের অপরাধ ঢাকার একটা অস্ত্র। এজন্য বুজুর্গানে কিরাম বলেন, জালিমেরকান্নায় বিভ্রান্ত হয়ো না। কেননা, কিছু কিছু জালিম নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য কান্নার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

পেস্তা আনারস, টার্পিন (এক প্রকার সবুজ সুস্বাদু ফল) পণ্যসামগ্রী নিয়ে মিশরগামী একটি বাণিজ্য কাফেলা এ পথে আসল। তারা নিজেদের পানির প্রয়োজনে একজনকে কূপের কাছে পাঠাল। সে এসে কূপে বালতি ফেলে যখন পানি উঠাতে লাগল, বালতির সাথে ভেসে উঠল একটি বালক। পানি সংগ্রাহক তখন চিৎকার করে বলে উঠল, হায়, এ কী চমৎকার বালক: এবং মূল্যবান পণ্য পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসব কিছু দেখছিলেন। কিছু করছেন না। কারণ, এই না করার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশাল এক রহস্য-যা মিশরের জন্য কল্যাণকর বার্তা হয়ে বিকশিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মানশা আজকের এই বালককে গোলাম হিসেবে মিশরে প্রবেশ করিয়ে একদিন সেখানকার শাসনকর্তা বানিয়ে দেবেন। আজকের এই বালক তখন হয়ে উঠবে মিশরের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। অপরদিকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাই রুবাইল গোপনে কূপের কাছে এলো, উদ্দেশ্য সবার

অগোচরে ইউসুফকে তোলে নিয়ে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেবে (এটি একটি ইসরাইলি বর্ণনা)। কিন্তু এসে দেখল, কূপে ইউসুফ নেই। ফলে সে সজোরে চিৎকার করতে লাগল। এতে অন্য ভাইয়েরাও এসে হাজির হলো। এমন সময় তারা দেখল, একটি বাণিজ্যিক কাফেলা তাকে পণ্য হিসেবে বহন করে নিয়েযাচ্ছে। তারা কাফেলাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সে আমাদের পলাতক গোলাম। তবে চাইলে একে ক্রয় করে নিয়ে যেতে পারো।'

' হজরত ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, নাওফাল বিক্কালি এবং সুদ্দি ও কাতাদা আতিয়া আউফি রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ বলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা ইউসুফকে মাত্র বিশ দিরহাম মূল্যে কাফেলার কাছে বিক্রি করে দিয়ে জনপ্রতি দুই দিরহাম করে ভাগ করে নিলো। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বাইশ দিরহামে বিক্রি করেছে। ইকরামা ও মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন, চল্লিশ দিরহাম দিয়ে বিক্রি করেছিল। বণিকরা নিয়ে বিক্রি করল আজিজে মিশর-মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে (অন্য মতে তিনি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী) বিশ দিনার মূল্যে বিক্রি করে। অন্য মতে ইউসুফের ওজন সমপরিমাণ কস্তুরির বিনিময়ে, অন্য আরেক বর্ণনায় ওজন সমপরিমাণ রেশমি কাপড়ের বিনিময়ে, আরও একটি বর্ণনায় ওজন সমপরিমাণ রুপার বিনিময়ে বিক্রি করেছিল।

ইবনু ইসহাক বলেন, মিশরের ওই মন্ত্রীর নাম ইতফির ইবনু রুহাইব তখনকার শাসকের নাম রাইয়ান ইবনু ওয়ালিদ। সে ছিল আমালিকা সম্প্রদায়ের লোক। মন্ত্রীর স্ত্রীর নাম রাইল বিনতু রুআইল। কেউ বলেন জুলাইখা; মূলত জুলাইখা ছিল তার উপনাম। অন্য মতে তার নাম ফাকা বিনতু ইউনুস মতামতগুলো সালাবি ইবনু হিশাম রিফায়ি থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিক্রেতার নাম মালিক ইবনু জার ইবনু নুওয়াইব ইবনু মাদইয়ান ইবনু ইবরাহিম আলাইহিস সালাম (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন)।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরবর্তী অবস্থার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ قَالَ الَّذِي اشْتَرَائهُ مِنْ مُصْرَ لا مُرَاتِهِ اكْرِى مَثْونَهُ عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَ كَذٰلِكَ مَكنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِتُعَلِّمَهِ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَ اللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ، وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين. ◌َ

মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, তার থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করো। সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। এবং এভাবেআমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি। [সুরা ইউসুফ, আয়াত: ২১-২২]

উপডযুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের পথ ধরে ইউসুফকে আমি মিশরে প্রতিষ্ঠিত করলাম একটি সম্মানিত জায়গায় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে। আল্লাহ তার কাজে সর্বদা বিজয়ী; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অনুধাবন করতে পারে না। মন্ত্রী ইউসুফকে ক্রয় করে নিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, তাকে তুমি সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা করো, তাকে আমরা নিজেদের ছেলে বানিয়ে নেব, অথবা অন্য কোনোভাবে সে আমাদের উপকার করবে। অতঃপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন তারুণ্যে পদার্পণ করলেন আল্লাহ তাআলা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও ইলম দান করলেন। তারুণ্য বলে এখানে পূর্ণ বয়স্ক আর তা চল্লিশ বছর উদ্দেশ্য। তারুণ্যের বয়স নিয়ে বেশ কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়-মালিক, রবিয়া, জাইদ, ইবনু আসলাম ও শাবি প্রমুখ বিজ্ঞজনের মতে সেটি হলো, সাধারণত যে বয়সে বালিগ হয় সেটি। সাইদ ইবনু জুবাইর বলেন, সেটি হলো আঠারো বছর বয়স। জাহহাকের মতে বিশ বছর বয়স। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেটি হলো পঁচিশ বছর বয়স। সুদ্দি বলেন, ত্রিশ বছর বয়স। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তেত্রিশ বছর বয়স। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, চল্লিশ। তিনি দলিল দিয়ে বলেন-

حتى إذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة.

অবশেষে যখন সে তাঁর শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়। সুরা আহকাফ, আয়াত: ৪৬-১৫)

তরুণ ইউসুফ ও গৃহকর্তী জুলাইখা:

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তারুণ্যে পদার্পণ করার পর আল্লাহ তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলেন। তিনি তখন পূর্ণ যুবক। নজরকাড়া সৌন্দর্যের অধিকারী। এমন সময় দেখা দিলো নতুন এক সমস্যা। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর ভবিষ্যৎ পয়গাম্বরকে সেই সংকট থেকে আপন কুদরতে হিফাজত করলেন। কারণ, ইউসুফ ছিলেন ভবিষ্যতের একজন মর্যাদাবান নবি; ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে সকল প্রকার অন্যায় অশ্লীলতা থেকে অন্য সকল নবি-রাসুলের মতোই হিফাজত করলেন। তার সততার সুস্পষ্ট ঘোষণা করলেন। ইউসুফ আলাইহিস

সালামের সাথে ঘটে যাওয়া জুলাইখার বিষয়টিকে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা এভাবে তুলে ধরেছেন-

وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّه رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُوْنَ، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ

الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.

সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি। সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল, সে তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বলল, আসো। সে বলল, আমি আল্লাহর স্মরণ নিচ্ছি, তিনি আমার প্রভু; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না। সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত- যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। আমি তাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্যএভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। সুরা ইউসুফ, আয়াত: ২৩-২৪)

জুলাইখা তখন ইউসুফের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণে উন্মাতাল। সে তার মনোরম পোশাক আর নজড়কাড়া অলংকারে সজ্জিত হয়ে ইউসুফের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে ধরল এবং আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অনুনয় বিনয় করে আহ্বান জানাল। জুলাইখা একে তো ছিল মন্ত্রীপত্নী, তার ওপর মিশরের শাসক রাইয়ান ইবনু ওয়ালিদের ভাগ্নি: অপরদিকে ইউসুফের গৃহকর্তী। নিজের মনোবাস্থ্য ও আকাঙ্ক্ষা আর প্রভাব খাটিয়ে ইউসুফকে একান্ত আপন করে পাওয়ার আহ্বান করল। ইউসুফও তখন পূর্ণ যুবক। কিন্তু তিনি যে ভবিষ্যৎ নবি; তাই তিনি জুলাইখার আহ্বান সারা না দিয়ে তাকে বরং বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন-

معاذ الله انه ربي أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون

তোমার এমন প্রস্তাব থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। নিশ্চয় আমার সরদার (জুলাইখার স্বামী) আমার ওপর ইহসান করেছেন সম্মানজনক অবস্থান দিয়ে। সুতরাং আমি তার আমানতের খিয়ানত করতে পারি না।

মূলত এটি ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি ইউসুফকে এমন পরিস্থিতিতেও টলে যাওয়া থেকে হিফাজত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

كذالك التصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.

আমি তাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়ে ছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

ফলে তিনি এহেন নাজুক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য দরজার দিকে ছুটতে লাগলেন। ঘর থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় দরজার সামনে গৃহকর্তাকে দেখতে পেলেন। তখন জুলাইখা ইউসুফকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে স্বামীর কাছে সরাসরি ইউসুফের নামে নালিশ করে বসল। কুআনুল কারিমে বিষয়টি এভাবে আলোচিত হয়েছে

-وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ

قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَنَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ هِيَ رَا وَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ فَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قبْلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ، وَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ، فَلَمَّا رَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَ اسْتَغْفِرِي لذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَطِين. َ

তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পেছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, যে তোমার পরিবারের সঙ্গে কুকর্ম কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোনো মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী দণ্ড হতে পারে? ইউসুফ বলল, সে-ই আমার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো, যদি তার জামার সম্মুখভাগ ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী; কিন্তু তার জামা যদি পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী। গৃহস্বামী যখন দেখল যে তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বলল, নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ। হে ইউসুফ, তুমি এটা উপেক্ষা করো এবং হে নারী, তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো; তুমিই তো অপরাধী। [সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৫২, ২৯)

উদ্ধৃত আয়াতে দোষী কে-ইউসুফ নাকি জুলাইখা এটি যাচাইয়ের জন্য ইউসুফের জামার দিকে দেখতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন হয়ে থাকে

তাহলে দোষী ইউসুফ; এতে বোঝা যাবে, সে আগ্রাসী ছিল, আর জুলাইখা বাধা দিতে গিয়ে জামা ছিঁড়ে ফেলছে। আর যদি জামা পেছন দিকে ছেঁড়া হয় তাহলে দোষী জুলাইখা; এতে বোঝা যাবে ইউসুফ যখন পালাচ্ছিল তখন পেছন থেকে ইউসুফকে ধরতে গিয়ে জুলাইখার জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। মন্ত্রী তখন তাকিয়ে দেখল, জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া; ফলেসে জুলাইখাকে শাসিয়ে বলল, নিশ্চয় এটি তোমার ষড়যন্ত্র। তোমরা নারীদের ষড়যন্ত্র ভীষণ ভয়ানক। তুমি তোমার অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করো। যদিও তারা ছিল মূর্তিপূজক; কিন্তু এতটুকু তারা বুঝত যে, কেউ গুনাহ করলে ক্ষমাকারী একমাত্র লা-শারিক আল্লাহ। তাই সে জুলাইখাকে তার অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করতে বলেছে। আর ইউসুফকে বলল, তুমি বিষয়টি নিয়ে আর কথা বলো না-কেননা, এসব বিষয় ফাঁস করা ভালো নয়।

কিন্তু ঘটনা শেষ পর্যন্ত গোপন থাকেনি, শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের নারীরা বিষয়টি নিয়ে পুরোদমে আলোচনা-সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে যে, জুলাইখা এক যুবকের প্রেমে মজে আছে। জুলাইখাকে নিয়ে এমন আলাপ-আলোচনা তার আত্মত্মসম্মানে লাগল। ফলে সে অবস্থার নাজুকতা বোঝানোর জন্য শহরের মহিলাদের ডেকে পাঠাল। কুরআনুল কারিমে বিষয়টি এভাবে আলোচিত হয়েছে যে-

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرٰىهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ اعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ أٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَه أَكْبَرْنَه وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّه عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُونًا مِّنَ الصّٰغِرِينَ، قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِينَ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهِ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم. ُ

নগরে কতিপয় নারী বলল, আজিজের স্ত্রী তার যুবক দাস থেকে অসৎ কর্ম কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল, এদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিলো এবং ইউসুফকেবলল, তাদের সামনে বের হও। এরপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার গরিমায় অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য। এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশতা। সে বলল, এই সে-যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তো তা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইউসুফ বলল,

হে আমার প্রতিপালক, এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। এরপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে এদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৩০-৩৪]

কারাগারে ইউসুফ আ. ও দুই যুবক:

ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে নাবওয়া ও খাব্বাজাহ নামে আরও দুজন যুবক ছিল-যাদেরকে বাদশার হুকুম না মানার অজুহাতে কারান্তরিন করা হয়েছিল। এদের একজন ছিল সাকি; তার নাম নাবওয়া, অন্যজন ছিল পাচক বা খাদ্যসেলার। তারা উভয়েই ইউসুফ আলাইহিস সালামের মার্জিত আচরণ, একনিষ্ঠ ইবাদত, সৃষ্টির প্রতি সদাচার, কথা ও কাজে সামঞ্জস্য ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। একরাতে দুজনেই স্বপ্ন দেখে। একজন দেখে, একটি আঙুর গাছের একটি ঢালে ঝুলে আছে তিন তিনটি থোকা, সে সেখান থেকে আঙুর সংগ্রহ করে জুস বানিয়ে বাদশার পেয়ালায় করে তাকে পান করতে দিচ্ছে। অপরজন স্বপ্ন দেখল, তার মাথার ওপর একটি খাবারের পাত্র। পাত্রের মধ্যে রুটি। ওপর থেকে পাখিরা সেগুলো নিয়ে খেয়ে ফেলছে। এতদিনের সুধারণার ফলে দুজনই ইউসুফের কাছে গেল তাদের স্বপ্নের ব্যাখা জানার জন্য।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে তাদের সামনে একটি ভূমিকা পেশ করলেন। ভূমিকায় তিনি তাঁর স্বপ্ন ব্যাখ্যার যোগ্যতার রহস্য খুলে বলেন। জানালেন, এটি আমার নিজের অর্জিত কিংবা কেবলই ব্যক্তিগত কোনো বিশেষ যোগ্যতা নয়-বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা। পাশাপাশি তিনি তার নিজের একটি পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন, আমি এক আল্লাহয় বিশ্বাস করি। আমি মুমিন। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইয়াকুব, ইসহাক ও ইবরাহিমের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাকে আমার রব শুধু স্বপ্নব্যাখ্যা নয়, আরও অনেক কিছু দিয়েছেন। ফলে আমি চাইলে তোমাদের খাবার-দাবার বিষয়েও বলে দিতে পারি- তোমাদেরকে তা দেওয়ার আগেই। স্বপ্নব্যাখ্যা তো জানিই। এসব কিছু আল্লাহ প্রদত্ত। তাই আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা বেমানান। যারা আল্লাহকে মানে না আমি তাদেরকে এড়িয়ে চলি। আচ্ছা, তোমরাই বলো শুনি, নানান কিসিমের অনেক প্রভু উত্তম না কি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?এভাবে তিনি তাদেরকে দ্বীনে হানিফ তথা সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং মূর্তি ও প্রতিমা পূজার অসাড়তা তাদের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন, এগুলো

তো এমন কিছু- যাদের নাম পর্যন্ত তোমাদের পূর্বপুরুষগণ রেখেছে। সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে লা-শরিক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তারই ইবাদতে নিমগ্ন হও।

তিনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা সরাসরি না দিয়ে আগে এই নাতিদীর্ঘ আলোচনা এজন্য পেশ করলেন যে, তাদের জন্য স্বপ্নের ব্যাখ্যার চেয়ে দ্বীনকে জানা বেশি। প্রয়োজন; এবং এটি এমন একসময়-যখন তাদের ওপর কথাগুলোর প্রভাব পড়বে। সবশেষে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, তোমাদের একজন মুক্তি পাবে। এবং রাজদরবারে তার সাকির (শরবত পান করানেওয়াল) চাকুরি হবে। অন্যজনের শাস্তি কার্যকর হবে। তাকে দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। পরে দেখা গেল, তাঁর ব্যাখ্যামতোই তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হলো। তিনি যাকে বলেছিলেন, মুক্তি পেয়ে সাকির কাজ পাবে-তার জন্য এমনটাই রায় হলো। যাকে বলেছিলেন, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে-তাকে ঠিকই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন যে লোকটি মুক্তি পাওয়ার স্বপ্ন দেখল তাকে বললেন, তুমি যখন কারাগার থেকে মুক্ত হবে এবং রাজদরবারে তোমার চাকুরি হবে, আমার বিষয়টি বাদশাহকে জানাবে যে, আমি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কারাভোগ করছি। কিন্তু লোকটি মুক্তি পাওয়ার পর ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা ভুলে গেল। শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো। ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকলেন। কুরআনুল কারিমে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কারাবাসের সুস্পষ্ট মেয়াদকাল উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে, কয়েক বছর। আর এই সময়কাল বোঝানোর জন্য যে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে- এটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা নির্দেশ করে। ফলে মুফাসসিরিনে কিরাম লিখেন, ইউসুফ আ. নয় বছর বা সাত বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যকার কোনো একটি সময়কাল কারান্তরিন ছিলেন। কারও মতে সেটি বারো বছর। তবে মশহুর কওল অনুযায়ী সাত বছর তিনি কারাগারে থেকেছেন।

ইউসুফ আ.-এর কারামুক্তি ও মন্ত্রিত্ব লাভ:

' নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম জুলাইখার আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণে ক্ষিপ্ত জুলাইখার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজিজে মিশর কিতফির তাকে কারাবন্দি করে রাখে। টানা সাত বছর কারাগারে মানবেতর জীবনযাপন করার পর মুক্তির সোনালি সূর্য উদিত হয়। মিশরের বাদশাহর একটি আচানক স্বপ্ন তার মুক্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। ইতিপূর্বে কারাগারে থাকা যুবক ততদিনে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে। পরে যখন মনে পড়ল, এর মধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সাত-সাতটি বছর।,

বাদশাহর স্বপ্ন:

মিশরের বাদশাহ রাইয়ান ইবনু ওয়ালিদ ইবনু সারওয়ান ইবনু আরাশা ইবনু ফারান ইবনু আমর ইবনু আমলাক ইবনু লাউজ ইবনু সাম ইবনু নুহ স্বপ্ন দেখল, তিনি একটি নদীর কিনারে দাঁড়ানো। এমন সময় নদী থেকে সাতটি মোটা-তাজা গাভী উঠে সেখানকার একটি বাগানো ঢুকে পড়েছে। অতঃপর দেখলেন, আরও সাতটি শীর্ণকায় গাভী উঠে আসছে এবং এগুলো প্রথমে পূর্বের গাভীগুলোর চার পাশে চক্কর দিয়ে এদের সাথে মিশে গেছে এবং একপর্যায়ে এগুলোর ওপর হামলে পড়ে সবগুলোকে খেয়ে ফেলছে। স্বপ্ন দেখে বাদশাহর ভয় জেগে উঠল। পরে যখন ঘুমাল আবারও স্বপ্ন দেখল; স্বপ্ন ভিন্ন হলেও বিষয় ঠিক আগের মতোই। তিনি দেখলেন, একটি শাখায় গমের সাত-সাতটি তরতাজা শিষ পাশেই আরেকটি শাখায় সাত-সাতটি শুষ্ক শিষ। এবারও দেখলেন, দ্বিতীয়গুলো প্রথমগুলোকে খেয়ে ফেলছে। বাদশাহ আবারও জেগে উঠলেন। এবং তার মন্ত্রী পরিষদে স্বপ্নটি উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। পরিষদ স্বপ্নটাকে অহেতুক বলে এড়িয়ে গেল। তারা বলল, এমন বেহুদা স্বপ্নের তাবির আমরা করি না। বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা যখন কেউ করছিল না, তখন ইউসুফআলাইহিস সালামের সাথে কারাগারে থাকা লোকটির তাঁর কথা মনে পড়ল। সে বলল, আমার জানামতে একজন লোক আছে, যে স্বপ্নের খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করতে জানে। বাদশাহ অনুমতি দিলে আমি একবার তার কাছে যেতে চাই। লোকটি তখন সরাসরি ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বাদশাহর স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে এর ব্যাখ্যা করে দেওয়ার অনুরোধ জানাল। অনুরোধের এক ফাঁকে বলল, আপনি ব্যাখ্যাটা করে দিন-মানুষ যেন আপনার বিষয়ে জানতে

পারে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোনোরকম বনিতা না করে সোজাসাপ্টা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। সে সাথে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বাদাশাহকে আগামী দিন সম্পর্কে যে বিষয়ে অবহিত করলেন এর একটি সুন্দর প্রক্রিয়াও বলে দিলেন। তিনি বললেন, বাদশাহর স্বপ্নের তাবির হলো, মিশরে আগামী সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে এবং এর পর সাত বছর দুর্ভিক্ষ চলবে এবং সামনের দিনের দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে হলে প্রথম দিকের শস্যদানাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় হিফাজত করে রাখতে হবে-যেন অভাবের দিনে এসব দিয়ে চলা যায়। লোকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে নিয়ে বাদশাহর দরবারে হাজির হলো। বাদশাহ তখন স্বপ্নের এমন গুরুত্বপূর্ণ তাবিরকারীকে তার কাছে হাজির করতে বললেন। সে মতে লোকটি আবার কারাগারে আসল এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বাদশাহর ইচ্ছামতো তাকে রাজ-দরবারে নিয়ে যাওয়ার

কথা জানাল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম এমন ঘোষণায় কোনোরকম প্রতিক্রিয়া না দেখিয় বাদশাহর দূতকে বললেন, তুমি গিয়ে বাদশাহকে বলল, ওই বিষয়টি আগে শেষ করতে-যে মিথ্যা অজুহাতে আমাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। তার আগে সমাধান হোক পরে কারাগার থেকে বের হব। এতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি বাদশাহর আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তিনি জুলাইখা ও তার সাথিদেরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, সত্য করে বতো তো দেখি- আসলেই কি ইউসুফ কোনো অন্যায় করেছিল? জবাবে আজিজ পত্নী বলল, নিরেট সত্য এটাই যে, আসলে শুরু থেকেই ইউসুফ সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল, আমিই বরং তার প্রতি দুর্বল হয়ে তাকে উত্যক্ত করেছিলাম। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, বিষয়টি এমনই; সুতরাং জেনে রাখা চাই, আমি অগোচরে তার খিয়ানত করিনি। কেননা, খিয়ানতকারী প্রতারকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, আমি তার অগোচরে খিয়ানত করিনি-কথাটি জুলাইখার। অর্থাৎ সে বলতে চাচ্ছে, হে আমার স্বামী, বিশ্বাস করুন, আমি কেবল ইউসুফের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে প্ররোচিতই করেছিলাম। আপনার অগোচরে কোনোফাহেশা কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়নি। সে আরও বলল, আমি আমার নিজের ব্যাপারে পুত ও পবিত্রতা জাহির করছি না। নফস আদতেই পাপের প্রতি ধাবিত। তবে আল্লাহ যার ওপর রহম করেন সেই বেঁচে থাকতে পারে, নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু ও অত্যন্ত মেহেরবান। কারও কারও মতে এই কথাগুলো নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন। তবে কথাগুলো জুলাইখার হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলাই এ বিষয়ে ভালো জানেন।/

বাদশাহ ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও জুলাইখার মাঝে ঘটে যাওয়া বিষয়ের আদি-অন্ত শুনে এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের সত্যবাদিতা সারল্য ও ব্যক্তিত্ব দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে পড়েন। অতঃপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের ফেলে আসা জীবন সম্পর্কে শুনে তার পুত-পবিত্র জীবনযাপনের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হয় এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পেছনের ফেলে আসা জীবনের উপর সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এখন থেকে আপনি আমার একান্ত আপনজন বলে গণ্য হবেন। আপনি ভয় পাবেন না, আপনি এখন থেকে নিরাপদ ও সম্মানজনক স্থানে আছেন। কেউ আপনার কোনো রকম ক্ষতি করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে বিষয়টিকে এভাবে পেশ করা হয়েছে-

وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونَى بِه اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِينٌ ، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُوْن.

রাজা বলল, ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে আসো; আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। এরপর রাজা যখন তার সঙ্গে কথা বলল তখন রাজা বলল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল, আস্থাভাজন হলে। ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধনভান্ডারের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ। এভাবে ইউসুফকে আমি সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে সেদেশে যেথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। যারা
মুমিন এবং মুত্তাকি তাদের আখেরাতের পুরস্কারই উত্তম।। সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৪-৫৭)

ইউসুফ আলাইহিস সালামের বয়স তখন ত্রিশ বছর। মিশরের বাদশাহ তাকে সর্বোচ্চ সম্মানের জায়গায় স্থান দিলেন। তাকে বাদশাহি পোশাক পরিধান করালেন। রাষ্ট্রীয় আংটি পরানো হলো তার হাতে, এবং বাদশাহর সিংহাসনের পাশেই আরেকটি আসন তৈরি করে সেখানে বসতে দেওয়া হলো তরুণ ইউসুফকে। অতঃপর বললেন, জানো, ইউসুফ তোমার থেকে শুধু এই সিংহাসনটি ছাড়া আর কোনোভাবেই সম্মানি নই আমি। তবুও ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আরেকটু পরখ করে দেখার জন্য বাদশাহ তার সাথে কিছু আলাপ আলোচনা করলেন। আলাপে সত্তরটি ভাষায় কথা বললেন, বাদশাহ সত্তরটি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে। আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব সেই ভাষায় প্রদান করলেন-ঠিক যে ভাষায় বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করেছে। এতে বাদশাহ ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি এতটাই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হলো যে, গোটা মিশরের কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দিতে চাইলেন; কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে খাদ্য বিভাগের কর্তৃত্ব দান করুন, আমি এটি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারব। এ বিষয়ে আমি বিজ্ঞ। বাদশাহ তাকে এই দায়িত্ব তো দিলেনই-সাথে তাকে বিয়ে দিলেন মিশরের সম্ভ্রান্ত এক নারীর সাথে। কারও কারও মতে আজিজে মিশর কিতফিরকে বরখাস্ত করে বাদশাহ সে পদে ইউসুফকে অধিষ্ঠিত করলেন। কারও মতে কিতফির ততদিনে মারা গিয়েছে, ফলে তার শূন্যপদে ইউসুফকে বসানো হয় এবং বিধবা জুলাইখার সাথে বিয়ে পড়ানো হয়। সেখানে এই কথাও লেখা হয় যে, বিয়ে-পরবর্তী সময় হজরত ইউসুফ জুলাইখাকে পান একজন অটুট সতিত্বপূর্ণ নারী। কারণ হিসেবে বলা হয়-কিতফির তার স্ত্রীর সংশ্রবে আসত না। জুলাইখার গর্ভে ইউসুফ আলাইহিস সালামের দুটি সন্তান জন্মলাভ করে।

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে রাষ্ট্রীয় এ আসনে বসানোর দিকে ইশারা করেই আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

এভাবে ইউসুফকে আমি সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেদেশে যেথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। [সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৬]

ফলে সেদিন গোলাম হয়ে মিশরে প্রবেশ করা বালক আজ মিশরের মন্ত্রীত্বের আসন অলংকৃত করে। এটাই আল্লাহ তাআলার হিকমাহ। তিনি যা চান, যেভাবে চান-তাই করেন।

✿ হযরত আইয়ুব (আ) ✿

মুফাসসির ও ঐতিহাসিক উলামায়ে কিরাম লেখেন, নবি হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম ছিলেন প্রচুর সম্পদশালী মানুষ। ধন-সম্পদের সকল প্রকার মালামাল তার ছিল। কী পশু, কী গোলাম বাঁদি, কী চাষী জমি, কী অনাবাদী জমি, কোনোটারই অভাব ছিল না তাঁর। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সকল ধরনের সম্পদ ছিল। ছিল অনেক সন্তানাদি, পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন। অতঃপরএকসময় আল্লাহ তাআলা তার থেকে এর সবকিছুই নিয়ে যান। তিনি হয়ে পড়েন একদম রিক্তহস্ত এবং তার শরীরে বাসা বাঁধে নানান কিসিমের রোগবালাই। রোগব্যাধিতে এ পরিমাণ আক্রান্ত হন যে, তার মন ও জিহ্বা ব্যতীত পুরো শরীরের একটি লোমকূপ পর্যন্ত ভালো ছিলো না। সব কিছু আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এমন দুঃসময়েও তিনি জবানে আল্লাহর জিকির জারি রাখেন এবং ধৈর্যের সাথে দিনযাপন করেন। সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত হরদম জিকিরে মশগুল থাকেন। রোগের আধিক্যে অবস্থা এরূপ ধারণ করে যে, এক সময় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং মানুষ থেকে একা হয়ে পড়েন। একাকিত্ব এই পরিমাণে পৌঁছে যে, তিনি এলাকা পর্যন্ত ছাড়তে বাধ্য হন বা ছেড়ে দিয়ে জনমাবনহীন জঙ্গলে বসবাস করতে শুরু করেন। মানুষের সাথে তার সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবলমাত্র স্ত্রী ছাড়া তার পাশে আর কেউ থাকেননি।

এহেন দুর্দিনে স্বামীর অতীত স্মৃতিকে অবলম্বন করে, পেছনের দান অনুগ্রহ ও ভালোবাসাকে পুঁজি করে এবং তার সুদিনের আশায় জানপ্রাণ দিয়ে স্বামীর খিদমতে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু তিনি তো নারী, ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও আর্থিক অনটনে দিশেহারা প্রায়। শেষপর্যন্ত এক সময়ের রাজকীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মহিয়সী নারী অর্থের বিনিময়ে শ্রম করতে শুরু করেন। মানুষের ঘরবাড়ির কাজকর্ম করে স্বামীর সেবা আর নিজের খরচ চালাতে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা তার ওপর সন্তুষ্ট হোন। তিনিও বিত্তবৈভব আর সন্তানাদি হারানোর পাশাপাশি স্বামীর দুর্বোধ্য অসুস্থতায়ও ধৈর্য্যের পরিচয় দেন। একের পর এক সমস্যা আসতে থাকে, আর তিনি নিবিষ্ট মনে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলতে

থাকেন।

হাদিস শরিফে আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل وقال يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان فى دينه صلابة زيد في بلائه.

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবিগণ, এরপর সালিহিন এরপর স্তর অনুযায়ী। অন্যত্র বলেন, মানুষকে তার ধার্মিকতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়। ফলে যদি তার দ্বীনি আকিদাত বেশি হয় পরীক্ষাটাও হয় অধিক কঠিন। কিন্তু পরীক্ষা যতই কঠিন থেকে কঠিন হচ্ছিল, তিনি ততাঁই ধৈর্য, শুকরিয়া ও হামদিল্লাহ-এরমাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। শেষ পর্যন্ত সকল পরীক্ষাই তিনি

ওহহাব ইবনু মুনাব্বিহসহ আরও অনেকেই ইসরাইলি বর্ণনা নির্ভর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন নবি আইয়ুব আলাইহিস সালামের শারীরিক অসুস্থতা, সম্পদ ও সন্তান হারানোর বিষয় নিয়ে। এসবের সত্যতা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

হজরত মুজাহিদ রাহ. বলেন, আইয়ুব আলাইহিস সালাম প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ধৈর্যের চূড়ান্ত পরিক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।

আইয়ুব আলাইহিস সালামের অসুস্থতার সময়কাল নিয়ে বেশকিছু মতামত পরিলক্ষিত হয়। ওহহাব-সহ আরও অনেক মনীষীর মতে তিনি পূর্ণ তিন বছর অসুস্থ ছিলেন, এর কম না বেশিও না। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাত বছর কয়েক মাস অসুস্থ ছিলেন, তখন তাকে বনি ইসারাইলের ভাগাড়ে রাখা হয়, তার শরীরে নানান কিসেমের পোকা-মাকড় কিলবিল করত, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করে দেন এবং তার ধৈর্যের তারিফ করেন।

হুমাইদ বলেন, তাঁর অসুস্থতার সময়কাল ছিল আঠারো বছর, ইমাম সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার শরীর থেকে গোশত খসে পড়েছিল, গায়ে হাড় এবং শিরা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর স্ত্রী তখন ছাই এনে বিছিয়ে এর ওপর তাঁকে শুইয়ে রাখতেন। দীর্ঘদিন এমন অবস্থায়

থাকার পর একদিন স্ত্রী বললেন, আপনি যদি আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির দুআ করতেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিতেন। জবাবে তিনি বললেন, 'দেখো, সত্তরটি বছর আমি সুখ শান্তিতে এবং সুস্থ ছিলাম, সেই তুলনায় এটি তো সামান্য কদিনের অসুস্থতা, আমি কি এটুকু ধৈর্যও ধারণ করব না? অসুস্থতা সত্তর বছর হলেও তো কম হবে। এই আলোচনা তখন হয়েছিল যখন তিনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং স্ত্রী মানুষের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে দিনগুজরান করছিলেন।

এরপর একটা সময় এলো মানুষ আইয়ুব আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে ঘরের কাজেও আর ডাকে না। তাদের ধারণা, আইয়ুব ছোঁয়াছে রোগ-ভাইরাসে আক্রান্ত, আর তার স্ত্রী তার পাশেই থাকে; সুতরাং তার মাধ্যমে তারাও আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। স্ত্রী যখন কোনো কাজ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তখন জীবনধারনের প্রচণ্ড প্রয়োজনে তার মাথায় থাকা দুটি চুলের খোপা-বেণি থেকে একটি বিক্রি করে সেদিনের মতো পবিত্র খাবার সংগ্রহ করেন। খাবার নিয়ে ঘরেফিরলে আইয়ুব আলাইহিস সালাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আজকের এই খাবার তুমি পেলে কোথায়? তিনি সত্যটা বলতে অপছন্দ করলেন (শোনার পর স্বামী যদি কষ্ট পান-এই ভেবে), বললেন, মানুষের বাড়িতে কাজ করে এসব সংগ্রহ করেছি। দ্বিতীয় দিন কাজ না পেয়ে দ্বিতীয় খোপাটিও বিক্রি করে দেন। দ্বিতীয় দিন আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেন, এই খাবার কোত্থেকে কীভাবে সংগ্রহ করছ-তা না বললে আমি খানা মুখে দেবো না: এই বলে কসম খেয়ে ফেলেন। ফলে তিনি সত্য বলতে বাধ্য হন এবং মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে দেখান যে তিনি চুলের বেণি বিক্রি করে এই দুদিন খাবার জোগাড় করেছেন। তিনি স্ত্রীর মাথার চুল কাটা দেখে খুব কষ্ট পেলেন এবং তখনই আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন-

رب إنى مسنى الضر وانت أرحم الراحمين.

হে আল্লাহ আমি কষ্টে জর্জিত হয়ে পড়েছি, অথচ আপনি পরম দয়ালু

ও অত্যন্ত মেহেরবান।

ইবনু আবি হাতিম তার পিতার সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনু উমায়ির থেকে বর্ণনা করে বলেন, হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের কয়েকজন ভাই ছিল। (সম্ভবত এরা প্রতিবেশী এবং খুব ঘনিষ্ট স্বজন। - অনুবাদক) একদিন তারা আইয়ুব আলাইহিস সালামের কাছে এলো, কিন্তু তার শরীরের দুর্গন্ধের কারণে তারা কাছে ভিড়তে পারেনি; ফলে তারা দূরে দাঁড়িয়ে আইয়ুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিরোপ মন্তব্য করতে শুরু করে। তাদের একজন বলল,

'আল্লাহ তাআলা যদি আইয়ুবের কল্যাণ চাইতেন তাহলে তাকে এই কঠিন রোগে নিপতিত করতেন না। কথাটি শোনে আইয়ুব আলাইহিস সালাম প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন, এমন কষ্ট তিনি ইতিপূর্বে কখনো পাননি। ফলে তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ, আপনি যদি জানেন যে আমি কোনো রাত পরিতৃপ্ত অবস্থায় পার করিনি, অথচ আমি ক্ষুধা সম্পর্কে অবগত; তাহলে আজকে আমাকে সত্যায়ন করুন। সাথে সাথে আকাশ থেকে তার সত্যায়ন করা হলো এবং এটি ওই দুজন লোকও শোনতে পেল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আপনি যদি জানেন যে, আমার কখনো দুটি জামা ছিল না, অথচ আমি পর্দা- জরুরি পোশাক সম্পর্কে অবগত ছিলাম-তাহলে আমাকে সত্যায়ন করুন। তখন আবারও আকাশ থেকে তাকে সত্যায়ন করা হলো এবং তারা উভয়ে তা শুনতে পেল। অতঃপর তিনি বললেন, আপনার ইজ্জতের কসম; এটুকু বলে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং বলেন, আপনার ইজ্জতের কসম হে আল্লাহ, আমিসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তুলব না। অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে পড়েই মাথা ওঠালেন। ✓

অসুস্থতার সময়টায় তিনি নিজের প্রয়োজনে বের হতেন। অতঃপর হাজত সারা হলে স্ত্রীর হাত ধরে ধরে ঘরে-থাকার জায়গায় ফিরতেন। একদিন স্ত্রীর দেরি হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে ওহি পাঠালেন-

اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

তোমার পা দিয়ে (মাটিতে) আঘাত কর (দেখবে) এখানে স্বচ্ছ সুপেয় পানি।

নির্দেশ পেয়ে পা দিয়ে আঘাত করতেই প্রথমে ঝাপসা ও পরে একটি স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা দেখতে পেলেন। তিনি এর পানি দিয়ে হাতমুখ ধুলেন ফলে আল্লাহ তাআলা কুদরতিভাবে তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দিলেন। তিনি পূর্বের রূপ আর বয়সও ফিরে পেলেন। এদিকে একটু পর স্ত্রী এসে অচেনা এক মানুষ দেখতে পেয়ে বিস্ময়ভরা চোখে বললেন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি কি এখানে অসুস্থ আল্লাহর নবিকে দেখতে পেয়েছেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম, তিনি সুস্থ থাকতে তাঁকে ঠিক আপনার মতোই দেখাত। লোকটি জবাব দিলো, আমিই সে।

আইয়ুব আলাইহিস সালামের শস্য মাড়াইয়ের জন্য দুটি উঠান ছিল। একটায় তিনি গম মাড়াই করতেন অন্যটায় যব। (তিনি সুস্থ হওয়ার পর) আল্লাহ তাআলা দুটো মেঘ খণ্ড পাঠালেন, একটি ছিল স্বর্ণের গম বিশিষ্ট মেঘ অপরটি ছিল রুপার যব বিশিষ্ট মেঘ। অতঃপর স্বর্ণের

মেঘখণ্ড থেকে স্বর্ণ ঝরে পড়ে উঠান ভরে গেল আর রুপার মেঘখণ্ড থেকে রুপা ঝরে পড়ে উঠান ভরে গেল।

ইবনু আবি হাতিম ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সুত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করান। তিনি সেগুলো পড়ে ঝরনার কিনারে বসে থাকেন। স্ত্রী তাকে দেখে চিনতে পারেননি। ফলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর বান্দা, এখানে একজন নবি ছিলেন, অসুস্থ শরীর, তিনি কোথায় গেলেন? তার কোনো বিপদ হয়নি তো, জঙ্গলের বাঘ তাকে নিয়ে যায়নি তো। আমি তো একটু আগেও তার সাথে কথা বলেছি, আপনি দেখেননি তাকে? আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেন, কী আশ্চর্য, তুমি চেনোনি আমাকে? আমিইতো আইয়ুব। স্ত্রী বললেন, আপনি আমার সাথে মশকরা করছেন? আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেন, ধ্বংস হোক তোমার- আমিই আইয়ুব। আল্লাহ আমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।
হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন।

ওহহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, আল্লাহ তার কাছে ওহি পাঠালেন, আমি তোমার পরিবার-পরিজন এবং ধনসম্পদ সব ফেরত দিচ্ছি আগের সমপরিমাণে; তুমি এই পানি দিয়ে গোসল করো এতে তোমার সুস্থতা লুকায়িত। তুমি তোমার সাথিদের নিকট যাও এবং তাদের জন্য দুআ করো। কেননা, তারা তোমার অবস্থার কারণে আমার অবাধ্যতা করছে।

ইবনু আবি হাতিম আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আইয়ুব আলাইহিস সালামকে সুস্থতা দান করে তার ওপর স্বর্ণের ফড়িং বৃষ্টি নামান। আইয়ুব আলাইহিস সালাম তখন নিজের হাত দিয়ে স্বর্ণের ফড়িং ধরে ধরে পরনের কাপড়ে কোচর ভরতে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, আইয়ুব, আমি তোমাকে যা দিয়েছি এতে তুমি সন্তুষ্ট নও? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ আপনার রহমতে কি কেউ পরিতৃপ্ত হয় (এমন কি হয় যে, আপনার রহমত তার আর দরকার সেই)। অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, আমি কি তোমাকে যথেষ্ট পরিমান ধন-সম্পদ দান করিনি? আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ আপনার দান থেকে বিমুখ হওয়ার মতো কেউ কি আছে?

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুত্রে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আইয়ুব আলাইহিস সালাম খালি গায়ে গোসল

করছিলেন-এমন সময় একঝাঁক স্বর্ণের ফড়িং ঝরে পড়ল, তিনি এগুলো জমা করে কোচর ভরতে শুরু করলেন। আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন, আইয়ুব, আমি কি তোমাকে এমনতর সম্পদ দ্বারা প্রাচুর্য দিইনি? তিনি বললেন, আপনার বরকত থেকে পরিতৃপ্ত হতে পারি না আল্লাহ।

আইয়ুব আলাইহিস সালামকে যখন বলা হলো, পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করো তিনি আদেশ পালন করেন। সাথে সাথে স্বচ্ছ জলের ফোয়ারা দেখতে পান তিনি। যা শীতল ও সুপেয়। আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে পানি পান করতে ও তা দিয়ে গোসল করতে নির্দেশ করেন; এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকেদুঃখ-কষ্ট যাতনা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অসুস্থতা থেকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন। তিনি তাকে পূর্ণ সৌন্দর্য ও সম্পদ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিলেন। সম্পদে প্রাচুর্যতা হেতু তার ওপর স্বর্ণের ফড়িং বৃষ্টি নাজিল করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

و آتيناه أهله ومثلهم معهم.

আমি তাকে পরিবার দিলাম এবং তার মতো আরও।

কেউ কেউ বলেন, পূর্বের সন্তনাদিকে পূণর্জীবন দান করলেন। কারও মতে এর প্রতিদান দিলেন। এটি ছিল আল্লাহর বিশেষ দয়া ও ফজলের নমুনা। এবং একই সাথে এটি ভবিষ্যতে ধন-সম্পদ ও শারীরিক অসুস্থতায় নিপতিত হওয়া মানুষের জন্য অপূর্ব এক আদর্শ। তিনি কীভাবে তার বান্দাদের পরীক্ষা করেন, আবার উদ্ধার করেন।

আইয়ব আলাইহিস সালামের স্ত্রীর নাম ছিল রাহমাহ- 'রাহমাতাম-মিন ইন- দিনা' আয়াতাংশ থেকে এই নাম (প্রচলনে রহিমা হিসেবে জেনে আসছে মানুষ। - অনুবাদক)। হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তার যৌবন ফিরিয়ে দেন এবং পূর্বের চেয়ে আরও মজবুত তারুণ্য দান করেন। ফলে তার গর্ভে ছাব্বিশ জন কেবল পুত্রসন্তানই জন্মলাভ করে। আইয়ুব আলাইহিস সালাম অসুস্থতার পর আরও সত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। তখন তিনি দ্বীনে হানিফের ওপর অবিচল ছিলেন। বসবাস করতেন রোমে। পরে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন-

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ به وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّه أَوَّاب.

আমি তাকে আদেশ করলাম, একমুষ্টি তৃণ লও এবং তা দিয়ে আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে। সে ছিল আমার অভিমুখী।। সুরা সোয়াদ, আয়াত।

৪৪]

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দা ও রাসুল হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের বিশেষ একটি শপথ পূরণের কথা বলা হয়েছে। যা তিনি অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীর ওপর প্রয়োগ করার কসম খেয়েছিলেন। এই কসম তিনি স্ত্রীকর্তৃক চুলের খোপা বিক্রির জন্য খেয়েছিলেন। কারও মতে তিনি আইয়ুবের চিকিৎসার জন্য শয়তানকে বাছাই করেছিলেন (যে ডাক্তারের ছদ্মবেশে এসেছিল); কিন্তু আউয়ুব আলাইহিস সালাম ঠিক চিনতে পেরেছিলেন যে চিকিৎসকরূপী এই লোকটি আসলে শয়তান। তখন তিনি স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ করেন। পরে তিনি যখন সুস্থ হলেন আল্লাহ তার শপথ পূরণ করতে বললেন এবং এর জন্য তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। খুব চিকন সাইজের বিশেষ রকমের একশত ফিতা-চাবুক একসাথে করে তা দিয়ে একটি আঘাত করেন এবং এটাকেই একশত বেত্রাঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কৌশল ইখতিয়ার করার ফলে আঘাত যেমন বেশি করতে হয়নি তেমনি কসমও পূর্ণ হয়েছিল।

ইবনু জারির তাবারি-সহ ঐতিহাসিকরা লেখেন, হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম তিরান্নব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। কারও মতে তিনি এরচেয়ে আরও লম্বা হায়াত পেয়েছিলেন।

তিনি ইনতিকালের পূর্বে ছেলে বশর ইবনু আইয়ুবকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যিনি তার পরে তার দাওয়াতি কর্ম জারি রাখেন। অধিকাংশ মানুষের ধারণা আইয়ুব আলাইহিস সালামের সেই ছেলেই হলো জুলকিফল। তিনি দাওয়াতের কাজের ওপর অবিচল থেকেই ইনতিকাল করেন। অনেকের মতে তিনিও নবি ছিলেন এবং পঁচাত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

কওমে ইয়াসিন-এর ঘটনা

সুরা ইয়াসিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কওমে ইয়াসিন সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ، قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ، وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ، قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالُوْا طَابِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوْنَ، وَ جَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يُقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ، وَ مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ، وَاتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُوْنِ، إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ، إِنِّي أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ، قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يُلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِينَ، إِنْ كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَمِدُونَ، يُحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُون. َ

তাদের নিকট বর্ণনা করো এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাদের নিকট এসেছিল রাসুলগণ। যখন এদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দুজন রাসুল, তখন তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, এরপর আমি

তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দিয়ে। তারা বলেছিল, আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তারা বলল,

তোমরা আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবলই মিথ্যা বলছ। তারা বলল, আমাদের

প্রতিপালক জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। তারা বলল, আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। তারা

বলল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সঙ্গে; এটা কি এজন্য যে,আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুত তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো।সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসুলদের অনুসরণ করো;

অনুসরণ করো তাদের-যারা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত। আমার কি যুক্তি আছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হব আমি তাঁর ইবাদত

করব না? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে এদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং এরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার

কথা শোনো। তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলে উঠল, হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত-কীরূপে আমার
প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

[সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ১৩-৩০]
আমি তার পরে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না। তা ছিল কেবল এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরিতাপ বান্দাদের জন্য; তাদের নিকট যখনই কোনো রাসুল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।

অধিকাংশ মুফাসসির এবং পূর্ব ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম মনে করেন, কওমে ইয়াসিন হলো আন্তাকিয়ার অধিবাসী। ইবনু ইসহাক হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও কাব আহবার এবং ওহহাব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে, তেমনই বুরাইদা ইবনু খুসাইব, ইকরামা, কাতাদা, জুহরি প্রমুখ মনীষা থেকে বর্ণনা করেন, আন্তাকিয়ার শাসক ছিল আন্তিখাস ইবনু আন্তিখাস এবং সে ছিল মূর্তিপূজারি। আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট সাদিক, মাসদুক ও শালুম নামক তিন জন রাসুল প্রেরণ করেছিলেন।

ওহহাব, ইবনু সুলাইমান, শুয়াইব আল-জাব্বায়ি থেকে ইবনু জারির লেখেন, রাসুলগণের নাম হলো-শামউন, ইউহান্না ও বুলিস; আর এলাকার নাম আন্তাকিয়া।

মূলত এটি একদম দুর্বল মত। কেননা, আন্তাকিয়া হলো হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনয়নকারী প্রথম শহর। তিনি তাদের কাছে তার তিন জন হাওয়ারিকে প্রেরণ করলে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এটি খ্রিষ্টানদের প্রধান চারটি শহরের একটি। বাকিগুলো হলো-আলকুদস, ইসকান্দারিয়া ও রোম। এরপর তাদের গুরুত্বপূর্ণ শহর হলো কুসতুনতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপল। তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো জাতি বা দেশ নয়, অথচ কওমে ইয়াসিনকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি কুরআনে তাদের আলোচনার শেষে বলা হয়েছে-

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ الحَمدُوْن. َ

তা ছিল কেবলই এক নিনাদ, ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তবে বর্ণনার সমন্বয় এভাবেও করা সম্ভব, তাদের কাছে যখন প্রথম রাসুল পাঠানো হয়েছিল তখন তারা রাসুলদের অস্বীকার করে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এরপর দীর্ঘদিন পর যখন শহরটি আবার আবাদ হয় এবং ঈসা আলাইহিস সালাম তার হাওয়ারিদের পাঠান তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।কওমে ইয়াসিনের আলোচনায় বলা হয়, এক লোক শহর থেকে দৌড়ে এসে নবিদের ওপর ইমান আনার কথা বলে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস আনার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলে, তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কাছেই আবার ফিরে যেতে হবে; সুতরাং তার ইবাদত না করার কোনো যৌক্তিকতা নাই। এমনটি হলে তো আমি পরিষ্কার গুমরাহ হয়ে যাব। অতঃপর সে রাসলদের উদ্দেশ্য করে বলে-
اني امنت بربكم فاستمعون.

আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি আপনাদের রবের ওপর ঈমান এনেছি।

কারও মতে এটি সে তখন বলেছিল যখন তার কওম তাকে হত্যা করতে উদ্ধত হয়েছিল। কওমে ইয়াসিনের লোকটির নাম ছিল হাবিব ইবনু মারি। কারও মতে সে ছিল কাঠমিস্ত্রী, কেউ বলেন তাঁতি, কেউ বলেন মুছি, কেউ বলেন ধোপা। তাকে হাবিব নাজ্জারও বলা হয়।

হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হাবিব ইবনু নাজ্জার ছিল অত্যন্ত দানশীল মানুষ। সে তার ইমানকে গোপন করে রেখেছিল। সেখানকার একটি গুহায় ইবাদত-বন্দেগি করত। যখন নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করে তখনই তার কওম তাকে হত্যা করে। এই দানশীলতার বদৌলতে আল্লাহ তার মৃত্যুর সময়ই ঘোষণা করলেন-তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। আর তার কওমের এহেন ঔদ্ধত্য আচরণের কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمِدُونَ، لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَايَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُون.

আমি তার পরে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না। তা ছিল কেবল এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরিতাপ বান্দাদের জন্য-তাদের নিকট যখনই কোনো রাসুল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন, কওমে ইয়াসিন আমার রাসুলদের মিথ্যপ্রতিপন্ন ও আমার ওলিকে হত্যার পর তাদের ওপর আজাব ঢেলে দিলাম; এটি খুব ঘটা করে আসমান থেকে আবার

বাহিনী পাঠিয়ে নয়-মাত্র একটি চিৎকার, এতেই এরা সব নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৪৮-৫০/

মুফাসসিরিনে কিরাম বলেন, হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে তাদের বাসস্থানের প্রধান ফটকের দুদিকে হাত দিয়ে ধরলেন, অতঃপর দিলেন এক চিৎকার; এতেই তাদের কথাবার্তা ও নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। এসব কিছু প্রমাণ করে, আন্তকিয়া ও কওমে ইয়াসিন এক নয়-ভিন্ন। আন্তাকিয়াবাসী নবির ওপর ইমান এনেছিল, আর কওমে ইয়াসিন তাদের নিকট আসা রাসুলদেরকে অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

✿ হজরত ইউনুস (আ) ✿

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنُهُمْ إِلَى حِين.

তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী কেন এমন হলো না-যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি তাদের নিকট থেকে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। [সুরা ইউনুস, আয়াত: ৯৮।

সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَالَه وَ نَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُجِى الْمُؤْمِنِين.

এবং স্মরণ করো জুননুন-এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। এরপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল, 'তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।' তখন আমি তার

ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধারকরেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮)

সুরা সাফফাতে ইরশাদ করেন-

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَ هُوَ مُلِيْمٌ، فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ، فَنَبَذْنُهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ، وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ، وَ أَرْسَلْتُهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ.

ইউনুসও ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করো, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছাল, এরপর সে লটারিতে যোগদান করল এবং পরাভূত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো এর উদরে। এরপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ণ। পরে আমি তার ওপর এক লাউ গাছ উদ্গত করলাম, তাকে আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনকে উপভোগ করতে দিলাম। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ১৩৯-১৪৮)

সুরা কলমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَ هُوَمكظوم.

অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচরের মতো অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদ- আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। (সুরা কলম, আয়াত: ৪৮)

মুফাসসিরিনে কিরাম বলেন, আল্লাহ তাআপ হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসেল শহরের আহলে নিনুওয়ার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তাদের কুফর ও বক্রতায় বহাল থাকে। দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলতে থাকলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আজাবে গ্রেফতার করার কথা নবি ইউনুস আলাইহিস সালামকে জানান।

হজরত ইবনু মাসউদ, মুজাহিদ, সাইদ ইবনু জুবাইর, কাতাদা প্রমুখ মনীষা-সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আরও অনেক উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন তার আজাবের নমুনা পেশ করলেন নিনুওয়াবাসী প্রত্যক্ষ করল, সত্যি আজাব চলে আসছে। তারা ভয় পেয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে একান্ত অনুনয় বিনয় করে কাকুতি মিনতি শুরু করে দিলো। তাদের অপরাধবোধ জেগে উঠল এবং এর জন্য তারা লজ্জিত হয়ে তাদের স্ত্রী-সন্তান; এমনকি পশুপাখি নিয়ে সকলে মিলে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। এটি ছিল এক ভয়ঙ্কর সময়। তাদের এমন আত্মনিমগ্নতা ও রোনাজারি দেখে আল্লাহ তাআলার দয়া হলো, তিনি তাদের ওপর থেকে আজাব সরিয়ে নিলেন। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَلَوْ لا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الحيوة الدُّنْيَا وَ مَتَّعْلَهُمْ إلى حيني.

তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী কেন এমন হলো না-যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি তাদের নিকট হতে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম।। সুরা ইউনুস, আয়াত। ৯৮।

নিনুওয়া অধিবাসীর লোকসংখ্যা ছিল একলক্ষ। আল্লাহর আজাব প্রত্যক্ষ করার পর তারা সবাই ইমান গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আজাব থেকে হিফাজত করে আরও কিছুকাল দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সুযোগ দান করেন। কুরআনুল কারিমে তাদের সংখ্যা একলক্ষ বা এর কিছু বেশি বলা হয়েছে। কী পরিমাণ বেশি ছিল এ বিষয়ে মুফাসসিরিনে কিরাম বলেন ৩০ হাজার, কেউ বলেন ৪০ হাজার, কেউ বলেন ৭০ হাজার।

ইউনুস আ.-এর এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া:

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার পরও তারা যখন ইমান আনল না তখন তিনি তাদের ওপর রাগ করে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং জাহাজে চড়ে বসলেন। জাহাজটি প্রথমে চলতে থাকলেও কিছুদূর গিয়ে থেমে যায় এবং এটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। ফলে যাত্রীদের মধ্যে পরামর্শ হয় লটারি দেওয়ার এবং বলা হয়, লটারিতে যার নাম উঠবে তাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হবে। (বর্ণিত আছে, তখন জাহাজে পলাতক কোনো মানুষ থাকলে মধ্যসাগরে জাহাজ থেমে যেত। অনুবাদক)

যখন লটারি দেওয়া হলো নাম উঠল নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের। কিন্তু লোকজন এটি মানতে পারছিল না, ফলে একে একে তিন বার লটারি টানা হয় এবং প্রতিবারই ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম ওঠে। এটি ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরতের বিশাল এক ঘটনা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنَّيُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذ أَبَقَ إِلَى الفُلك المَسْحُونِ فَسَابَمَ فَكَانَ مِنَ المُدحَضِينَ فَالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيم.

ইউনুসও ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করো, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল, এরপর সে লটারিতে যোগদান করল এবং পরাভূত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

লটারিতে যখন তার নাম উঠল এবং তিনি সাগরে ঝাঁপ দিলেন, আল্লাহ তাআলা তখন বিশাল এক মাছকে পাঠালেন ইউনুসকে হিফাজত করার জন্য। মাছটি এসে সমুদ্রে নিমজ্জিত ইউনুসকে গিলে ফেলল, আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন,ইউনুস তোমার রিজিক না সুতরাং তাকে হজম করো না। বলা হয়, এই মাছকে গিলে ফেলে আরও একটি মাছ। এবং মাছটি ইউনুস আলাইহিস সালামকে নিয়ে সাগরে ঘুরাফেরা করতে শুরু করে। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে মাছের পেটেই অনুভূতি দান করলেন, ফলে বুঝতে পারলেন তিনি আসলে এখনো জীবিতই আছেন।

শাবি থেকে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করে বলেন, ইউনুস আলাইহিস সালাম সাগরজলে মাছের পেটে জোহর থেকে ইশা পর্যন্ত ছিলেন। কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিন দিন ছিলেন। জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ৪০ দিন ছিলেন।

এই সময়টা তিনি অনুভূতি-সম্পন্ন হয়ে মাছের পেটে সাগর চষে বেড়ালেন। তিনি দেখলেন সমুদ্রের তলদেশে নানান কিসিমের প্রাণী এবং বিচিত্র তাদের জীবনযাপন। তিনি আরও প্রত্যক্ষ করলেন, সেখানকার প্রতিটি প্রাণীও সর্বদা আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠে মশগুল থাকে এবং সাগরের প্রতিটি জীবের সুখ-দুখও আল্লাহ তাআলা কুদরতিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। তখন সেই অসহ্য আঁধারে তিনি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলেন। কুরআনুল কারিমের ইরশাদ-

فَنَادَى فِي الظُّلُمَتِ اَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِين.

তিন তিনটি আঁধারে নিমজ্জিত। একটি মাছের পেটের আঁধার, একটি সাগরের আঁধার, একটি রাতের আঁধারে নিমজ্জিত হয়ে তিনি আল্লাহকে ডাকলেন-

اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِين. َ

আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আপনার পবিত্রতা (ঘোষণা করছি) নিশ্চয় আমি (নিজের ওপর) জুলুমকারীদের একজন।

আল্লাহ তাআলা তার ডাকে জবাব দিলেন এবং তাকে সাগরজলে থাকা মাছের পেট থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা ইউনুস আ.-এর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা প্রসঙ্গে বলেন-

للَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ فَنَبَذْنُهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمُ

যদি সে তাসবিহ পাঠকারী না হতো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হতো।ইমাম জাহহাক ইবনু কাইস, ইবনু আব্বাস, আবুল আলিয়া, ওহহাব ইবনু মুনাব্বিহ, সাইদ ইবনু জুবাইর, জাহহাক, সুদ্দি, আতা ইবনু সাইব, হাসান বসরি ও কাতাদা প্রমুখ মনীষাগণ বলেন এবং এটি ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহরও মত-যদি তিনি মাছের পেটে যাওয়ার আগে স্বাভাবিক জীবনে থাকাকালীন তাসবিহ পাঠকারী, জিকিরকারী তার আনুগত্যশীল না হতেন তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে মাছের পেটেই থাকতে হতো।

এই মতের পক্ষে দলিল হলো, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস নবিজি তাকে একদিন বললেন

يا غلام إنى معلمك كلمات : إحفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده

تجاهك ، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.

হে বৎস, আমি তোমাকে কিছু কথা শেখাব তুমি সেগুলোর ওপর আমল করে হিফাজত করবে, আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করবে। তুমি সুদিনে আল্লাহকে চিনে রেখো, দুর্দিনে আল্লাহ তোমাকে চিনবে।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবিজি বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন নবি ইউনুসকে মাছের পেটে নিয়ে রাখতে চাইলেন মাছকে বলে দিলেন, তুমি তাকে হজম করবে না, তার হাড় ও গোশত সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে। পরে ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন মাছের পেটে থাকা অবস্থায় অনুভূতি সম্পন্ন হালতে সাগরের তলদেশে চলে গেলেন তিনি অন্য এক জগৎ অনুধাবন করে নিজে নিজেই প্রশ্ন করলেন-আমি এখন কোথায়? জবাব দিলেন আল্লাহ, ওহি মারফত তাকে জানালেন, তুমি আছ (সাগরজলে) মাছের পেটে। সেখানে অনবরত বিভিন্ন প্রাণীকুল আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠে মশগুল দেখতে পান এবং নিজেও আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠ করতে থাকেন। ফিরিশতারা তখন আল্লাহ তাআলার কাছে জানতে চান, আল্লাহ, সাগরের তলদেশ থেকে দুর্বল একটি তাসবিহপাঠের আওয়াজ আসছে-কে সে? আল্লাহ তাআলা বললেন, এটি আমার বান্দা ইউনুস আলাইহিস সালামের তাসবিহপাঠ। সে আমাকে এড়িয়ে গেছে, ফলে আমি তাকে সাগরের তলদেশে মাছের পেটে আটকে দিলাম। ফিরিশতারা তখন বলল, তিনি আপনার অমুকসালিহ বান্দা না- যেসব সময় আপনার তাসবিহ পাঠে লেগে থাকত? আল্লাহ তাআলা বললেন, হ্যা, সেই। তখন ফিরিশতারা আল্লাহ তাআলার কাছে তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করল এবং তিনি তা মঞ্জুর করলেন এবং মাছকে হুকুম করলেন নবি ইউনুসকে সাগরতীরে তুলে ধরতে।

ইবনু আবি হাতিম তার তাফসিরে এখানে আরেকটি হাদিস এনেছেন, যেখানে রাবি রাক্কাশির বর্ণনা আছে যে, তিনি (রাক্কাশি) বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন সমুদ্রের তলদেশে মাছের পেটে থেকে দুআ করছিলেন-

اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِين.

দুআর শব্দগুলো আরশে আজিম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। ফিরিশতারা বলল, হে আল্লাহ, একটি পরিচিত কণ্ঠের দুর্বল আওয়াজের জিকির শুনতে পাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের বললেন, জাকিরকে চিনতে পারোনি? ফিরিশতারা বলল, না-ইয়া রব, কে সে? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার বান্দা ইউনুস। ফিরিশতারা বলল, ওই ইউনুস না-যার দুআ আপনি কখনো ফিরিয়ে দেননি যখনই সে দুআ করেছে? আল্লাহ তাআলা বললেন, ঠিক বলেছ। ফিরিশতারা বলল, হে আল্লাহ, এখন যে বিপদে পড়ে আপনাকে বিনীতভাবে ডাকছে আপনি কি রহম করবেন না? বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন না? আল্লাহ তাআলা বললেন, হ্যাঁ, করব। এরপর মাছকে হুকুম করলেন, ইউনুস আলাইহিস সালামকে যেন স্থলে পৌঁছে দেয়।

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে স্থলে ফিরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ، وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِين.

এরপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ণ। পরে আমি তার ওপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ১৪৫-১৪৬]
হজরত ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অবিকল নবজাতকের মতো তাকে ফিরিয়ে দিলেন। জনমানবহীন জায়গায় একটি পায় পর্যন্ত ছিল না সেখানে।

হজরত ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, ইকরামা, মুজাহিদ, সাইদ ইবনু জুবাইর, ওহহাব ইবনু মুনাব্বিহ, হিলাল ইবনু ইয়াসাফ, আবদুল্লাহ ইবনু তাউস, সুদ্দি ও কাতাদা এবং জাহহাক ও আতা আল খুরাসানি প্রমুখের মতো ইউনুস আলাইহিস সালামকে নিক্ষেপ (মাছের পেট থেকে ফেরত পাঠানোর) করার জায়গায় তাকে ঘিরে আল্লাহ তাআলা লাউ গাছ উদ্‌গত করে দেন।

উলামায়ে কিরাম লাউ গাছ উদ্‌গত করার হিকমত বর্ণনা করে বলেন, কারণ এটি খুবই আরামদায়ক নরম, গাঢ় ছায়াবিশিষ্ট, এর কাছে মাছি ভিড়ে না, এর ফল রান্না এবং রান্না ছাড়া দুভাবেই খাওয়া যায়, এটি যেমন ফল ধরার সময় খাওয়া যায় কিছুদিন পরেও খাওয়া যায়। এর ডগা এবং পাতাও খাওয়া যায় এ ছাড়াও নানান উপকার সমৃদ্ধ উপকারিতায় ভরপুর এই গাছ ও ফল সুস্থ শরীর মেধা

গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখে।

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দুআ বিষয়ে ইবনু জারির একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি সাইদ ইবনু মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, তিনি (রাবি) বলেন, আমি সাইদ ইবনু মালিককে (ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে) বলতে শুনেছি, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর ওই নাম-যা নিয়ে ইউনুস ইবনু মাতা দুআ করেছিলেন, কেউ যদি সেটি বলে তাহলে তার দুআও আল্লাহ কবুল করবেন। রাবি বলেন, আমি নবিজিকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য খাস ছিল নাকি সকল মুমিনের জন্য উন্মুক্ত? নবিজি জবাবে বললেন, এটি ইউনুসের জন্য খাস, আর সকল মুমিনের জন্য উন্মুক্ত। নবিজি বলেন, তুমি কি শোনোনি আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

فَنَادَى فِي الظُّلُمَتِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَٰلِكَ نُسْجِى الْمُؤْمِنِين . এরপর সে অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিল, তুমি ব্যতীত কোনো

ইলাহ নেই। তুমি পবিত্র, মহান। আমি তো সীমালজ্ঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলামদুশ্চিন্তা থেকে। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

[সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮/

ইবনু আবি হাতিম হজরত ইবনু সাদের সূত্রে বর্ণনা করেন, নবিজি বলেছেন, যারা নবি ইউনুসের কৃত দুআর মাধ্যমে দুআ করবে, তাদের দুআ কবুল করা হবে।

✿ হজরত হারুন (আ) ✿

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين.

আর তাদের নবি তাদেরকে বললেন, তাঁর বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আসবে, যাতে সান্ত্বনার বস্তু রয়েছে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আর কতক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে- যা মুসা ও হারুন পরিত্যাগ করে গেছেন। উক্ত সিন্দুক ফিরিশতাগণ বহন করে আনবে, তাতে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৪৮]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন-

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওহি পাঠিয়েছি, যেমন ওহি পাঠিয়েছি নুহ ও তাঁর পরবর্তী নবিগণের নিকট এবং আমি ওহি পাঠিয়েছি ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, তাঁর বংশধর, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের নিকট এবং দাউদকে প্রদান করেছি

জাবুর। (সুরা নিসা, আয়াত: ১৬৩।
আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

আর আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুবকে। প্রত্যেককে আমি হিদায়াত দিয়েছি এবং নুহকে পূর্বে হিদায়াত দিয়েছি। আর তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে। আর আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই। [সুরা আনআম, আয়াত: ৮৪]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন-

رَبَّ مُوسَى وَهَارُونَ

মুসা ও হারুনের রবের প্রতি। [সুরা আরাফ, আয়াত: ১২২]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.

আর স্মরণ করো, আমি মুসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম এবং আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করেছিলাম। সুতরাং তাঁর রবের নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ রাত পূর্ণ হলো এবং মুসা তাঁর ভাই হারুনকে বলল, আমার কওমের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করো, সংশোধন করো এবং ফাসাদকারীদের পথ অনুসরণ করো না। (সুরা আরাফ, আয়াত: ১৪২)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন-

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ◌

.

অতঃপর তাদের পর আমি মুসা ও হারুনকে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা অহংকার করেছে। আর তারা ছিল অপরাধী কওম। (সুরা ইউনুস, আয়াত: ৭৫)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

হে হারুনের বোন, তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ২৮।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

আর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর জন্য তাঁর ভাই হারুনকে নবিরূপে দান করলাম। [সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৩)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

هَارُونَ أَخِي

আমার ভাই হারুনকে। (সুরা তাহা, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

অতঃপর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, আমরা হারুন ও মুসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম। [সুরা তাহা, আয়াত: ৭০

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

.

আর হারুন পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল, হে আমার কওম, এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর তোমাদের রব তো পরম করুণাময়। তাই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো। (সুরা তাহা, আয়াত: ৯০।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا

মুসা বলল, হে হারুন, তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন তোমাকে কীসে বিরত রাখল? (সুরা তাহা, আয়াত: ৯২]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ

আর আমি তো মুসা ও হারুনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (তাওরাত) দিয়েছিলাম এবং মুত্তাকিদের জন্য দিয়েছিলাম জ্যোতি ও উপদেশ। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৪৮।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ

তারপর আমি মুসা ও তাঁর ভাই হারুনকে আমার নিদর্শনাবলি ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি। (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ৪৫।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا আর আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই

হারুনকে সাহায্যকারী বানিয়েছিলাম।। সুরা ফুরকান, আয়াত: ৩৫।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

আর আমার বক্ষ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। আমার জিহ্বা চলছে না। সুতরাং আপনি হারুনের প্রতি ওহি পাঠান। (সুরা শুআরা, আয়াত: ১৩/

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

মুসা ও হারুনের রব। (সুরা শুআরা, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

আর আমার ভাই হারুন, সে আমার চেয়ে স্পষ্টভাষী, তাই তাঁকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। [সুরা কাসাস, আয়াত: ৩৪)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

আর আমি নিশ্চয় হারুন ও মুসার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সুরা

সাফফাত, আয়াত: ১১৪]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

মুসা ও হারুনের প্রতি সালাম। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ১২০]

পবিত্র কুরআনের এই বিশ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হজরত হারুন আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করেছেন।

হাদিসে হজরত হারুন আ.-এর আলোচনা

আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনেক বক্তব্যে হজরত হারুন আলাইহিস সালামের কথা বলেছেন। মিরাজের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঞ্চম আকাশে হজরত হারুন আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

ইবনু হিশাম-সহ আগেকার অনেক পণ্ডিতদের মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হারুন আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর সাক্ষাতের ঘটনা বলতে গিয়ে তাঁর সৌন্দর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মার্টিন লিংগস তার জীবনীমূলক গ্রন্থ 'মুহাম্মদ'-এ নবিদের স্বর্গীয় মর্যাদায় দেখে মুহাম্মদের বিস্ময়ের কথা উল্লেখ করেছেন, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছিল এবং এটি বিদ্যমান সমস্ত সৌন্দর্যের অর্ধেকের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও এটি তাঁর ভাইদেরপ্রতি মুহাম্মদের বিস্ময় হ্রাস করেনি এবং তিনি বিশেষত হজরত হারুন আলাইহিস সালামের অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বক্তব্যে হজরত আজি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজরত হারুন আলাইহিস সালামের সাথে তুলনা করেছিলেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আদি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর পরিবারের দেখাশোনা করার জন্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে সময়ের ভণ্ডরা গুজব ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল যে, আলি নবির কাছে একটি বোঝার মতো এবং তাঁর থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন। এই কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য শুনে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু দুঃখ পান এবং স্থানীয় লোকেরা যা বলছিল তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান।

উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা মিথ্যা বলেছে, আমি আমার পেছনে যা রেখে এসেছি তার জন্য তোমাকে থাকতে বলেছি। সুতরাং ফিরে যাও এবং আমার ও তোমার পরিবারে আমার প্রতিনিধিত্ব করো। হে আপি, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে-হজরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে হজরত হারুন আলাইহিস সালাম যেমন ছিলেন, আমার কাছে তুমি তেমন। তবে আমার পরে আর কোনো নবি নেই।

হজরত হারুন আ.-এর পরিচিতি:

তাঁর নাম হারুন। তিনি আল্লাহর একজন রাসুল। হজরত মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালামের বড় ভাই। তিনি হজরত মুসা আলাইহিস সালামের তিন বছরের বড়। আল্লাহ যখন হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে রাসুল নিয়োগ করেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, যেন তাঁর ভাই হারুনকেও রাসুল নিয়োগ করে তাঁর হাত শক্ত করেন। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করেন এবং হারুনকে মুসার সহযোগী রাসুল নিয়োগ করেন। হজরত হারুন ছিলেন বনি ইসরাইলের শ্রেষ্ঠ রাসুলদের একজন। তিনি ছিলেন সুবক্তা।

হজরত হারুন আ.-এর পরিবার:

হজরত হারুন আলাইহিস সালাম প্রাচীন মিশরে বনি ইসরাইল বংশের ইমরানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরদের একজন। তাঁর ভাই হজরত মুসা আলাইহিস সালামও একজন নবি ছিলেন।
হজরত হারুন আ.-এর দাওয়াতি ও সাংগঠনিক জীবন

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

আমি মুসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। তাঁদের উভয়কে আমি উদ্ধার করেছি মহাকষ্ট থেকে। আমি তাঁদের সাহায্য করেছি। ফলে তাঁরা বিজয়ী হয়েছে। তাঁদের আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। তাঁদের উভয়কে আমি সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁদের উভয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছি। মুসা ও হারুনের প্রতি বর্ষিত হোক সালাম। এভাবেই আমি উপকারী লোকদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আসলে ওরা দুজনই ছিল আমার প্রতি বিশ্বস্ত দাস। (সুরা সাফফাত, আয়াত: ১১৪-১২২]

আল্লাহর এ বাণী থেকে হজরত হারুন আলাইহিস সালামের সঠিক মর্যাদা বোঝা যায়। তিনি তাঁর ভাই হজরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে ফিরআউনের দরবারে উপস্থিত হন। ফিরআউনকে দাওয়াত প্রদান করেন। ফিরআউন তাঁদের দুজনকেই মিথ্যাবাদী বলে অস্বীকার করে। সে বলে, এরা দুই ভাই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জন্য এসেছে। অতঃপর ফিরআউন হজরত মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। অতঃপর মুসা ও হারুনের সাথে ফিরআউনের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়, তাঁর পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা ফিরআউনকে ধ্বংস ও নির্মূল করে দেন। ফিরআউন ডুবে মরার পর সিনাই উপত্যকায় থাকাকালে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম হজরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের খলিফা বা ভারপ্রাপ্ত নেতা মনোনীত করে চল্লিশ দিনের জন্যে তুর পাহাড়ে নির্জনবাসে যান। হজরত হারুন আলাইহিস সালাম ভারপ্রাপ্ত নেতা থাকাকালেই সামিরি বাছুর বানিয়ে সেটার পূজা করতে বলে সকলকে। হজরতহারুন আলাইহিস সালাম তাকে বারণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু জাতি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ায় তিনি সেই পদক্ষেপ নেননি। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিন পর তাওরাত নিয়ে ফেরত এসে হজরত হারুন আলাইহিস সালামের ওপর ক্রোধান্বিত হন। এ ঘটনাটি কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى، قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا، أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي، قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي.

(বাছুর পূজা করতে নিষেধ করে) হারুন তাঁদের বলেছিল, হে আমার জাতি, তোমরা তো পরীক্ষায় পড়েছ। তোমাদের প্রভু বড় করুণাময়। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মানো। কিন্তু তারা তাঁকে বলে দিলো, মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা করব। মুসা ফিরে এসে বলল, হে হারুন, তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে,

তখন এদেরকে আমার অনুসরণের পথে আনতে তোমাকে কীসে বাধা দিয়েছে? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করলে? হারুন বলল, হে আমার সহোদর ভাই, আমার দাড়ি ও চুল ধরে টেনো না। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি এসে বলবে, হারুন, তুমি কেন বনি ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলে? কেন আমার কথা রক্ষা করলে না? (সুরা তাহা, আয়াত: ৯০-৯৪)

অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَاتُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين.

মুসা নিজের ভাইয়ের চুল ধরে টানল। হারুন বলল, হে আমার সহোদর, এই লোকগুলো আমায় কোণঠাসা করে ফেলেছিল এবং আমাকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়েছিল। কাজেই তুমি শত্রুদের কাছে আমায় হেয় করো না এবং আমাকে জালিম গণ্য করো না। তখন মুসা দুআ করল-হে প্রভু, আমাকে আর আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে প্রবেশ করাও তোমার অনুগ্রহের মধ্যে। তুমিই তো সব দয়াবানের বড় দয়াবান। [সুরা আরাফ, আয়াত: ১৫০-১৫১।

এ থেকে বোঝা যায়, হজরত হারুন আলাইহিস সালাম জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নিজ কওমকে সত্য পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে জাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হোক এটা তিনি চাননি। আসলে তিনি ছিলেন বড়ই প্রজ্ঞাবান ও মহান রাসুল।

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর এগারো মাস পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন। ভাই মুসা আলাইহিস সালামের মতোই তিনি ছিলেন একজন বলিষ্ঠ সংগ্রামী পুরুষ। তারা দুই ভাই নেতৃত্ব প্রদান করেন এক বিশাল জাতির।

হজরত হারুন আ.-এর সমাধি

ইসলামি ইতিহাস অনুযায়ী হজরত হারুন আলাইহিস সালামের সমাধি জর্ডানের পেত্রার নিকটবর্তী 'জাবালে হারুন' নামক পাহাড়ে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,৩৫০.০ মি (৪.৪২৯.১ ফুট) ওপরে অবস্থিত এই স্থানটি এই অঞ্চলের উচ্চতম স্থান। সেখানকার স্থানীয় জনগণের কাছে এটি একটি পবিত্র স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে মামলুকরা সেখানে

একটি মসজিদ নির্মাণ করে। মসজিদটির সাদা গম্বুজ পেত্রার আশপাশের বেশিরভাগ অঞ্চল থেকে দৃশ্যমান। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

✿ হযরত মুহাম্মদ (সা) ✿

রাসুল সা.-এর জন্ম ও দুগ্ধপান:

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার, জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা তাকে প্রসব করার পর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। তিনি এসে যেন তার নাতিকে দেখে যান। আবদুল মুত্তালিব নাতিকে দেখতে আসেন। এ সময় আমিনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভধারণ- কালে যেসব বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেগুলো আবদুল মুত্তালিবকে জানান। তাকে এই সন্তানের ব্যাপারে যেসব কথা বলা হয়েছে এবং যেই নাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সবকিছু খুলে বলেন।

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে কাবাঘরে প্রবেশ করেন। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। এ মহান নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এরপর নাতিকে নিয়ে বের হয়ে আসেন এবং মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ধাত্রীর সন্ধান করা হয়। বনু সাদ ইবনু বকরের হালিমা বিনতু আবি জুওয়াইব নামক একজন মহিলাকে তাঁকে মুগ্ধপান করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আবু তালিব ও রাসুল সা.-এর পাদরি বাহিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ:

ইবনু ইসহাক বলেন, আবু তালিব একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে শাম গমনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি দয়ার্দ্র হয়ে বলে ওঠেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বের হব। আমি তাঁকে আমার থেকে পৃথক হতে দিতে পারি না।

আবু তালিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে শামগামী ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে রওনা হন। শামের বুসরা নামক স্থানে কাফেলা বিরতি নেয়। এখানে গির্জায় বাহিরা নামক একজন পাদরি ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মের পণ্ডিত ছিলেন। এ গির্জাটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ ধারাবাহিকভাবে কোনো না কোনো পাদরি অবস্থান করতেন। যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের সকল ইলমি মিরাস বাহিরার নিকট জমা হয়েছিল।

আবু তালিব ও অন্য ব্যবসায়ীরা বহুবার এ পথ দিয়ে শাম গমন করেছেন। এখানে গির্জার সামনে অবতরণ করেছেন। তবে এবারের পূর্বে পাদরি বাহিরা কখনোই তাদের সঙ্গে তেমন কোনো মোয়ামেলা করেননি। এবার তাদের কাফেলা গির্জার কাছে অবতরণ করলে পাদরি তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন। ধারণা করা হয়, এর কারণ হলো, তিনি গির্জায় থাকাকালীন এ কাফেলার মাঝে বিশেষ কিছু দেখেছিলেন। তিনি গির্জা থেকেই দেখেছিলেন যে, কাফেলার সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে আসছেন আর আকাশের মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে চলছে।

বর্ণনাকারী বলেন, তারা এগিয়ে এসে গির্জার কাছে একটি গাছের ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় গাছের ডালপালা ঝুঁকে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছায়া দিচ্ছিল। এমন অলৌকিক ঘটনা দেখে পাদরি বাহিরা তার গির্জা থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি কাফেলায় সংবাদ পাঠান যে, হে কুরাইশগণ, আমি তোমাদের জন্য খাবার

প্রস্তুত করেছি। আমি চাইছি যে, তোমরা সকলেই এসে আমার মেহমানদারি গ্রহণ করো। তোমাদের ছোট-বড়, গোলাম-স্বাধীননির্বিশেষে সবাই।

কাফেলার একজন পাদরি বাহিরাকে বলে ওঠেন, হে বাহিরা, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আজকে আপনার বিশেষ কোনো ব্যাপার আছে। আমরা তো আপনার পাশ দিয়ে অনেক যাতায়াত করেছি। আপনি তো কখনোই আমাদের জন্য এরূপ খাবার তৈরি করেননি। আজকে আপনার কী হলো? তিনি তাদের কথার সত্যায়ন করলেন। বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ। তবে তোমরা

আজ আমার মেহমান। আমার মন চাইছে, আজকে খাবার তৈরি করে তোমাদের সকলকেই খাওয়াই।

কাফেলার সকলেই পাদরি বাহিরার নিকট সমবেত হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়সে তাদের খুবই ছোট হওয়ায় গাছের ছায়ায় কাফেলার আসবাবপত্রের কাছে তাঁকে রেখে আসা হয়। আহারের সময় তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না। বাহিরা উপস্থিত কারও মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত গুণাবলি দেখতে পেলেন না। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেই কেবল তার প্রার্থিত গুণাবলি দেখতে পেলেন। তিনি সকলকে বললেন, হে কুরাইশগণ, তোমাদের কেউ যেন আমার খাবার থেকে বাদ না পড়ে। তারা বললেন, হে বাহিরা, গুরুত্বপূর্ণ সকলেই আপনার নিকট এসেছেন। তবে আমাদের একজন ক্ষুদ্র বালক বাকি রয়ে গেছে। কেননা, সে আমাদের সকলের মধ্যে বয়সে ছোট। তাঁকে আসবাবপত্রের পাহারায় রেখে আসা হয়েছে।

পাদরি বললেন, তাঁকেও তোমাদের সঙ্গে খাবারে শরিক করো। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় কুরাইশদের এক লোক বলে উঠলেন, লাত ও উজ্জার শপথ! আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিবের সন্তানকে রেখে আমরা কীভাবে খাবার খেতে পারি। লোকটি উঠে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে করে নিয়ে এলেন এবং সকলের সঙ্গে বসিয়ে দিলেন।

পাদরি বাহিরা তাঁকে দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরে কিছু একটা খোঁজ করতে থাকলেন। তাঁর কাছে একজন রাসুলের গুণাবলির যা-কিছু বিদ্যমান ছিল, সবই তন্নতন্ন করে সন্ধান করতে থাকলেন। সকলে বাবার শেষে উঠে গেলে বাহিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। গেলেন। তাঁকে বললেন, হে বালক, লাত ও উজ্জার শপথ দিয়ে আমি তোমার কাছে কিছু বিষয় জানতে চাইব। তুমি আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেবে? বাহিরা তাকে লাত ও উজ্জার শপথ দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি কুরাইশদেরকে এসব নামে শপথ করতে দেখেছিলেন।ধারণা করা হয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, আমাকে লাত ও উজ্জার শপথ দেবেন না। আল্লাহর শপথ। আমি এ দুটির চাইতে বেশি ঘৃণা অন্য কোনো জিনিসকে করি না। বাহিরা তাকে বললেন, আল্লাহর দোহাই দিয়েই তোমার কাছে কিছু বিষয় চানতে চাইছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আপনার যা খুশি জিজ্ঞেস করুন। পাদরি বাহিরা তাঁর আহার-নিদ্রা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সেসব জানালেন। বাহিরা তাঁর নিকট বিদ্যমান শেষ রাসুলের গুণাবলির সঙ্গে

সেসবের হুবহু মেলবন্ধন খুঁজে পেলেন। অতঃপর তাঁর পিঠের দিকে তাকালেন। তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে পূর্ববর্তী কিতাবে বর্ণিত স্থানেই নবুওয়াতের সিলমোহর দেখতে পেলেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, সবকিছু দেখে পাদরি তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে গেলেন। তাকে বললেন, এ বালক আপনার কী হয়?

আবু তালিব বললেন, আমার সন্তান।

পাদরি বললেন, সে তো আপনার সন্তান নয়। এ সন্তানের পিতা তো জীবিত থাকার কথা নয়।

আবু তালিব বললেন, সে আমার ভাতিজা।

পাদরি জানতে চাইলেন, তাঁর পিতার কী হয়েছে?
আবু তালিব উত্তর দিলেন, সে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থাতেই তাঁর পিতা মারা গেছেন।

পাদরি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনার ভাতিজাকে নিয়ে দেশে চলে যান। তাঁকে ইহুদিদের থেকে সাবধানে রাখুন। ইহুদিরা তাঁকে দেখলে তাঁর সেই বিষয়গুলো চিনে যাবে, যা আমি চিনেছি। তারা এ বালকের ক্ষতি করতে চাইবে। কেননা, আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে মহান কিছু হতে চলেছেন। তাঁকে দ্রুত দেশে নিয়ে যান।

চাচা আবু তালিব তাঁকে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে যান। শামের ব্যবসা থেকে অবসর হয়েই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেশে পাঠিয়ে দেন।

একপর্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবক হয়ে ওঠেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নিজ কুদরতে তাঁর লালনপালন করেছেন। জাহিলিয়াতের নানা অনাচার থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁকে মহাসম্মান ও রিসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তাঁর কওমের সবচেয়ে ভদ্র সন্তান। সবচেয়ে আদর্শবান সন্তান। সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত সন্তান। উত্তম শিষ্টাচারের অধিকারী। সকলের চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাশীল। সকলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী।
সকলের চেয়ে অধিক আমানতদার। মানবীয় অনাচার ও বদভ্যাস থেকে একেবারেই মুক্ত। এমনকি স্বজাতির কাছে তাঁর নাম হয়ে যায় 'আল-আমিন' বা 'পরম বিশ্বস্তজন'। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে সর্বপ্রকার উত্তম গুণের এক বিস্ময়কর সমাহার ঘটিয়েছেন।

রাসুলের সঙ্গে খাদিজার বিবাহ:

ইবনু হিশাম বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর বয়সে উপনীত হলে খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদকে বিয়ে করেন।ইবনু ইসহাক বলেন, খাদিজা ছিলেন একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী নারী। তিনি অর্থের বিনিময়ে পুরুষদের থেকে তাম নিতেন। কখনো মুদারাবার ভিত্তিতেও ব্যবসা করতেন। এদিকে কুরাইশরাও ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। খাদিজার কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সদগুণের বার্তাটি পৌঁছায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা, আমানতদারি ও উন্নত চরিত্রের সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁর সমীপে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে শামে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তাঁকে অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দেওয়ার আশ্বাসও দেন। তাঁর সঙ্গে নিজের গোলাম মাইসারাকেও প্রেরণের কথা জানান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নেন। তার মালামাল নিয়ে শামের উদ্দেশে রওনা হন। সঙ্গে খাদিজার গোলাম মাইসারাও যান।

মেয়ের

এ সফরেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন রাহিবের গির্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য নামেন। এ সময়ে পাদরি মাইসারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, গাছের কাছে এই লোকটি কে?

মাইসারা তাকে জবাব দেন, তিনি কুরাইশ গোত্রের লোক।

রাহিব তাকে বলেন, এ গাছের নিচে অদ্যাবধি শুধু নবিগণই বিশ্রাম করেছেন।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে আনা সকল পণ্য বিক্রি করেন। পছন্দমতো নতুন কিছু পণ্যও ক্রয় করেন। এরপর মাইসারাকে নিয়ে কাফেলাসহ মক্কার পথে রওনা হন।

অনেক সিরাতবিশেষজ্ঞের মতে, এ সফরে মাইসারা দেখতে পান যখনই গরম তীব্র হচ্ছিল দুজন ফেরেশতা এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছায়া দিয়ে সূর্যের প্রখরতা

থেকে রক্ষা করে চলছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর উটের ওপর আরোহণ করে পথ চলছিলেন। মকায় ফিরে খাদিজাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এসব পণ্য বিক্রি করে দেখা যায় দ্বিগুণ বা তারও অধিক লাভ হয়েছে।

মাইসারা খাদিজাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্রান্ত রাহিবের কথাও শোনান। দুই ফেরেশতা কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছায়া দেওয়ার ঘটনাও বর্ণনা করেন।

গাদিজা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য বিশেষ কিছু নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। মাইসারার ভাষ্য শুনে খাদিজা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানান যে, আপনার সততা, সম্ভ্রান্ততা, আমানত, উন্নত চরিত্র ও সত্যবাদিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

এরপর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজের বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ ছিলেন কুরাইশ নারীদের মধ্যে বংশীয় দিক থেকে মধ্যম স্তরের। সম্ভ্রান্ততায় ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধনসম্পদে তাদের ওপরে ছিলেন। সম্প্রদায়ের অনেকেই তার এসবের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হলে তিনি বিষয়টি তাঁর চাচাদের জানান। চাচা হামজা ইবনু আবদিল মুত্তালিব তাঁকে নিয়ে খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদের নিকট যান। তার নিকট খাদিজার বিয়ের প্রস্তাব রাখেন। এভাবে উভয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

ইবনু হিশাম বলেন, মোহরস্বরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ২০টি কপিকল প্রদান করেন। খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদই ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী। খাদিজার ইন্তিকালের পূর্বে তিনি অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করেননি।

খাদিজার গর্ভে রাসুলুল্লাহর সন্তানাদি:

ইবনু ইসহাক বলেন, ইবরাহিম ব্যতীত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সন্তানই খাদিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খাদিজার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানদের নাম: আল কাসিম (তাঁর নামানুসারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আবুল কাসিম' উপনাম ধারণ করেছিলেন), আত তাহির, আত-তাইয়িব, জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ আনহুম।

ইবনু হিশাম বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন আল কাসিম। তারপর আত-তাইয়িব। তারপর আত তাহির।

আর কন্যাদের মধ্যে সকলের বড় হলেন রুকাইয়া। তারপর জয়নাব। তারপর উম্মু কুলসুম। তারপর ফাতিমা।

ইবনু ইসহাক বলেন, আল কাসিম, আত তাইয়িব ও আত-তাহির, তাদের সকলেই জাহিলিয়াতে ইন্তিকাল করেন। তবে কন্যাদের সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন।সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাসের সঙ্গে হিজরত করেছেন।

রাসুলুল্লাহর সন্তান ইবরাহিমের মা :

ইবনু হিশাম বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য সন্তান ইবরাহিমের মা হলেন মারিয়া কিবতিয়া।

ইবনু লাহিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহিমের মা মারিয়া ছিলেন একজন দাসী। মিসরের শাসক মুকাওকিস তাকে উপঢৌকন হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ওয়ারাকার সঙ্গে খাদিজার আলোচনা ও নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী :

ইবনু ইসহাক বলেন, ওয়ারাকা ইবনু নাওফিল ইবনু আসাদ ইবনু আবদিল উজ্জা ছিলেন খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহার চাচাতো ভাই। তিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান পণ্ডিত। আসমানি গ্রন্থসমূহের অনুসরণ করতেন। খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদের গোলাম মাইসারা খ্রিষ্টান রাহিবের কথা প্রকাশ করলে খাদিজা বিষয়টি সম্পর্কে ওয়ারাকাকে অবহিত করেন। ফেরেশতা কর্তৃক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছায়া প্রদানের ঘটনাটি বর্ণনা করেন। সব শুনে ওয়ারাকা ইবনু নাওফিল বলেন, হে খাদিজা, তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে মুহাম্মদই হবেন এই উম্মতের নবি। আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ থেকে জেনেছি, এই উম্মতের একজন প্রতীক্ষিত নবি রয়েছেন। আর এটিই তাঁর আগমনের সময়।

ইহুদিদের পক্ষ থেকে রাসুল সা.-এর কথা বলে প্রতিপক্ষকে সতর্কীকরণ :

ইবনু ইসহাক বলেন, আমাকে আসিম ইবনু উমর ইবনু কাতাদা তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা বলত, একসময় আমরা শিরকের মধ্যে ডুবে ছিলাম। পৌত্তলিকতায় মত্ত ছিলাম। আমাদের কাছে আসমানি কোনো গ্রন্থ ছিল না। পক্ষান্তরে ইহুদিদের নিকট আসমানি গ্রন্থ ছিল। তাদের এমন জ্ঞান ছিল, যা আমাদের কাছে ছিল না। আমাদের ও তাদের মধ্যে তখন বিবাদ চলছিল। যখনই আমরা তাদেরকে বেকায়দায় ফেলতে সক্ষম হতাম, তারা বলত, এ যুগের প্রতীক্ষিত নবির আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমরা সেই নবির সঙ্গে মিলে তোমাদের সঙ্গে আদ ও ইরামার মতো যুদ্ধ করব।

আমরা তাদের থেকে এরূপ প্রচুর কাহিনি শুনতাম। তাদের এ কথাগুলো ইসলামের আগমনের পর আমাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে হিদায়াতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার পথ সুগম করে দিয়েছিল।

এরপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করলেন, আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম। বুঝতে পারলাম, ইহুদিরা আমাদের যা দিয়ে হুমকি দিত, তাদের পূর্বেই আমরা তা পেয়ে গেছি। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। তারা কুফুরি করেছে। অতঃপর আমাদের ও তাদের ব্যাপারে সুরা বাকারার এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَبٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ، وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِين.

তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা রয়েছে, যখন তার সমর্থক কিতাব এলো; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবু তারা যা জ্ঞাত

ছিল তা যখন আমাদের নিকট আসে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করত। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ! [সুরা বাকারা, আয়াত: ৮৯]

মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি :

ইবনু ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪০ বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তাআলা তাকে সমগ্র বিশ্বের রহমতস্বরূপ নবি হিসেবে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ তাঁর নবুওয়াত ছিল সমগ্র উম্মাহর জন্য।

তাঁর পূর্বে প্রেরিত সকল নবির কাছ থেকেও আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাঁকে সত্যায়ন করা এবং বিরোধিতাকারীদের মোকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করতে বলেছেন। যারাই তাদের ওপর ঈমান আনবে তাদের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছে দিতে বলেছেন। পূর্ববর্তী নবিগণ আল্লাহপ্রদত্ত এ অঙ্গীকার যথার্থভাবেই পালন করেছেন। আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَبٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ : قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِين. َ

স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবিদের (কাছ থেকে) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদের কিতাব ও হিকমত যা-কিছু দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে, সেসবের সমর্থকরূপে যখন একজন রাসুল আসবেন,

তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম। [আলে ইমরান, আয়াত: ৮১]

আল কুরআন অবতরণের সূচনা :

ইবনু ইসহাক বলেন, অতঃপর রমজান মাস থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল কুরআন নাজিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَان .

রমজান মাস, যাতে নাজিল হয়েছে আল কুরআন, মানুষের দিশারি, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে।। সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ مَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِهُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلْيكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ، مِنْ كُلِّ أَمْرِهُ سَلْمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر.

নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি 'কদর রজনিতে'। আর কদর রজনি সম্পর্কে আপনি কি জানেন? কদর রজনি হাজার মাস থেকে উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হন প্রতিটি কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সেই রজনি উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।। সুরা কদর,

আয়াত: ১-৫]

ইবনু ইসহাক বলেন, অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ধারাবাহিকভাবে ওহি আসতে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রতি ও তাঁর কাছে যে ওহি অবতীর্ণ হয়, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য প্রস্তুত হন। নবুওয়াত একটি কষ্টসাধ্য আমানত। ধৈর্যশীল ও শক্তিশালী লোক ব্যতীত এ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও সহযোগিতা হলেই তা আদায় করা সম্ভব। আল্লাহর বাণী নিয়ে মানুষের থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া ও তাদের নিশানা (টার্গেট) হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বিরাট ঈমানি পরীক্ষা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সম্প্রদায়ের প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর নির্দেশনামতে চলতে থাকেন।

ওহির বিরতিকাল ও সুরা দুহার অবতরণ :

ইবনু ইসহাক বলেন, এরপর বেশ কিছুকাল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহি আসা বন্ধ থাকে। বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি পেরেশান হয়ে যান। এমন সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম। তাঁর কাছে সুরা দুহা নিয়ে উপস্থিত হন। এই সুরায় দয়াময় প্রতিপালক তাঁর সম্মানে কসম করেন। আল্লাহ তাআলা তো সেই সত্তা, যিনি তাঁকে সম্মানিত করেছেন। তিনি তাঁকে কখনোই একা ছেড়ে দেননি এবং পরিত্যাগও করেননি।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالضُّحَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى .শপথ পূর্বাহের, শপথ রাত্রির, যখন তা নিঝুম হয়ে পড়ে। আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। [সুবা দুহা, আয়াত: ১-৩)

অর্থাৎ তিনি কখনোই আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং ছেড়েও যাননি। আপনাকে ভালোবাসার পর থেকে কখনোই আপনার প্রতি রাগান্বিত হননি।

والْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأَوْلَى

আপনার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। (সুরা দুয়া, আয়াত: ৪]

অর্থাৎ আমার নিকট প্রত্যাবর্তনের পর আপনাকে যা-কিছু দেওয়া হবে, তা আপনাকে দুনিয়াতে অগ্রিম যা দিয়েছি, সে-সব অপেক্ষা অনেক উত্তম হবে।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর আপনি হবেন (সম্পূর্ণ) সন্তুষ্ট। [সুরা দুহা, আয়াত: ৫]

অর্থাৎ আপনার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে সফলতা ও পরকালে প্রতিদান। তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি এবং আপনাকে আশ্রয় দান করেননি?

الم يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَأَوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنى.

তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের দিশা দিলেন। তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন। [সুরা দুহা, আয়াত: ৬-৮]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবগত করেন যে, কীসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ শুরু করেছিলেন। তাঁর অভিভাবকহীন, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট পাথেয়হীন দুঃসময়ে কীভাবে তিনি তাঁর প্রতি করুণা করেছেন। কীভাবে তিনি তাঁকে এ সকল দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছেন।

সালাত ফরজ হওয়ার সূচনা :

ইবনু ইসহাক বলেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাত আদায় করা ফরজ করা হয়। প্রথমে তাঁর ওপর প্রতিটি (ওয়াক্তের) সালাতে দুই রাকাত করে ফরজ করা হয়। অতঃপরআল্লাহ তাআলা যারা সফর করবেন, তাদের জন্য সেই সংখ্যাই বহাল রাখেন এবং যারা আপন স্থানে (মুকিম) উপস্থিত রয়েছেন, তাদের ওপর পরিপূর্ণ করে ফরজ করেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, কিছু আহলুল ইলম আমাকে বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন প্রথম সালাত ফরজ করা হয়, এ সময় তিনি মক্কা-উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে জিবরাইল আগমন করেন। জিবরাইল এসে উপত্যকার একাংশে সামান্য আঘাত করলেন। সেখান থেকে ঝরনা প্রবাহিত হতে থাকল। জিবরাইল আলাইহিস সালাম ঝরনার পানিতে অজু করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দেখে অজু করা শিখে নিলেন। মূলত সালাতের জন্য কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়, তা রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দানের জন্যই এসব করা হচ্ছিল। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে যেভাবে দেখেছিলেন, অবিকল সেভাবেই অজু করে নেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর থেকে সালাত আদায়ও শিখে নেন। এরপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম চলে যান।

রাসুল সা. কর্তৃক নিজ গোত্র ও নিকটাত্মীয়দের কাছে দাওয়াত প্রদান:

ইবনু ইসহাক বলেন, নারী-পুরুষনির্বিশেষে সকলেই দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকেন। এভাবে সমগ্র মক্কায় ইসলামের নাম ও দাওয়াতি কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই ইসলাম নিয়ে কানাঘুষা চলতে থাকে। এ সময় আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনের দাওয়াত সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দেন। নবুওয়াত পরবর্তী প্রায় তিন বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গোপনে দ্বীনের প্রচার করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

অতএব, আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন। [সুরা হিজর, আয়াত: ১৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

وَ انْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُوْن.

আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দিন। আর যারা আপনার অনুসরণ করে, সে সকল মুমিনের প্রতি বিনয়ী হোন। তারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে, তাহলে বলে দিন, তোমরা যা করো, তা থেকে আমি দায়মুক্ত। [সূরা

শুআরা, আয়াত: ২১৪-২১৬]

ইবনু ইসহাক বলেন, পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণ সালাত আদায় করতেন উপত্যকায় গিয়ে। সমাজের লোকদের থেকে তাঁরা সালাতের বিষয়টিকে গোপন করে রাখতেন।একদা সাদ ইবনু আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের একটি দল নিয়ে

মক্কার একটি উপত্যকায় সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের সামনে একদল মুশরিক চলে আসে। মুশরিকরা তাদের সালাত আদায় করতে দেখে ভর্ৎসনা করে। তাদের গালমন্দ করে। এমনকি মারধরও করে। বিতণ্ডাকালে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মুশরিককে উটের হাড্ডি দিয়ে আঘাত করলে লোকটি আহত হয়ে পড়ে। এটি ছিল ইসলামের জন্য প্রথম রক্তপাত।

ইবনু ইসহাক বলেন, অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর কওমকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং প্রকাশ্যে তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। প্রথম দিকে কুরাইশ মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দূরে সরে যায়নি বা তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রমে বাধাও দেয়নি। তবে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহিদের দাবি অনুসারে মুশরিকদের দেবদেবীর কুৎসা ও নিন্দা করতে থাকেন, তখন কাফিররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় তারা উঠেপড়ে লাগে। তবে অল্প কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিব তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি তাঁকে কওমের লোকদের (বিশৃঙ্খলার) হাত থেকে আগলে রাখতেন। এভাবে আবু তালিবের আশ্রয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের প্রচার করতে থাকেন। কেউ এ সময় তাঁর ক্ষতি করতে পারত না। একপর্যায়ে যখন কুরাইশরা দেখল যে, কোনোভাবেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যকলাপ তাদের অনুকূলে হচ্ছে না, তখন তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। কেননা, ইসলাম তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছিল। তাদের দেবতাসমূহের বিরোধিতা করছিল। তারা অনুভব করল যে, রাসুল সাল্লাল্লাল আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবই তাঁকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তাঁবো কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করছেন না। ফলে কুরাইশ সর্দাররা আবু তালিবের কাছে যায় উতবা ইবনু রাবিয়া ইবনু আবদিল শামস, উতবার ভাই শাইবা, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব, আবুল বাখতারি, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা, নুবাইল ইবনুল হাজ্জাজ ইবনু আমির, তার ভাই মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ ও আস ইবনুল ওয়ায়িল-সহ অনেক মুশরিক সর্দার এ সময় আবু তালিবের কাছে এই ইস্যুতে উপস্থিত হয়।

তারা বলল, হে আবু তালিব, আপনার ভাতিজা আমাদের প্রতিমাদের গালমন্দ করছে আমাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের পথভ্রষ্ট বলছে। হয়তোআপনি তাঁকে

আমাদের থেকে বিরত রাখবেন অথবা তাঁকে অমাদের হাতে তুলে দেবেন। কেননা, সে তো আমাদের মতো আপনার আদর্শেরও বিরোধিতা করছে।।

অনু তালিব এ সময় তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বললেন। তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিতে উত্তর দিলেনা। তারপর তারা চলে গেল।

সেই সময় এতসব অন্তরাত্রের পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াতের পথেই অটল থাকেনা। প্রকাশ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতেন। একপর্যায়ে নিফয়াট রাসুল সাল্লাল্লার অলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফিরদের মধ্যে গুরুতর রূপ ধারণ করে। মুশরিকরা একে অপরকে রসুল সাল্লাল্লর আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে উসকে দিতে থাকে। সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে অবার আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হ্যা।

কুরাইশ মুশরিকরা অৰু অলিবকে বলল, আপনার কাসে ও সন্তান্ততার দরুন আমাদের মধ্যে আপনার একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। আমরা আপনাকে আপনার ভাতিজার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম। আপনি তাঁকে আমাদের থেকে বিরত রাখেননি। আল্লাহর শপথ্যা অমরা অমাদের পূর্বপুরুষদের অবমাননায় কখনোই কৈবারণ করব না। আমাদের মূর্তির গালমন্দ কিছুতেই বরদাস্ত করব না। আপনি এবার যদি এঁকে বিরত না রখেন, অহলে আমরা তকৈ ও আপনাকে একলোট হিসেবে গণ্য করবা। আমাদের একদল দরসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।

অতপের কুরাইশ মুশরিকরা অবু তালিবের কাছ থেকে চলে যায়। কওম ও সমাজগত বিচ্ছেদ ও শক্রেতার কথা ভেবে আবু তালিব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে তিনি কেনোভাবেই রাসুল সাল্লাল্লার অলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের হতে সোপর্দ করতে বা তাঁকে লাঞ্ছিত হতে দিতে রাজি ছিলেন না।

ইবনু ইল্লাক বলেন, ইয়াকুব ইবনু উতবা ইবনুল মুগিরা ইবনুল আসনাস অনকে বলেছেন, তিনি শুনেছেন যে, কুরাইশরা বসন আবু তালিবকে এসব কথা বলে, তখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, ভাতিজা, প্রেমার গোরক লোকজন আমার কাছে এসেছিল। করা অমাকে অনুক অমুক কথা বলে চলে গেছে। অতএব, আমার ও তেমার ওপর বিষয়টি সহজ করে। আমাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করো না, যাতে আমি কেনো অপছন্দনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরণা করলেন যে, তাঁর যায় তাঁকে হয়তো কাফিরদের হতে সোপর্দ করে দিতে চাইছেনা। তিনি সারো বাঁক রক্ষা করতে এবং এর পাশে দাঁড়তে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে চাচা, আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে দ্বীনের পথ থেকে সরে যাওয়ার শর্তে আমার ডান হাতে আকাশের সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবু আমি ক্ষান্ত হব না; যাবৎ না আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি এ দ্বীনের পথে ধ্বংস হয়ে যাই।

একথা বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে থাকেন। এবং আবু তালিবের কাছ থেকে উঠে চলে যেতে উদ্যত হন। আবু তালিব তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, প্রিয় ভাতিজা, কাছে এসো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, যাও, তুমি তোমার দাওয়াত অব্যাহত রাখো। যেভাবে খুশি মানুষকে বলো। আল্লাহর শপথ! আমি কিছুতেই তোমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করব না।

ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশরা যখন জানতে পারে যে, আবু তালিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোপর্দ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং তাদের শত্রুতাকেও মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন, তখন তারা উমারা ইবনুল ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরাকে নিয়ে তার কাছে যায়। তারা আবু তালিবকে বলে, হে আবু তালিব, এ হলো উমারা ইবনুল ওয়ালিদ, কুরাইশদের সবচেয়ে সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন পুরুষ। তাকে তুমি নিয়ে যাও। তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করো। আমাদের কাছে তোমার ভাতিজাকে সোপর্দ করো। যে তোমার পূর্বপুরুষ ও ধর্মের অবমাননা করেছে। তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে। সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করেছে। আমরা তাঁকে হত্যা করব। বিনিময়ে তোমাকে উমারা ইবনুল ওয়ালিদকে দিচ্ছি।

আবু তালিব বললেন, তোমরা কতই-না নিকৃষ্ট প্রস্তাব আমাকে দিচ্ছ। তোমরা আমাকে তোমাদের সন্তানকে দেবে খাইয়ে-দাইয়ে লালন-পালন করতে। আর আমি তোমাদের কাছে আমার সন্তানকে দেবো হত্যা করতে। আল্লাহর শপথ! এমনটি কখনোই ঘটবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মুতআম ইবনু আদি ইবনু নাওফিল ইবনু আবদিল মানাফ ইবনু কুসাই বলেন, হে আবু তালিব, আল্লাহর শপথ! তোমার সম্প্রদায় তোমার প্রতি ইনসাফ করতে চেয়েছিল। তুমি যা অপছন্দ করো তা থেকে মুক্তি পেতেই তারা প্রচেষ্ট চালাচ্ছিল। এবার মনে হচ্ছে তুমি কওমের পক্ষ থেকে তিক্ত কিছুর অপেক্ষা করছ।

আবু তালিব তখন মুতআমকে বললেন, আল্লাহর শপথ! তারা আমার ওপর ইনসাফ করেছে। কিন্তু তুমি আমার সম্প্রদায়কে আমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলে অবিচার করেছ। তোমার যা খুশি করতে পারো। ফলে বিষয়টি একপর্যায়ে গুরুতর রূপ ধারণ করে। এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সম্প্রদায়ের মাঝে বিবাদ বিশাল হয়ে ওঠে। একে অপরের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে।

আল কুরআনের বিশেষণ নির্ণয়ে ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরার দিশেহারা অবস্থা :

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরার কাছে কুরাইশদের একদল লোক উপস্থিত হয়। ওয়ালিদ ইবনুল মুখিরা ছিল তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ বিচক্ষণ ও সর্বাধিক প্রবীণ ব্যক্তি। হজের মওসুম ছিল অত্যাসন্ন। ওয়ালিদ তাদেরকে বলল, হে কুরাইশগণ, হজের মওসুম উপস্থিত হতে চলেছে। এ সময় তোমাদের কাছে আরবের মানুষ দলে দলে উপস্থিত হবে। তারা তোমাদের এই ব্যক্তি সম্পর্কে শুনেছে। অতএব, তাঁর বিষয়ে সকলে একটি নির্ধারিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর কেউই আর মতানৈক্য করবে না।

তারা বলল, হে আবু আবদে শামস, আপনিই বলুন, আমরা তাঁকে কী বিশেষণ দিতে পারি? আপনিই ঠিক করে দিন আমরা তাকে কী বলব। তিনি বললেন, বরং তোমরা বলো, আমি শুনছি।

তারা বলল, আমরা তাকে 'গণক' বলে চালিয়ে দেবো।

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা বলল, আল্লাহর শপথ! তিনি তো গণক নন। আমরা গণকদের দেখেছি, তাদের অন্ত্যমিলযুক্ত শব্দগুলোর সঙ্গে মুহাম্মদের আল কুরআনের কোনো সম্পর্ক নেই।

তারা বলল, আমরা তাঁকে পাগল বলব।ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা বলল, তিনি তো পাগল সন। আমরা পাগলামি সম্পরে ভালোভাবেই জানি। পাগলের সংশয়পূর্ণ অবস্থা, অপ্রকৃতিস্থতা ও পাগলানির ন্যূনতম্ব প্রভাবও তাঁর মধ্যে নেই।
তারা বলল, তাহলে তাঁকে কি 'কবি' বলবা

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা বলল, তিনি তো কবিও নন। আমরা কাব্যের আগাগোড়া সব জেনেছি। কাব্যের ছন্দ ও অলংকারসহ সবকিছুই আয়ত্ত করেছি। তাঁর প্রতি নাজিলকৃত আল কুরআন তো কাব্য নয়।

তারা বলল, তাহলে তাঁকে 'জাদুকর' বলা যায়?

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা বলল, তিনি তো আসলে জাদুকরও নন। আমরা জাদুকর ও তাদের জাদুবিদ্যার সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত। জাদুকরদের ভেলকিবাজি, ফুৎকার ও গিঁটের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

তারা বলল, হে আবু আবদে শামস, তাহলে আমরা তাকে কী বলতে পারি?

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা বলল, তাঁর কথার একটা মাধুর্য আছে। তার মূল খেজুর বৃক্ষের মতো খুবই গভীরে প্রোথিত। তার শাখা-প্রশাখা খুবই বিস্তৃত। তোমরা তাঁর সম্পর্কে যা- কিছুই ধানা করো, তা ভুল প্রমাণিত হবে। তবে তাঁর ব্যাপারে তোমাদের যে কথাটি বলা অধিক কার্যকর হবে, 'তা হলো 'জাদুকর'। 'আমরা বলব, তিনি এমন এক জাদু নিয়ে এসেছেন, যা মানুষকে তার পিতামাতা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের থেকে পৃথক করে দেয়।

এ সিদ্ধান্তের ওপর তারা মজলিস আগ করে। হজের মওসুমে লোকজন আসতে শুরু করলে তারা পথে পথে বসে যায়। যখনই কেউ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত, তারা তাকে রাসুল সাল্লাল্লার আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সতর্ক করে দিত। তাদেরকে তাঁর বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথা শুনিয়ে দিত।

এ সময় আল্লাত তাআলা ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেন-

ذَرْنِى وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمْدُونَا وَ بَيْنَ شُهُودًا وَ مَهدَتْ لَهُ تَهِيْنَاهُ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَهُ لا إله كان لامتِنَا عَيْدًا سَأَرْهِمْ، صَعُونَانَ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدْرَا ثُمَّ قَبْلَ كَيْفَ قَدْرَ ثُمَّ نَظَرَهُ ثُمَّ عَيْسَ وَبَرَهُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْرَهُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ يُؤثر إن هذا إلا قول البقرة

ছেড়ে দাও আমাকে ও আমি যাকে সৃষ্টি করেছি, একাকী। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধনসম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে চড়াব শাস্তির পাহাড়ে। সে তো চিন্তা করল এবং

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে। কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত নিল। আরও অভিশপ্ত হউক সে। কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পেছন ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল। ঘোষণা দিলো, 'এ তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এ তো মানুষেরই কথা।' [সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ১১-২৫]

রাসুল সা.-এর ব্যাপারে উতবা ইবনু রবিয়ার বক্তব্য:

ইবনু ইসহাক বলেন, আমাকে ইবনু জিয়াদ মুহাম্মদ ইবনু কাব আল কুরজি-সূত্রে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, কুরাইশ নেতা উতবা ইবনু রবিয়া একদিন কুরাইশদের বৈঠকখানায় বসে বলল (তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে একাকী বসা ছিলেন), হে কুরাইশগণ, আমি কি মুহাম্মদের নিকট যাব না? তাঁর সঙ্গে কথা বলব। তাঁকে লোভনীয় অফার দেবো। যদি এর কোনোটি মুহাম্মদ গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁকে আমরা তা দিয়ে দেবো। বিনিময়ে তিনি আমাদের ধর্মের অবমাননা করা থেকে বিরত থাকবেন।' ঘটনাটি ছিল হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। তারা দেখছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গীসাথি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। তারা সকলেই বলল, অবশ্যই হে আবু ওয়ালিদ, আপনি যান, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

উতবা উঠে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল। বলল, ভাতিজা, তুমি আমাদেরই একজন। সম্প্রদায়ে তোমার অবস্থান রয়েছে। তোমার বংশীয় মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু তুমি এমন এক ফিতনা নিয়ে এসেছ, যার মাধ্যমে কওমকে বিভক্ত করে দিচ্ছ। তাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রষ্ট আখ্যায়িত করছ। তাদের প্রতিমাগুলোকে গালমন্দ করছ। তাদের ধর্মকে ভুল বলছ। আমার কথা শোনো, আমি তোমার নিকট কিছু বিষয় পেশ করছি। এর মধ্য হতে যা খুশি তুমি গ্রহণ করে নিতে পারো।

উতবা বলল, ভাতিজা, তুমি যা নিয়ে এসেছ, এর বিনিময়ে যদি ধনসম্পদ চাও, আমরা তোমার জন্য আমাদের সম্পদ এনে হাজির করব। তোমাকে আমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা ধনী বানিয়ে দেবো। এর মাধ্যমে যদি তুমি নেতৃত্ব ও সম্মান চাও, আমরা তোমাকে নেতৃত্ব সোপর্দ করব। তোমার পরামর্শ ছাড়া একটি সিদ্ধান্তও নেব না। আর যদি এর মাধ্যমে তুমি রাজত্ব চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেবো। তোমার কাছে যে আসে, তাকে যদি তুমি দেখতে পাও কিন্তু তাড়াতে অক্ষম হও, আমরা তোমার জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা করে

দেবো। তোমার চিকিৎসার সমস্ত খরচ আমরা বহন করব। কেননা, মাঝে মাঝে (অদৃশ্য) করিন জিন মানুষের ওপর প্রভাবও ফেলে।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ উতবার কথা শুনছিলেন। উতবা থামলে তিনি বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ, আপনার বলা শেষ হয়েছে?

সে বলল, হ্যাঁ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আমার কথা শুনুন।

উতবা বললে, আমি শুনছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি-

حمٓ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَبٌ فُصِّلَتْ أَيْتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يُعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وَ قَالُوا قُلُوبُنَا فِي آكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَ فِي أَذَانِنَا وَقْرٌ وَ مِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عُمِلُوْنَ

হা-মিম। এটি দয়াময়, পরম করুণাময় সত্তার নিকট হতে অবতীর্ণ। (এটি) একটি কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, আরবি ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত। [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১-৫]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আল কুরআন থেকে আরও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন।

উতবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআনের তিলাওয়াত শুনে নির্বাক হয়ে পড়ে। দুই হাত পিঠের দিকে দিয়ে হেলান দিয়ে শুনতে থাকে। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সুরার সাজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন। সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদা দেন। অতঃপর বলেন, হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি যা শোনার শুনে নিয়েছেন। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।

উতবা উঠে তার সাথিদের নিকট চলে যায়। তারা একে অপরকে বলতে থাকে, আল্লাহর শপথ! আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, সে চেহারা আর যে চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছে, সে চেহারা মধ্যে বিস্তর পার্থক্য।

উতবা তাদের সঙ্গে বসলে তারা বলল, আপনার কী হয়েছে হে আবুল ওয়ালিদ?

উতবা বলল, আল্লাহর শপথ! আমি এমন কিছু শুনলাম, জীবনে কখনোই যা শুনিনি। তা কাব্য নয়। জাদু নয়। জ্যোতির্বিদ্যা নয়। হে কুরাইশগণ, তোমরা আমার কথা মেনে নাও। তাঁকে তাঁর পথে ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিজেদের কাজে লিপ্ত হয়ে যাও। আল্লাহর শপথ! তাঁর যে কথা আমি শুনেছি, তাতে রয়েছে মহাসংবাদ। যদি আরববাসী তাঁকে পরাজিত করে দেয়, তাহলে তো তোমরা তাঁর থেকে বেঁচে গেলে। আর তিনি যদি আরবদের ওপর বিজয়ী হয়ে যান, তাহলে তাঁর রাজত্ব তো তোমাদের রাজত্বই। তাঁর সম্মান তো তোমাদের সম্মানই। এভাবে তাঁর মাধ্যমে তোমরাই হবে সর্বাধিক ভাগ্যশালী।

তারা বলল, আল্লাহর শপথ! হে আবুল ওয়ালিদ, নিশ্চয় তিনি তোমাকে কথার জাদুতে কাবু করে দিয়েছেন।

উতবা বলল, তাঁর বিষয়ে এটিই আমার অভিমত। তোমাদের যা খুশি করতে পারো।

ইবনু ইসহাক বলেন, অতঃপর কুরাইশ গোত্রসমূহের নারী-পুরুষনির্বিশেষে সকলের মধ্যে ব্যাপকহারে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। কুরাইশরা মুসলিমদের যাকে পারছিল, বন্দি করে রাখছিল; যাকে পারছিল, নির্যাতন করে যাচ্ছিল।

রাসুল সা.-এর প্রতি ঈমান আনয়নে কুরাইশদের হঠকারিতা :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন সুস্পষ্ট সত্য। তাদের কাছে এ সত্য ছিল প্রভাতের ন্যায় উদ্ভাসিত। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের বিষয়ে জানত। তবে হিংসা-বিদ্বেষ ও নেতৃত্বের মোহ তাদেরকে সত্যগ্রহণ থেকে বিরত রাখে। তারা আল্লাহ তাআলার বিধানকে অস্বীকার করে। পূর্বের কুফরিতেই ডুবে থাকে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে-

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُون. َ

কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো। [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত: ২৬]

অর্থাৎ আল কুরআনকে তোমরা তামাশার বস্তুতে পরিণত করো। আল কুরআন নিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকো। এভাবেই হয়তো তোমরা মুহাম্মদের ওপর বিজয়ী হতে পারো। কেননা, তোমরা যদি সরাসরি তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসো, তাহলে তো তিনিই তোমাদের পরাজিত করে দেবেন।

কওম কর্তৃক রাসুল সা.-এর প্রতি অবিচার :

কুরাইশরা এবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতায় আরও বেশি কঠোর হয়ে ওঠে। চাচা আবু তালিব ও তার গোত্র বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব তাঁর পাশে দাঁড়ান। তাকে কুরাইশ মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তবে কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট প্রদানের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যঙ্গ করত, তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করত এবং যেকোনো বিষয়েই বিতণ্ডা শুরু করত। আল কুরআনে কুরাইশদের সেই সময়কার ঘটনার বাস্তব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাদের শত্রুতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের অনেকের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের কথা ও নামধাম উল্লেখ ব্যতীত সাধারণভাবে কাফিরদের আলোচনায় উঠে এসেছে।

আল কুরআনে কুরাইশদের মধ্য হতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আবু লাহাব ইবনু আবদিল মুত্তালিব ও তার স্ত্রী উম্মু জামিল বিনতু হারব ইবনু উমাইয়া অন্যতম। আবু লাহাবের স্ত্রীকে বলা হয়েছে 'হাম্মালাতাল হাতাব' বা 'জ্বালানিকাঠ বহনকারিণী'। তাকে এ নাম দেওয়ার কারণ হলো, সে কাঁটা বহন করে এনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলাচলের পথে বিছিয়ে দিত। ফলে আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে বলেন-

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّهُ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَ امْرَأَتُه : حَمَالَةَ الْخَطَبِ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّد. ٍ

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। অচিরেই সে প্রবেশ
করবে লেলিহান আগুনে। এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে থাকবে পাকানো রশি। (সূরা লাহাব, আয়াত। ১-৫)

উমাইয়া ইবনু খালফ যখনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখত, শৌল মারত ও কটাক্ষ করত। আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে নাজিল করেন-

ويل لكل همزة لمزون الذي جمع مالا وعنده يَحْسَبُ أن ماله الخادمة لا لهن بدن في الحطمة و ما ادريك ما الخطية تارُ الله الموقدة التي تطلع على الألميدان إلها عليهم موصدة في عمير

দুর্ভোগ সেইসব মানুষের, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে মানুষের নিন্দা করে। যারা অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে। তারা ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনোই না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। তুমি কি জানো হুতামা কী? তা আল্লাহর প্রজ্বলিত হুতাশন। যা হৃদয়কে গ্রাস করে নেয়। নিশ্চয়ই এটি তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। (সুরা হুমাজা, আয়াত। ১০৯)

আবু জেহেল ইবনু হিশাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আল্লাহর শপথ হে মুহাম্মদ, হয়তো তুমি আমাদের দেবদেবীর কুৎসা বর্ণনা বন্ধ করে দেবে, অন্যথায় তুমি সেই ইলাহের উপাসনা করো, আমরা সেই ইলাহের গালিগালাজ শুরু করে দেবো। আল্লাহ তাআলা তার বিষয়ে অবতীর্ণ করেন-

ولا تسبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُوا الله عَدُونَا بِغَيْرِ عِلم

আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিয়ো না। কেননা, তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিয়ে দেবে। (সুরা আনআম, আয়াত। ১০৮]

এরপর থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের দেবদেবীর সরাসরি। গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকতেন। তাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর পথে আহ্বান করতেন।

এরূপ আরেকজন মুশরিক নজর ইবনু হারিস। রাসুল সাল্লাল্লাগ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন মজলিশে অংশগ্রহণ করে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন। তাদের আস কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে শোনাতেন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে

তাদের সতর্ক করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস থেকে উঠে চলে গেলে নজর ইবনুল হারিস মজলিশের মানুষকে রুস্তন, ইন্দ্রান্দিয়ার ও পারস্যের শাহেনশাহদের ঘটনা শোনাত। অতঃপর বলত, মুহাম্মাদ আমার চেয়ে ভালো কথা বলতে পারে না। তাঁর কথা তো শুধু পূর্ববর্তী লোকদের কল্পকথা। বা আমার ঘটনাগুলোর মতোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে অবতীর্ণ করেন-

و قالوا أساطير الأولين اكتتتها فهى تملى عَلَيْهِ بكرة وأصيلا، قل النزلة البى يَعْلَمُ الشرفي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ إِلَه كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

তারা বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়। বলো, এটি তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াময়। [সুরা ফুরকান, আয়াত: ৫

তার সম্পর্কে আরও নাজিল হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ

যখন তার কাছে আমার নিদর্শন তিলাওয়াত করা হয়, সে বলে এগুলো তো পূর্ববর্তীদের উপকথা। [সুরা লুকমান, আয়াত: ৮]

নাজিল করা হয়েছে-

زيل لكل آمال اتيم يُسْمَعُ أيت الله تُتْلَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لم يسمعها ، فبشرة بِعَذَابٍ أليم.

দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহর আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অটল থাকে, যেন যে তা শুনেইনি। [সুরা জাসিয়া, আয়াত: ৭-৮

كان في التيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ اليم

তার কান ছিল বধির। অতএব, তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। [সুর

লুকমান, আয়াত: ৭]

ইবনু ইসহাক বলেন, আখনাস ইবনু শারিক ছিল বনু জাহরার মিত্র। সে গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিল। তার কথা সাধারণ মানুষ মনোযোগ দিয়ে শুনত আর সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার বিরোধিতা করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইরি ওয়া সাল্লামের নানারূপ কুৎসা রটনা করত।

আল্লাহ তাআলা তার বিষয়ে অবতীর্ণ করেন-

هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم. ٍ

অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে বলে বেড়ায়, যে কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং কুখ্যাত।

[সুরা কলম, আয়াত: ১১-১৩]
ওয়ালিদ ইবনু মুগিরাও তাদের একজন। সে বলেছিল, আমাকে বাদ দিয়ে আল কুরআন কীভাবে মুহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ হয়; অথচ আমি কুরাইশদের নেতা ও সরদার। আবু মাসউদ আমর ইবনু উমাইর আস-সাকাফির ওপরই-বা কেন তা অবতীর্ণ হলো না. তিনি তো সাকিফ গোত্রের সরদার। আমরা উভয়েই তো দুটি জনপদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে অবতীর্ণ করেন-

وَ قَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، أَهُمْ

يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَ

رحمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْن. َ

আর তারা বলে, কেন এই কুরআন দুই জনপদের কোনো প্রতিপত্তিশালী লোকের ওপর অবতীর্ণ হলো না? তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের

জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে, তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অতি উত্তম। (সুরা জুখরুফ, আয়াত: ৩১-৩২]

উবাই ইবনু খালফ ও উকবা ইবনু আবি মুষিত। তারা উভয়ে একই সঙ্গে এলো করত। উভয়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল। উকবা রাসুল সভাজাত গলাইতি ওরা পভাবে কাছে যাতায়াত করত এবং তাঁর বাণী শুনত। এ সারদ উবাইরে রিট গেছে। চরচ চকবার কাছে এসে বলল, আমি এসব কী শুনছি। তুমি নাকি মুহাম্মদের কাছে যাওয়ার করো এবং তাঁর কথা শোনো? তুমি যদি তাঁর কাছে ব্যাতায়াত করেই থাকো একা তাঁর কথা শুনে থাকো, তাহলে আমি শপথ করে বলছি, হয়তো তুমি মুহাম্মদের চেহারার গৃহ নিক্ষেপ করে আসবে অথবা আমার চেহারা দেখা তোমার জন্য হারাম পরে বারো।

আল্লাহ তাআলা উকবা ইবনু আবি মুয়িতকে ধ্বংস করুন, আল্লাহর এ শত্রু এসটিই করেছিল। সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারার পুতু নিঙ্গের করেছিল। আল্লাহ তাআলা উভয়ের ব্যাপারে অবর্তীর্ণ করেন-

و يوم بعض المطالبة على يديه يَقُولُ يَارَيِنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وق ليني لم احمد ملانا خليلا، لَقَدْ أَضَلَّ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ حامين وكان الشَّيْطَنُ الْإِنْسَانِ عَدُوْلًا.

জালিম ব্যাক্তি সেদিন নিজের দুই হাত সংশন করতে করতে বলবে, তার, আমি যদি রাসুলের সঙ্গে সৎপথ অবলহন করাতম। আমাকে কে সে বিশ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পেঁৗছার পর। শয়তান তো মানুদ্রের জন্য। মহাপ্রতারক। (সুরা ফুরকান, আয়াত: ২৭-২৯

উবাই ইবনু গালফ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহ পা সাল্লামের কাছে পুরাতন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া হাড় নিয়ে এলো। বলল, তে মুহাম্মদ, তুমি কি ধারণা করো যে, আল্লাছ তাআলা এ হাড়গুলোকে এভাবে পুরাতন হয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আবার পুনরুপিতা করবেন। অতঃপর সে হাড়গুলোকে হাত দিত্রে ঘষে গুঁড়ো করে নিল। বাতাসে রাসুলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তা উড়িয়ে দিলো। রাসুল সাল্লাল্লাত আলাইহিন জয়া সাল্লাম তার জবাবে বললেন-হ্যাঁ, আমি এটাই বলি। আল্লাত তামালা এই হারবেন এবং তোমাকে এরপ হয়ে যাওয়ার পরও আবার জীবিত করবেন। অতঃপর আল্লাম তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

অর সম্পর্কে আল্লাত তাআলা অবতীর্ণ করেন-

و ضرب لنا مثلا ولين خلقه ؟ قال مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ تحببها الذين الشاهد أول مرة : وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لكم من الشعر الأخضرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تَوْقِمُون. َ

সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে, যখন তা পচে-গলে যাবে। বলুন, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে প্রজ্বলিত করো। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৭৮-৮০]

ইসরার ঘটনা :

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক সূত্রে ইবনু হিশাম বলেন, অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করানো হয়। মসজিদে আকসা হলো ইলিয়ায় অবস্থিত বাইতুল মুকাদ্দাস। এ সময়টিতে কুরাইশসহ মক্কার অন্য গোত্রগুলোর মধ্যেই ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে।
ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা ছিল সকলের জন্য মহাপরীক্ষা। এ ইসরা আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অন্যতম এক নিদর্শন। এতে বিবেকবানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও রহমত। এ ইসরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি দৃঢ় সত্য (বিষয় বা ঘটনা)। আল্লাহ তাআলা যেভাবে চেয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নৈশভ্রমণ করিয়েছেন, যাতে তাঁকে নিজের অনন্য নিদর্শন দেখাতে পারেন। পথিমধ্যে আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা বলে অনেক কিছু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়েছেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একবার আমি হিজরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার কাছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আগমন করেন। আমাকে মৃদু স্পর্শের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলেন। আমি উঠে বসি। তবে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি আবার ঘুমোতে চলে যাই। তিনি দ্বিতীয়বার আমার কাছে আসেন এবং পুনর্বার স্পর্শের অনুভূতি লাভ করি। আমিউঠে বসি। তবে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি আবার বিছানায় ঘুমোতে যাই। তিনি তৃতীয়বার আমার কাছে আসেন এবং স্পর্শ করেন। আমি উঠে বসি। তিনি আমার বাহু ধরেন। আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়াই। তিনি আমাকে নিয়ে মসজিদের দরজার দিকে বেরিয়ে আসেন। আমি খচ্চর ও গাধার মধ্যবর্তী আকৃতির একটি প্রাণী দেখতে পাত। প্রাণীটির উরুতে দুটি ডানা ছিল। তিনি আমাকে প্রাণীটির পিঠে আরোহণ করান। অতঃপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণীটিতে চড়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে পৌঁছান। এখানে তিনি নবিদের একটি দলের মধ্যে হজরত ইবরাহিম, মুসা, ঈসা আলাইহিমুস সালামকে দেখতে পান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ইমাম হয়ে তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর দুটি পাত্র নিয়ে আসা হয়, যার একটির মধ্যে ছিল মদ। অপরটিতে দুধ।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধের পাত্রটি গ্রহণ করেন। সেখান থেকে পান করেন। মদের পাত্রটি রেখে দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেন, আপনি সৃষ্টিগতভাবেই হিদায়াতপ্রাপ্ত। আপনার উম্মতও হিদায়াতপ্রাপ্ত হোক হে মুহাম্মদ, তবে আপনাদের প্রতি মদ হারাম করা হয়েছে।

অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফিরে আসেন। সকাল হলে তিনি কুরাইশদের নিকট ইসরা তথা নৈশভ্রমণের ঘটনাটি খুলে বলেন।

অধিকাংশ লোক এ ঘটনা শুনে বলেন, আল্লাহর শপথ! এটি একটি অবিশ্বাস্য বিষয়। আমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর মক্কা থেকে শামে যেতে একমাস লেগে যায়। আবার ফিরে আসতে আরও এক মাস লেগে যায়। সে স্থানে মুহাম্মদ এক রাতে কীভাবে পৌঁছায়? একই রাতে আবার মক্কায় কীভাবে ফিরে আসে?

বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘটনা শুনে অনেক মুসলিমও মুরতাদ হয়ে যায়। মানুষ আবু বকরের নিকট সমবেত হয়। তারা তাঁকে বলেন, হে আবু বকর, আপনার সাথির খোঁজ রাখেন কি? তিনি তো দাবি করছেন যে, এই এক রাতের মধ্যেই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে সালাত আদায় করেছেন এবং মক্কায় ফিরে এসেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু বকর তাদের বললেন, তোমরা কি তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করছ? তারা বলল, অবশ্যই। এই তো তিনি মসজিদে আছেন। মানুষকে এই ঘটনা বলে চলছেন।আবু নকর বললেন, যদি তিনি এই কথা বলে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সত্য বলেছেন। এতে তোমাদের আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে সংবাদ দেন যে,

রাত বা দিনের কোনো একটি অংশে আসমান থেকে জমিনে তাঁর কাছে আল্লাহর ওহি পৌঁছায়। আমি তা-ও সত্যায়ন করি। তাহলে এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী-ইবা আছে?

আবু বকর সিদ্দিক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। তাঁকে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি মানুষকে বলেছেন যে, আপনি এ রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ বলুন।

হাসান বলেন, অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন আমার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হলো। আমি তা স্পষ্ট দেখছিলাম। সে চিত্র দেখে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ শোনাচ্ছিলেন। আবু বকর বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর (তরফ হতে সত্য) রাসুল। সবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন, হে আবু বকর, আপনি তো 'সিদ্দিক' (সত্যবাদী)। সেদিন থেকেই আবু বকর সিদ্দিক তথা 'সত্যবাদী' উপাধি লাভ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, ইসরার ঘটনায় যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তাদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন-

وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْآنِ ، وَ تُخَوِّفُهُمْ ، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি, তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করি। কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাকেই বৃদ্ধি করে। [সুরা ইসরা, আয়াত: ৬০]

মিরাজের ঘটনা :

ইবনু ইসহাক বলেন, আবু সাইদ আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আবু সাইদ আল খুদরি বলেন, আমি রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের সাল্লাগুলো থেকে অবসর হলে আমাকে মিরাজে তথা উর্ধ্বজগতের ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি মিরাজের দৃশ্যগুলোর মতো অধিক সুন্দর দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে উর্ধ্বাকাশে গমন করেন। একপর্যায়ে আমরা প্রথম আকাশের কোনো একটি দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছি। এটিকে বলা হয় বাবুল হাফাজা বা রক্ষকদের দরজা। এই দরজায় একজন ফেরেশতা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর নাম ইসমাইল। তাঁর অধীনে ১২ হাজার ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অধীনে আবার আরও ১২ হাজার করে ফেরেশতা রয়েছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনা বর্ণনাকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَۚ

তোমার রবের সৈন্যদের প্রকৃত ধারণা একমাত্র তাঁর কাছেই আছে। [সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩১]

অতঃপর যখন তিনি আমাকে নিয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, ফেরেশতা জানতে চাইলেন, ইনি কে হে জিবরাইল?

জিবরাইল উত্তর দিলেন, ইনি মুহাম্মদ।

ফেরেশতা বললেন, তাঁকে কি প্রেরণ করা হয়েছে?

জিবরাইল বললেন, হ্যাঁ।

ফেরেশতা বললেন, উভয়েই আমার জন্য কল্যাণের দুআ করবেন।

আবু সাইদ আল খুদরি তাঁর হাদিসে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লান বলেন, যখন আমি প্রথম আকাশে প্রবেশ করলাম, দেখলাম একজন লোক সেখানে উপবিষ্ট আছেন। আদম সন্তানদের সকল রুহ তাঁর কাছে পেশ করা হয়েছে। যখন তাঁর কাছে কোনো সৎ ব্যক্তির রুহ পেশ করা হতো, তিনি আনন্দিত হয়ে বলতেন, এই সং রুহ, যা সৎ ব্যক্তির দেহ থেকেই বের হয়েছে।

আর যখন তাঁর কাছে কোনো অসৎ ব্যক্তির রুহ পেশ করা হতো, তিনি চেহারা মলিন করে বলতেন, অসৎ রুহ, যা অসৎ ব্যক্তির দেহ থেকেই বের হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জানতে চাইলাম, হে জিবরাইল, ইনি কে? জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর সামনে তাঁর সন্তানদের রুহ পেশ করা হচ্ছে। তাঁর সামনে কোনো মুমিনের রুহ এলে তিনি আনন্দিতহচ্ছেন এবং বলছেন, সৎ রুহ, যা সৎ ব্যক্তির দেহ থেকেই বের হয়েছে। আর যখন তাঁর সামনে কোনো কাফিরের রুহ আসছে, তিনি আফসোস করছেন এবং বিষণ্ণ হচ্ছেন। চেহারা মলিন করে বলছেন, অসৎ রুহ, যা কোনো অসৎ দেহ থেকে বের হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি একদল মানুষ দেখলাম, তাদের ঠোঁটগুলো উটের ঠোঁটের মতো। তাদের হাতে একমুষ্ঠি আয়তনের আগুনের টুকরো। তারা সে আগুন তাদের মুখে নিক্ষেপ করছে। আগুনের টুকরোগুলো তাদের পশ্চাৎদেশ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরাইল, এরা কারা?

জিবরাইল বললেন, এরা জোরপূর্বক এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করেছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি একদল লোক দেখলাম, যাদের পেটগুলো বিশাল বড়। তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাদের কাছ দিয়ে পিপাসিত উটের মতো একদল পশু অতিক্রম করছিল। পশুগুলো তাদেরকে নির্মমভাবে পিষে ফেলছিল। তারা নিজেদের স্থান থেকে সরে যাওয়ার শক্তিটুকুও পাচ্ছিল না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জানতে চাইলাম, হে জিবরাইল, এরা কারা?

জিবরাইল বললেন, এরা সুদখোর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি আরও একদল লোক দেখতে পাই। তাদের হাতে উত্তম মূল্যবান গোশত। এর পাশেই পচা দুর্গন্ধময় খারাপ গোশত। তারা উত্তম মূল্যবান গোশত রেখে সেই দুর্গন্ধময় পচা গোশতই খাচ্ছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জানতে চাইলাম, হে জিবরাইল, এরা কারা?

জিবরাইল বললেন, এরা সেই সকল লোক, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হালাল ঘোষণা করা নারীদের রেখে হারাম ঘোষিত নারীদের কাছে গিয়ে যৌন-চাহিদা মেটাত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি একদল নারীকে দেখলাম, যাদেরকে তাদের স্তনের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, হে জিবরাইল, এরা কারা?

জিবরাইল বললেন, এরা সেই সকল নারী, যারা গাইরে মাহরামকে প্রবেশের অনুমতি দিত।বাবুল সাল্লাল্লান্ত আলাইয়ি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমাফে দ্বিতীয় আকাশে নবেশ করানো ভলো। সেখানে আমি ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইয়াহইয়া ইবন জাকারিয়াকে দেখতে গেলাম।

গায়ন সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমাকে তৃতীয় আকাশে প্রবেশ করানো হলো। সেখানে আমি এমন একজন লোককে দেখতে পেলাম, যার সৌন্দর্য ছিল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো।

বাগুণ গালালাও আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জানতে চাইলাম হে জিবরাইল, ইনি কে?

জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার ভাই ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব।

রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমাকে চতুর্থ আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হলো। সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলাম। জানতে চাইলাম, ইনি কে?

জিবরাইল বললেন, তিনি ইদরিস আলাইহিস সালাম।

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন-

و رَفَعَنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

আর আমি তাঁকে উন্নত স্থানে উন্নীত করলাম। (সুরা মারইয়াম, আয়াত। ৫৭]
অতঃপর আমাকে পণম আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হলো। সেখানে আমি সাদা চুল ও দাড়ি-বিশিষ্ট একটি আকৃতি দেখতে পেলাম। তাঁর দাড়িগুলো বেশ বড়। আমি এমন অবয়ব কখনোই দেখিনি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জানতে চাইলাম, হে জিবরাইল, ইনি কে?

জিবরাইল বললেন, তিনি তাঁর সমাজের প্রিয় লোক হারুন ইবনু ইমরান।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমাকে যষ্ঠ আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হলো। সেখানে আমি উন্নত নাক-বিশিষ্ট একজন তামাটে বর্ণের লোক দেখতে গেলাম। মনে হচ্ছিল যে, তিনি শানুয়া গোত্রের লোক। আমি জানতে চাইলাম, হে জিবরাইল, ইনি কে?

জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার ভাই মুসা ইবনু ইমরান।
অতঃপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাইতুল মামুরের দরজার কাছে চেয়ারে একজন লোক উপবিষ্ট দেখতে পাই। বাইতুল মানুষের এ দরজাটি প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। কিয়ামত অবধি তারা আর ফিরে আসেন না। সেই লোকটি ও আমার মধ্যে অদ্ভূতরূপে সাদৃশ্য ছিল, এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ লোক আমি পূর্বে কখনোই দেখিনি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বললাম, হে জিবরাইল, ইনি কে?

জিববাইল বললেন, ইনি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। আমি সেখানে অনিন্দ্যসুন্দরী একটি বালিকা দেখতে পেলাম। তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্য? বালিকাটি উত্তর দিলো, আমি জায়িদ ইবনু হারিসার জন্য।

অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়িদ ইবনু হারিসাকে সেই বালিকার সুসংবাদ দিলেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, জিবরাইল যখনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কোনো আকাশে প্রবেশ করতেন, তখন অনুমতি প্রার্থনার সময় ফেরেশতাগণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাইল, ইনি কে?

ک

জিবরাইল উত্তর দিলেন, তিনি মুহাম্মদ।

ফেরেশতাগণ জানতে চাইলেন, তিনি কি প্রেরিত হয়েছেন?

জিবরাইল উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

অতঃপর ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

এভাবে সপ্তম আকাশে প্রবেশ পর্যন্ত একই ঘটনা ঘটে। অতঃপর তাঁকে তাঁর রবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দৈনিক ৫০ রাকাত সালাত ফরজ করা হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি ফিে আসছিলাম। যখন আমি মুসা ইবনু ইমরানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি আমার কাে জানতে চাইলেন, আপনার প্রতি কত রাকাত সালাত ফরজ করা হয়েছে?

আমি তাঁকে বললাম, দৈনিক ৫০ রাকাত।
মুসা বললেন, সালাত খুবই কঠিন ইবাদত। আপনার উম্মত দুর্বল (প্রকৃতির)। আপনি রবের কাছে ফিরে যান। তাঁকে আপনার ও আপনার উম্মতের ওপর কিছুটা লাঘব করার আবেদন করুন।

অতঃপর আমি ফিরে গেলাম। আমার রবের কাছে আমার ও আমার উম্মতের ওপর লাঘব করার আবেদন করলাম। ফলে আমার থেকে ১০ রাকাত কমিয়ে দেওয়া হলো।

আতঃপর আমি রবের কাছ থেকে চলে এলাম। মুসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আবার আগের মতোই বললেন। আমি ফিরে এলাম এবং রবের সকাশে লাঘব করার আবেদন করলাম। তিনি আমাকে আরও ১০ রাকাত কমিয়ে দিলেন।

অতঃপর আমি চলে এলাম। মুসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আবার আগের মতোই বললেন। আমি ফিরে এলাম এবং রবের সকাশে লাঘব করার আবেদন করলাম। তিনি আমাকে আরও ১০ রাকাত কমিয়ে দিলেন।

এরপর প্রতিবারই তিনি আমাকে আগের মতো বলতে থাকলেন। যখনই আমি চলে যেতে উদ্যত হতাম, তিনি বলতেন, যাও এবং লাঘব করার আবেদন করো। এভাবে মাত্র পাঁচ রাকাত সালাত অবশিষ্ট থাকে।

অতঃপর আমি মুসার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তিনি আমাকে এবারও আগের মতোই বললেন। আমি বললাম, আমি বারবার আমার রবের কাছে ফিরে গেছি এবং তাঁর দরবারে লাঘব করার আবেদন করেছি। এখন আবারও একই আবেদন নিয়ে রবের নিকট যেতে আমি সংকোচবোধ করছি। আমি আর কমানোর আবেদন করতে পারব না।

(অতঃপর তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন,) তোমাদের যে ব্যক্তি দৈনিক এই পাঁচ রাকাত সালাত ঈমানের সঙ্গে সাওয়াবের আশায় আদায় করবে, তাকে পঞ্চাশ রাকাত সালাত আদায়ের সাওয়াব দেওয়া হবে।

বিদ্রূপকারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট :

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করে চলছিলেন। সমাজের মিথ্যারোপ, অস্বীকার, নির্যাতন ও বিদ্রুপ সত্ত্বেও তাদেরকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন।

সমাজের পাঁচজন লোক বিদ্রুপের ক্ষেত্রে খুবই বাড়াবাড়ি করছিল। তাদের প্রভাবও ছিল প্রচুর। এবং তাদের অন্যতম হলো আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব।

ইবনু ইসহাক বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিবের নির্যাতন ও বিদ্রুপে অতিষ্ঠ হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিরুদ্ধে বদ দুআও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ, তার চক্ষু অন্ধ করে দিন। তাকে সন্তানহারা করে দিন।

অন্য চারজন হলো আসওয়াদ ইবনু ইয়াগুস, ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা, আস ইবনু আইল ও হারিস ইবনুত তুলাতিলা।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের নির্যাতন ও বিদ্রুপ বেড়ে গেলে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهَا أَخَرَةً فَسَوْفَ يَعْلَمُوْن. َ

অতএব, আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করে চলুন। আমিই যথেষ্ট আপনার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে। যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করেছে। সুতরাং অচিরেই তারা (তার পরিণাম) জানতে পারবে। [সুরা হিজর, আয়াত: ৯৪-৯৬]

জিনদের রাসুল সা.-এর কথা শ্রবণ ও ঈমান গ্রহণ :

ইবনু ইসহাক বলেন, অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকিফ গোত্র থেকে নিরাশ হয়ে তায়েফ হতে মক্কার পথে রওনা হন। নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি রাতের বেলা সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় জিনদের একটি দল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। জিনদের এ দলটির আলোচনা আল্লাহ তাআলা আল কুরআনেও উল্লেখ করেছেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, আমার কাছে পৌঁছানো সংবাদ অনুপাতে জিনেরা সংখ্যায় ছিল সাতজন। তারা ছিল নাসিবাইনের অধিবাসী। তারা সালাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করলে তারা দ্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট দাওয়াত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। এরই মধ্যে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কুরআনের যে বাণী শুনেছিল, তাতে সাড়া দিয়ে ঈমান গ্রহণ করে নেয়।

আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের ঘটনার বর্ণনা করে বলেন-

واإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا الصنوا ، فَلَمَّا قَضِي وَ لَوْ إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كلما أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَىالْحَقِّ وَ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، يُقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم.

স্মরণ করো, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে। যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, তারা বলল, চুপ করে শ্রবণ করো। যখন কুরআন পাঠ সম্পন্ন হলো, তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

তারা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন একটি কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার পরে, এটি পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি সাড়া দাও। এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন। [সুরা আহকাফ, আয়াত: ২১-৩১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

বলুন, আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে যে, একদল জিন শ্রবণ করেছে। [সুরা জিন, আয়াত: ১]

রাসুল সা.-এর কাছে যুদ্ধবিধান নাজিল হওয়া :

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক আল মুত্তালিবি হতে বর্ণিত, আকাবার বাইআতের পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার জন্য রক্তপাত বৈধও ছিল না। তখন মূর্খদের সকল নির্যাতন ও উপহাসের জবাবে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর নিকট দুআ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে কুরাইশরা তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করত।

তাকে দ্বীন থেকে দূরে সরাতে নানান চেষ্ট করত। দেশান্তরিতও করা হতো। দ্বীনের জন্য তাদের প্রচুর জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হতো। জুলুম থেকে বাঁচতে হিজরত করতে হতো। তাদের মধ্যে কেউ হাবশায় হিজরত করেছেন। কেউ মদিয়ায় হিজরত করেছেন। কেউ উভয় স্থানেই হিজরত করেছেন।

কুরাইশরা আল্লাহর প্রতি ঔদ্ধত্যের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখায়। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে। যারা আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেন, তার ইবাদতে লিপ্ত হন, রাসুলকে সত্যায়ন করেন এবং দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেন, তাদেরকে শাস্তি দেয় এবং দেশান্তরিত করে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে তাদের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেন।

জিহাদের অনুমতি দিয়ে আয়াত নাজিল হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করা হয়। আমার কাছে উরওয়া ইবনু জুবাইর ও অন্য আলিমদের সূত্রে পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিহাদের অনুমতি দিয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রথম বাণী হলো-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير. ُ

যারা নির্যাতিত হয়েছে, তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। [সুরা হজ, আয়াত: ৩৯]

ইবনু ইসহাক বলেন, আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। আনসারগণও ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতার বাইআত দেন। তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে যারা হিজরত করেছিলেন এবং যারা মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন সকলকেই মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। সেখানে গিয়ে তাদের আনসার ভাইদের সঙ্গে মিলিত হতে বলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এমন ভাই ও গৃহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা নিরাপদ থাকবে।

মুসলিমগণ দলে দলে মদিনায় হিজরত করতে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবলে মদিনায় হিজরতাআলার পক্ষ থেকে মদিনায় হিজরতের অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিরা মদিনায় হিজরত করলেও তিনি মক্কায় অবস্থান করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হিজরতের অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। আলি ইবনু আবি তালিব ও আবু বকর ইবনু আবি কুহাফা আস সিদ্দিক ব্যতীত একেবারেই নিরুপায় হওয়া ছাড়া তখন মক্কায় আর কোনো মুসলিমই অবশিষ্ট ছিলেন না।

আবু বকর সিদ্দিকও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বারবার হিজরতের অনুমতি চাইছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলতেন, তাড়াহুড়ো করবেন না। হয়তো আল্লাহ তাআলা আপনার কোনো সাথি জুড়ে দেবেন। ফলে আবু বকর সিদ্দিক কাঙ্ক্ষিত সাথির আশায় অপেক্ষা করতে থাকেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশরা দেখতে পেল যে, দেশ ও গোত্রের বাইরেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী ও সহযোগী রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিরাও হিজরত করে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তারা বুঝতে পারে যে, তারা নিরাপদ আশ্রয়স্থল পেয়ে গেছেন। তারা সহযোদ্ধাও পেয়ে গেছেন, যারা তাদের পাশে দাঁড়াবে। ফলে কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বের হওয়া নিয়ে সতর্ক প্রহরায় ছিল। তারা এ-ও বুঝে গিয়েছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সকল মুসলিমকে মদিনায় সমবেত করছেন।

বিষয়টি নিয়ে কুরাইশরা বৈঠকখানায় পরামর্শে বসে। এটি ছিল কুসাই ইবনু কিলাবের বাসা। কুরাইশরা সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখান থেকেই নিত। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কী করা যায়, তা নিয়ে এখানে পরামর্শ করছিল।ইবনু ইসহাক বলেন,

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য দারুন নদওয়াতে সমবেত হলো। সেই দিনটির নাম দেওয়া হয় 'ইয়াউমুজ জাহমা' বা সমাবেশ দিবস। এ সমাবেশে ইবলিশও পাগড়ি পরে বৃদ্ধের বেশে অংশগ্রহণ করে। ইবলিশ গৃহের দরজার কাছে অবস্থান নেয়। কুরাইশরা তাকে দরজার কাছে দেখে বলে, বৃদ্ধটি কে?

'ইবলিশ উত্তরে বলে, আমি নজদের এক বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। তোমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরে উপস্থিত হয়েছি। হয়তো আমার কোনো অভিমত তোমাদের কাজেও লাগতে পারে।'

তারা বলল, ঠিক আছে। ভেতরে প্রবেশ করুন।

ইবলিশ তাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। এ বৈঠকে কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়। কুরাইশদের বাইরের অনেকেও শরিক হয়।

তারা একে অপরকে বলছিল, এ লোকের অবস্থান কী ছিল, তা তোমরা সকলেই জানো। এখন আমাদের বাইরেও তার অনুসারী হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে আমাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ দিতে পারি না। কী করা যায় সকলেই মতামত দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা পরামর্শ করে। একজন বলল, তাকে লোহার খাঁচায় বন্দি করে মুখ তালাবদ্ধ করে দেওয়া হোক। অতঃপর তার সেই পরিণতির অপেক্ষা করা হোক, যা তার পূর্ববর্তী কবিদের ওপরও আপতিত হয়েছিল। জুহাইর ও নাবিগাসহ অন্যরাও এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তাকেও মৃত্যু সেভাবে পেয়ে বসবে।

নজদি বৃদ্ধ বলল, আমার মনে হচ্ছে তোমাদের পরামর্শে কাজ হবে না। তোমরা যদি তাকে তালাবদ্ধ করো, তাহলে দরজার পশ্চাৎ দিয়ে তার বিষয়গুলো বেরিয়ে পড়বে। তার সহযোগীরা

তোমাদের ওপর চড়াও হবে। তাকে তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে তার অনুসারী বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের ওপরও তারা জয়ী হয়ে যাবে। তোমাদের এ পরামর্শ কার্যকর মনে হচ্ছে না। আরও চিন্তাভাবনা করে নতুন কোনো পন্থা বের করো।

তাদের একজন বলল, তাকে আমাদের মধ্য থেকে তাড়িয়ে দিই। তাকে দেশান্তরিত করি। তাকে আমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়ার পর সে কোথায় যাবে, তা আমাদের দেখার বিষয় না। এভাবে আমরা তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

নজদি বৃদ্ধ বলল, আল্লাহর শপথ! এ অভিমতও কার্যকারী নয়। তোমরা কি তার কথার মাধুর্য দেখোনি! তার মিষ্টি বাচনভঙ্গি কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। যে ব্যক্তিই তার কাছে আসে, সে তার হৃদয় জয় করে নেয়। তাকে দেশান্তরিত করাই সমাধান নয়। সে আরবের অন্য কোনো জনপদে গিয়ে আস্তানা গড়বে। তার কথা ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের জয় করে তার অনুসারী বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদের নিয়েই তোমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে। তোমাদের অঞ্চলে এসেই তোমাদের পদদলিত করবে। তোমাদের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবে। তোমাদের সঙ্গে যা খুশি তাই করবে। তোমরা তার ব্যাপারে ভিন্ন কিছু চিন্তা করো।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু জেহেল ইবনু হিশাম বলে, তার বিষয়ে আমার একটি ভিন্ন অভিমত আছে। এটি শুনলে হয়তো তোমরা আর দ্বিমত পোষণ করবে না।

তারা বলল, হে আবুল হাকাম, তোমার অভিমতটি কী?

আবু জেহেল বলল, আমার অভিমত হলো, আমরা আমাদের প্রত্যেক শাখা গোত্র হতে একজন করে শক্তিশালী যুবক নির্ধারণ করব। প্রত্যেক যুবকের হাতেই একটি করে উন্মুক্ত তরবারি থাকবে। তারা সকলেই একসঙ্গে মুহাম্মদের কাছে যাবে। সকলেই একসঙ্গে এক ব্যক্তির আঘাতের মতো আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে আমরা তার থেকে নিষ্কৃতি পাব। তারা এমনটি করলে মুহাম্মদের রক্তপণ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। ফলে বনু

আবদিল মানাফ তার সকল গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। ফলে আমাদের ওপর তার রক্তপণ ধার্য করা হবে। আমরা তাদেরকে রক্তপণের মূল্য আদায় করে দেবো।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নজদি বৃদ্ধ বলল, এ ব্যক্তি যথার্থ বলেছে। এই অভিমতের ওপর কোনো অভিমতই হতে পারে না।

সকলেই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বৈঠকখানা ত্যাগ করে।

এ সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। তাঁকে বললেন, এ রাতে আপনি নিজের বিছানায় ঘুমাবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলে বিভিন্ন গোত্রের যুবকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজায় এসে জড়ো হয়। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তাঁকে কাবু করা সহজ হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবস্থান নিতে দেখে আলি ইবনু আবি তালিবকে বললেন, তুমি আমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ো। আমার এ সবুজ হাদারামি চাদরটি মুড়িয়ে নাও। আর নিশ্চিত থাকো যে, তোমার অপছন্দনীয় কিছুই তারা তোমাকে করতে পারবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বে সাধারণত তার এ চাদরটি মুড়ি দিয়েই ঘুমাতেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনু কাব আল কুরজি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা জড়ো হলো। তাদের মধ্যে আবু জেহেল ইবনু হিশামও ছিল। তারা সকলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় পাহারারত ছিল। এমন সময় আবু জেহেল বলল, মুহাম্মদ ধারণা করে যে, তোমরা তাঁর অনুসরণ করলে আরব-আজমের কর্তা হয়ে যাবে। অতঃপর মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে। তোমাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে। আর যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে সে তোমাদের হত্যা করবে। মৃত্যুর পর তোমরা আবার পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তোমরা অনবরত দগ্ধ হতে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেলেন। একমুষ্ঠি মাটি হাতে তুলে নিলেন। অতঃপর মনে মনে বললেন, আমি এরূপ বলব যে, তুমি তাদেরই একজন।

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের চোখে পর্দা দিয়ে দিলেন। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতেই পেল না। সেই মাটিগুলো তাদের চোখেমুখে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা ইয়াসিনের এ আয়াতগুলো ■ তিলাওয়াত করছিলেন-

يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَمْ أَرْحِيمِ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غُفِلُوْنَ، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ إِنَّا جَعَلْنَعِمِهِمْ فِيْنَ أَغْلُلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ، وَ جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفَهًا وَ مِنْ خَلْمَهًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ۝ا

ইয়া-সিন। শপথ জ্ঞানময় কুরআনের। আপনি অবশ্যই রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত। আপনি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে। যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে, যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। যার ফলে তারা উদাসীন। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। আমি তাদের গলদেশ চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, ফলে তারা

ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, ফলে তারা আর দেখতে পায় না।

[সুরা ইয়াসিন, আয়াত ১-৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন। কাফিরদের সকলের চোখে-মুখে ধুলো লেগে গেল। তিনি নীরবে বের হয়ে চলে গেলেন।

এ সময় একজন লোক ছুটে এলো। সে পূর্বে তাদের মধ্যে ছিল না। সে বলল, এখানে তোমরা কীসের অপেক্ষা করছ?

তারা বলল, আমরা মুহাম্মদের অপেক্ষা করছি।

সে বলল, আল্লাহ তোমাদের ব্যর্থ করুক। মুহাম্মদ তো তোমাদের এখান থেকে বের হয়ে গেছে। তোমাদের সকলের মাথায়ই সে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তোমরা কি তোমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না?

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর প্রত্যেকেই নিজেদের মাথায় হাত দিলো। দেখতে পেল যে, ধুলো লেগে আছে। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে। দেখে যে, রাসুলের বিছানায় রাসুলের চাদর গায়ে দিয়ে কেউ একজন শুয়ে আছে। তারা বলতে লাগল, নিশ্চয় এ মুহাম্মদ। চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

এভাবেই তারা সকাল হওয়ার অপেক্ষা করে। আলি বিছানা থেকে উঠলে তারা বলে, আমাদের কথাগুলো তো ঠিকই ছিল।

ইবনু ইসহাক বলেন, এ সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে হিজরতের অনুমতি দেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবু বকর ছিলেন সম্পদশালী লোক। তিনি পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তাড়াহুড়ো করবেন না। হয়তো আল্লাহ তাআলা আপনার জন্যও সাথি জুড়িয়ে দেবেন।

তিনি আশান্বিত ছিলেন যে, এর দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কথাই বলেছেন। ফলে তিনি দুটি বাহন ক্রয় করে রেখেছিলেন। বাহনজন্তু দুটিকে তিনি বাড়িতে পেলে-পুষে তৈরি করছিলেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত আবু বকরের বাসায় দিনের দুই অংশের কোনো অংশে আসতেন। হয়তো সকালের দিকে। অথবা সন্ধ্যার দিকে। যেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিজরত করে মদিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, সেদিন তিনি এমন সময়ে এলেন, যে সময় তিনি সাধারণত আসেন না।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবু বকর তাঁকে দেখে বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময়ে এসেছেন। অবশ্যই বিশেষ কিছু ঘটেছে।

*

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করলেন। আবু বকরের খাট থেকে আসতে একটু বিলম্ব হচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ও আমার বোন আসমার পাশে বসলেন। রাসুল বললেন, এদেরকে আমার কাছ থেকে বের

করে নিয়ে যাও। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা তো আমারই দুই মেয়ে। কী হলো-আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবু বকর বললেন, আমিও কি সঙ্গে যাচ্ছি হে আল্লাহর রাসুল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমিও সঙ্গে যাচ্ছ।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর শপথ! এর পূর্বে আমি কাউকেই আনন্দে কেঁদে উঠতে দেখিনি। আবু বকর এ কথা শুনে আনন্দে কেঁদে উঠেছিলেন।

অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এ দিনের প্রত্যাশাতেই এ বাহন দুটি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম।

তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আরকাতকে ভাড়া নিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আরকাত ছিলেন বনু দুআল ইবনু বকরের লোক। তার মা ছিলেন বনু সাহম ইবনু আমর গোত্রের নারী। তিনি মুশরিক ছিলেন। অর্থের বিনিময়ে তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। আবু বকর তার জিম্মায় বাহন দুটি রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ বাহনগুলো দেখভাল করার দায়িত্ব তার কাছেই ছিল।

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আবু বকর ইবনু আবি কুহাফার কাছে এলেন। বাড়ির পেছনের ছোট দরজা দিয়ে উভয়ে বের হয়ে গেলেন। তাদের প্রাথমিক গন্তব্য ছিল সাওর পাহাড়ের গুহা। এটি মক্কার পাদদেশের একটি পাহাড়। উভয়েই গিয়ে সাওর পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করলেন।

আবু বকর তার সন্তান আবদুল্লাহ ইবনু আবি বকরকে পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন দিনের বেলায় মানুষ তাদের সম্পর্কে কী বলে তা শুনে রাখেন এবং রাতের বেলা এসে সেদিনের সকল সংবাদ দিয়ে যান।

সুরাকা বলেন, এরপর আমি এখানে সামান্য সময় অবস্থান করেই বাড়িতে চলে এলাম। আমি আমার ঘোড়া তলব করলাম। ঘোড়াটা উপত্যকাতেই ছিল। আমি হাতিয়ার চাইলাম। আমার কামরা থেকেই হাতিয়ার এনে দেওয়া হলো। আমি আমার বাজির তির বের করে নিলাম। পোশাক পরে বের হয়ে গেলাম। প্রথমে আমি পরীক্ষামূলক তির চালনা করলাম। আমার অপছন্দনীয় তিরটিই বের হয়ে এলো। তাতে লেখা ছিল, তার কোনো ক্ষতি হবে না।

সুরাকা বলেন, আমার কামনা ছিল আমি মুহাম্মদকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দেবো। তাদের থেকে ১০০ উট পুরস্কার পাব। আমি তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে করে অগ্রসর হলাম। পথিমধ্যে আমার ঘোড়াটি আমাকে নিয়ে মাটিতে দেবে গেল। আমি মুখ থুবড়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। সুরাকা বলেন, আমি বলতে লাগলাম, এটা কী হলো?
অতঃপর আমি আবার তির চালনা করলাম। এবারও আমার অপছন্দনীয় তির বের হয়ে এলো, যাতে লেখা ছিল, তার কোনো ক্ষতি হবে না।

সুরাকা বলেন, তবু আমি তার পিছু ছাড়লাম না। আমি আবারও তাঁর পিছু পিছু ছুটতে থাকলাম। আমার ঘোড়াটি আমাকে নিয়ে আবার হোঁচট খেলো। আমি মুখ থুবড়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। সুরাকা বলেন, আমি বলতে লাগলাম, এটা কী হলো?

অতঃপর আমি আবার তির চালনা করলাম। এবারও আমার অপছন্দনীয় তিরটি বের হয়ে গেল, যাতে লেখা ছিল, তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।

সুরাকা বলেন, তবু আমি তাঁর পিছু ছাড়লাম না। আমি আবারও তাঁর পিছু ছুটতে লাগলাম। অতঃপর আমি তাদের সন্ধান পেয়ে গেলাম। এমন সময় আমার ঘোড়াটি আবার হোঁচট খেলো।

ঘোড়ার সামনের দুইপা মাটিতে দেবে গেল। আমি ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লাম। অতঃপর ঘোড়াটি দুইপা মাটি থেকে টেনে তুলল। সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে লাগল।

সুরাকা বলেন, আমি এ ধোঁয়া দেখেই বুঝে গেলাম যে, আমাকে অদৃশ্য থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সবকিছুই স্পষ্ট ছিল। আমি তাদেরকে চিৎকার করে ডাকলাম। বললাম, আমি সুরাকা ইবনু মালিক। আমার জন্য একটু অপেক্ষা করুন। আমি একটু কথা বলব। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের সন্দেহে ফেলব না। আমার থেকে আপনাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

সুরাকা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন, তাকে বলো, সে আমাদের কাছে কী চায়?

সুরাকা বলেন, আবু বকর আমাকে এটাই জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি আমাকে একটি চিরকুট লিখে দেবেন, যা আমার ও আপনার মধ্যে নিদর্শন হয়ে থাকবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু বকর, তাকে লিখে দাও।

ইবনু ইসহাক বলেন, পথপ্রদর্শক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরকে নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে চলতে লাগলেন। অতঃপর উপকূলের দিকে সরে আসলেন।

পথপ্রদর্শক তাদেরকে নিয়ে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ রাত্রি অতিক্রম করার পর সোমবার কুবায় বনু আমর ইবনু আউফের এলাকায় পৌঁছান। তিনি যখন এ অঞ্চলে প্রবেশ করেন, তখন পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর ছিল। সূর্য ছিল খুবই উত্তপ্ত।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবদুর রহমান ইবনু ওয়াইমি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার গোত্রভুক্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবি বর্ণনা করেছেন যে, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ার সংবাদ শুনেছিলাম। আমরা

তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। ফজরের সালাত আদায় করেই বের হয়ে আসতাম। দুপুর পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষা করতাম।

আল্লাহর শপথ! সূর্যের তাপ আমাদের কাবু করে নেওয়ার আগপর্যন্ত আমরা তাঁর অপেক্ষা করতাম। আমরা কোনো আগন্তুকের ছায়া না দেখতে পেলে মদিনায় চলে আসতাম। এ সময়টি ছিল প্রচুর গরমের মওসুম।

যেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন, আমরা পূর্বের মতো বসে অপেক্ষা করছিলাম। একপর্যায়ে কোনো ছায়াই যখন অবশিষ্ট ছিল না, আমরা মদিনায় প্রবেশ করলাম। আমরা বাড়িতে প্রবেশ করতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। সর্বপ্রথম একজন ইহুদি তাঁকে দেখতে পান। যে ইহুদি আমাদের কার্যকলাপ পূর্ব থেকেই দেখে আসছিল। সে জানত যে, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের অপেক্ষা করছি। রাসুলকে দেখেই সে চিৎকার করে উঠল। বলল, তোমাদের কাঙ্ক্ষিত লোক চলে এসেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলাম। এমন সময় তিনি একটি খেজুরগাছের ছায়ায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর প্রায় সমবয়সি ছিলেন। আমাদের অধিকাংশই পূর্বে রাসুলকে দেখেননি। মানুষ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের মধ্যে পার্থক্য

করতে পারছিলেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছায়া চলে গেল। আং বকর দাঁড়িয়ে তাঁর চাদর দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছায়া দিতে লাগলেন। এরপর আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারলাম।

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু আমর ইবনু আউফের কাছে কুবায় সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন। এখানে মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন।

অতঃপর জুমুআর দিন সেখান থেকে তিনি চলে আসেন। বনু আমর ইবনু আউফ ধারণা করতে থাকেন যে, তিনি এখানে এর চেয়েও আরও অধিক দিন সেখানে অবস্থান করেছেন। আল্লাহ তাআলাই তাঁর অবস্থানের সঠিক সময় সম্পর্কে অধিক অবগত।

বনু সালিম ইবনু আউফের এলাকায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুমুআর সময় হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রানুনা উপত্যকার মসজিদে জুমুআর সালাত আদায় করেন। এটিই ছিল মদিনায় রাসুলের প্রথম জুমুআ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বনু সালিম ইবনু আউফ গোত্রের লোকজন সমবেত হন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের এখানে অবস্থান করুন। আমরা বিরাট সংখ্যক মানুষ আপনাকে নিরাপত্তা দেবো।

রাসুল বলেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

মানুষ উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দেয়। উষ্ট্রী চলতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি বনু বায়াদার এলাকায় চলে আসেন। বনু বায়াদার কিছু মানুষ বলতে থাকে যে, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কাছে আসুন। আমরা বিপুল সংখ্যক মানুষ আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

মানুষ উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দেয়। উষ্ট্রী আপন গতিতে চলতে থাকে।

একপর্যায়ে উষ্ট্রীটি বনু সায়িদার এলাকা দিয়ে চলতে থাকে। বনু সায়িদার কিছু মানুষ তাঁকে প্রস্তাব দেন, আল্লাহর রাসুল, আমাদের কাছে আসুন। আমরা বিপুল সংখ্যক মানুষ আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

মানুষ উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দেয়। উষ্ট্রী এবারও চলতে থাকে।

একপর্যায়ে উষ্ট্রীটি বনু হারিস ইবনুল খাজরাজের এলাকা দিয়ে চলতে থাকে। বনু হারিস ইবনুল খাজরাজের কিছু মানুষ তাঁকে প্রস্তাব দেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কাছে আসুন। আমরা বিপুল সংখ্যক মানুষ আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

মানুষ উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দেয়। উষ্ট্রী চলতে থাকে।

একপর্যায়ে উষ্ট্রীটি বনু আদি ইবনু নাজ্জারের এলাকা দিয়ে চলতে থাকে। তারা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মামা। আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতু আমর এ গোত্রেরই একজন নারী ছিলেন। বনু আদি ইবনু নাজ্জারের কিছু মানুষ তাঁকে প্রস্তাব দেন, আল্লাহর রাসুল, আমাদের কাছে আসুন। আমরা বিপুল সংখ্যক মানুষ আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

মানুষ উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দেয়। উষ্ট্রী চলতে থাকে। একপর্যায়ে উষ্ট্রীটি মালিক ইবনু নাজ্জারের এলাকায় চলে আসে।

এখানকার মসজিদের দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মসজিদটি সে সময় বনু নাজ্জারের দুজন এতিম বালকের খেজুর শুকানোর স্থান ছিল।

উষ্ট্রী হাঁটু গেড়ে বসলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামলেন না। উষ্ট্রী উঠে আবার চলে কিছু দূর এগিয়ে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার লাগাম পূর্বেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। উষ্ট্রীটি পশ্চাতে তাকাল। আবার পূর্বের বসার স্থানে ফিরে এলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট্রা থেকে নেমে এলেন। আবু আইয়ুব যালিদ ইবনু জায়িদ তার আসবাবপত্র তুলে নিয়ে নিজের ঘরে রাখলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেহমান হলেন। খেজুর শুকানোর স্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন, সেটি কার?

মুয়াজ ইবনু আফরা তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এটি আমরের দুই সন্তান সাহল ✓ ও সুহাইলের। তারা উভয়েই এতিম। আমি তাদেরকে পুষিয়ে সন্তুষ্ট করে দেবো। আপনি সেটিকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। মসজিদ ও মসজিদ-সংশ্লিষ্ট গৃহনির্মাণ পর্যন্ত তিনি আবু আইয়ুব আনসারির বাসাতেই অবস্থান গ্রহণ করেন। মুসলিমদের উৎসাহিত করার জন্য মসজিদের নির্মাণকাজে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অংশগ্রহণ করেন। মুহাজির ও আনসারগণ সকলেই মিলেমিশে মসজিদ নির্মাণ করেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, মুহাজিরগণ সকলেই মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে শুধু অল্প সংখ্যক অক্ষম ও বন্দি ব্যক্তি ব্যতীত মক্কায় মুসলিমদের কেউই আর অবশিষ্ট ছিলেন না।

আবদুল্লাহ ইবনু জাহীশের অভিযান :

রাসুলুল্লাহ সালানাও আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের প্রথম যুদ্ধের বাহিনী থেকেই রজব মাসে আটজন মুহাজিরের একটি যাহিনী দিয়ে আসনুল্লাহ ইবনু জাহাশ ইবনু রিয়ার আসাদিকে অভিযানে পাঠান। এই খাভিসীতেও আনসারদের কেউ ছিলেন না। বাহিনী পাঠানোর সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের হাতে একটি চিরকুট লিখে দেন এবং বলে দেন, দুদিন পথচলা শেষ হওয়ার আগে এই চিরকুট খোলা যাবে না। দুদিন পরে চিঠি খুলবে। তাতে যা আদেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং বাহিনীর কোনো সদস্যকে তাতে বাধ্য করবে না। সুদিন পথচলার পর আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ চিরকুটটি খুলে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে, তোমরা চলতে থাকো। এবং মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করবে। সেখান থেকে কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের কাছে সংবাদ পাঠাবে। আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ চিরকুট পড়ে বলে উঠলেন, তিনি যা বলেছেন, তাই মেনে নিলাম। এরপর সঙ্গীদের মাঝে ঘোষণা দেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন বাহিনী নিয়ে 'নাখলা' পৌঁছে যাই এবং সেখানে কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ পাঠাই। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে কাউকে যেন আমি বাধ্য না করি। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে শাহাদত কামনা করে, যার শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা আছে, সে যেন আমাদের সঙ্গে চলে। আর কারো যদি সংকোচ থাকে, সে ফিরে যেতে পারে। তবে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অনুযায়ী নাখলার পথে চললাম। অবশেষে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলতে শুরু করলেন। একজনও সেই বাহিনী থেকে ফিরে যাননি।

'নাখলা' পৌঁছে তারা কুরাইশদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে থাকেন। এর মাঝেই কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা এই পথ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাদের সঙ্গে ছিল চামড়া, কিশমিশ ও কুরাইশদের বাণিজ্যসামগ্রী।

কাফেলাটি তাদের কাছেই তাঁবু ফেলে। সঙ্গীরা কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, বাহিনীর ওপর আক্রমণ করবেন কি না। সময়টি ছিল রজবের একদম শেষ তারিখ। তখন সবাই পরামর্শ দিলেন, আজ আক্রমণ না করে আগামীকাল করলে কাফেলাটি মক্কার হারামের আওতায় পৌঁছে

যাবে। সেখানে হারামের সম্মানার্থে আক্রমণ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আবার যদি আজই কাফেলাটি আক্রমণ করা হয়, তাহলে হারাম মাসের নীতিলঙ্ঘন হবে। বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর পরামর্শক্রমে তারা আক্রমণ করে বাণিজ্যসামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়ার কিছুক্ষণ গ্রহণ করলেন। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ওয়াবিদ ইবনু আবদিল্লাহ তামিমি কাসেম্পার নেতা আমর ইবনুল হাজরামিকে হত্যা করেন, উসমান ইবনু আবদিল্লাহ ও হাকাম ইবনু কাইসানকে বন্দি করেন এবং নওফেল ইবনু আবদিল্লাহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ কাফেলার অবশিষ্ট লোক ও বন্দিদের নিয়ে মদিনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো তোমাদেরকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি। অতঃপর তিনি কাফেলা ও বন্দিদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে বিরত থাকলেন এবং তাদের সম্পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সিদ্ধান্তে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। বাহিনীর লোকেরা ভেবে নেন যে, তাদের সকল অর্জন শেষ। মুসলিমরা এ কাজের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করতে থাকেন। ওদিকে কুরাইশরাও বলতে থাকে, মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরেরা নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছেন। তাঁরা নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাত ঘটিয়েছেন, অন্যের সম্পদ হস্তগত করেছেন এবং লোকজনকে বন্দি করেছেন। মক্কাতে যে কজন মুসলিম তখনও ছিলেন, তাদের একজন জবাব দিলেন, মুসলিমদের হামলার সময় তো শাবান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এ নিয়ে জনগণের মাঝে প্রচুর সমালোচনা ও শোরগোল শুরু হলে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এই আয়াত নাজিল করেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالُ فِيْهِ كَبِيرُهُ وَصَدُّ

عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ

اكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ، وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ

حَتَّى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

তারা আপনাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, এ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অন্যায়। তবে আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অন্যায় হলো আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা, কুফরি করা, মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেওয়া এবং মসজিদুল হারামের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। বস্তুত নির্যাতনের মাধ্যমে মানুষকে বিপথগামী করা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। তারা অবিরতভাবে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, যাতে করে সাধ্যে কুলালে তোমাদেরকে ধর্মান্তরিত করতে পারে। [সুরা বাকারা, আয়াত: ২১৭]

কুরআনের এই আয়াত যখন নাজিল হয়, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ভীতি ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আটক কাফেলা ও বন্দিদেরকে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

বদরের বড় যুদ্ধ :

ইবনু ইসহাক বলেন, এরপর একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব কুরাইশদের একটি বিরাট কাফেলা নিয়ে। সিরিয়ার দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সে কাফেলায় কুরাইশদের বহু সম্পদ এবং বাণিজ্যসামগ্রী রয়েছে। কাফেলার লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩০/৪০ জন।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনু হারবের আগমনের কথা জানতে পেরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের বলে দিলেন যে, এটি কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা, তাদের কাছে প্রচুর ধনসম্পদ আছে, তোমরা অভিযান চালাও, আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দেবেন।

নবিজির আদেশে অনেকে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেলেও কিছু লোক শিথিলতা দেখাতে থাকে। এর পেছনে কারণ হলো, তাদের ধারণাই ছিল না যে, নবিজি এ মুহূর্তে যুদ্ধে জড়াবেন।

হিজাজের কাছাকাছি এসে আবু সুফিয়ান ঝামেলা আঁচ করতে পারে। পথে যার সঙ্গেই দেখা হয়, তাকে মুসলিমদের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে থাকে। এমনিতেও সে আগে থেকেই মুসলিমদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। অবশেষে কেউ একজন তাকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলো যে, মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনী তোমার কাফেলা ও বাণিজ্যসামগ্রীর ওপর আক্রমণ চালাতে চলেছে। খবর পেয়েই আবু সুফিয়ান সাবধান। হয়ে যায়। সে জমজম ইবনু আমর গিফারিকে তৎক্ষণাৎ কিছু পয়সার বিনিময়ে মক্কা পাঠিয়ে দেয়। জমজমকে বলে দেয়, সে যেন কুরাইশদের কাছে গিয়ে কিছু অস্ত্রসজ্জিত লোক পাঠাতে অনুরোধ করে, যাতে করে তারা ধনসম্পদ নিরাপদে মক্কায় নিয়ে যেতেপরে এবং মহামহিত আর দলবলসহ শীঘ্রই কুরায়াণ পায়েলায় আক্রমণ করতে। সেটিও তাদেরকে করে।

খবর পেয়ে লোকজন অতি দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা বলতে লাগাল, মুহাম্মাদ ও লোকজন কি আমাদেরকে ইবনুল হাজরামির কাফেলার মতো জ্ঞান করছে? সারানে এবার তারা অন্যকিছু টের পাবে। সেদিন তারা মাত্র দুজনের মোকাবিলায় পাসোয়ামারিদের দেখিয়েছে। তারা দুজন তো ছিল আমাদের গোনার বাইরে। একজন তো এমন যে, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, আর অন্যজনের অবস্থাঃ সে তো নিজেই যুদ্ধে যাওয়ার সাহস পায় না, নিজের জায়গায় অন্যকে পাঠাতে চায়। কিন্তু গোটা কুরাইশগোত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে। কুরাইশদের গণ্যমান্য একজন লোকও সেদিন পিছু হটেনি।

ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশরা প্রস্তুত হয়ে গেল এবং রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য সবাই জড়ো হলো। এ সময় তাদের মনে পড়ে গেল বনু বকরের সঙ্গে যুদ্ধের ঘটনার কথা। তারা কিছুটা সংকোচ ও আশঙ্কার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এ আশঙ্কা তাদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত করে তোলে। তখন ইবলিস সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জাশআম মুদলাজির আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে হাজির হয় এবং বলে, 'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক থাকছি; যেন কিনানা গোত্র তোমাদের ওপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে।' সুরাকার আকৃতিধারী এই লোকের আশ্বাস পেয়ে তারা দ্রুতবেগে মক্কা ত্যাগ করে।

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। তখন রমজান মাসের কয়েক দিন অতিবাহিত হয়েছে। কেবল। বের হওয়ার সময় আমর ইবনু উম্ম মাকতুমকে মদিনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিত্রে যান। মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে দেওয়া হয় মুসআব ইবনু উমাইরের হাতে। সেটি ছিল সাদা রঙের।

নবিজির সামনে দুটি কালো পতাকা ছিল, একটি আলি ইবনু আবি তালিবের হাতে। এই পতাকাটির নাম উকার; অন্য পতাকাটি কিছু আনসার সাহাবির হাতে। আনসারদের পতাকার দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছিলেন সাদ ইবনু মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইবনু বিশান রাহিমাহুল্লাহ এমনটিই বলেছেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, সাহাবিদের উটের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭০টি। সবাই পালা করে সেই ইউ চড়ে বদর প্রান্তের দিকে ছুটে চলছিলেন।

নরিচির কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরাইশরা তাদের কাফেলা রক্ষার্থে দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি সাহাবিদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। প্রথমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে চমৎকারভাবে নিজের পরামর্শ তুলে ধরলেন। একইভাবে
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন। এরপর দাঁড়ালেন মিকদাদ ইবনু আমর। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন-হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ আপনাকে যেদিকে চলতে বলেছেন, সেদিকে এগিয়ে চলুন। আল্লাহর কসম! বনি ইসরাইল যেমন মুসাকে বলেছিল, 'তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে রইলাম' আমরা সে রকম কথা আপনাকে বলব না। আমরা বলতে চাই, আপনি ও আপনার রব লড়াই করুন, আমরাও আপনার ও আপনার রবের সঙ্গে লড়াইয়ে শরিক হব। সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে বারকুল গিমাদেও যান, সেখানেও আমরা আপনার সঙ্গী হয়ে লড়াই করব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বলতে থাকেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। মূলত নবিজি আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলেন। এর কারণ ছিল এই যে, তাদের সংখ্যা যুদ্ধের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে তারা যখন আকাবাতে বাইআত করেন, তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যতদিন আমাদের এলাকায় না যাবেন, ততদিন আমরা আপনার দায়িত্ব নিতে অপারগ। যখন আপনি আমাদের কাছে যাবেন, তখন আমাদের

দায়িত্বে থাকবেন। আমরা আপনাকে নিজেদের পরিবার ও সন্তানসন্ততির মতোই রক্ষা করব। এখান থেকে নবিজি ভেবে নিয়েছিলেন আনসাররা হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবিজি মদিনার অভ্যন্তরে আক্রান্ত হলেই কেবল তাঁরা সাহায্য ও তাঁকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। মদিনার বাইরে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানের ক্ষেত্রে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

শেষমেশ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার 'তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও' বলতে শুনে অবশেষে সাদ ইবনু মুয়াজ দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আনসারদের পতাকাবাহী। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, হয়তো আপনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই কথাটি বলছেন। নবিজি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ মুয়াজ।' প্রত্যুত্তরে সাদ ইবনু মুয়াজ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনাকে সত্যায়ন করেছি এবং এ কথা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, সবকিছুই মহাসত্য এবং সকল ব্যাপারে আপনার আনুগত্যের ওয়াদা দিয়েছি। সুতরাং আপনি যেভাবে যা ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তা করতে থাকুন। অবশ্যই আমরা আপনার সঙ্গে রয়েছি। যে মহান সত্তা আপনাকে মহাসত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি যদি এই বিশাল সমুদ্র ডুব দিয়ে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেন, আমরা আপনার সঙ্গেই এ সমুদ্রে ডুব দেবো। একটি লোকও আপনার কথার অমান্য করবে না। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আপনি এগিয়ে চলুন। সাদ ইবনু মুয়াজের কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন-চলো, আনন্দের সঙ্গে চলো। আল্লাহ তায়ালা আমার সঙ্গে দুটি দলের মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর শপথ্য আমি যেন বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাৎ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণর হাস্তবের কাছাকাছি দিচে তাঁবু স্থাপন করলেন। তারপর তিনি নিজে আর একজন সাহাবিকে নিয়ে পারাছাত পর্যবেক্ষণে বের হলেন। হঠাৎ সেসময় এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধকে কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে এবং মুহাম্মদের বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নিজের পরিচয় দোগন রেখে বাস্তব অবস্থা তার থেকে আনতে চাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ শর্ত দিলো যে, সে খবর বলবে ঠিকই, তবে তার আগে তোমাদের পরিচয় দিতে হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি আগে বলো, তাহলে আমরা বলব। বৃদ্ধ বলল, সত্যিই এমন হবে তো।

নবিজি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

বৃদ্ধ বলতে থাকে-মুহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীরা অমুক দিন বের হয়েছে, এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তারা এখন অমুক আয়গায় রয়েছে। এরপর বলল, কুরাইশ বাহিনী এতদিন পর বের

হয়েছে, এই খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আজ তারা অমুক স্থানে অবস্থান করছে। এটি বলে বৃদ্ধ বলল-এবার বলো তোমরা কোত্থেকে এসেছে?

নবিজি জবাব দিলেন আমরা পানির এলাকার লোক, এটি বলেই আবু বকরকে নিয়ে নবিজি বৃদ্ধের কাছ থেকে সটকে পড়লেন।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে বলতে লাগল-আরে, কোন পানির এলাকা? ইরাক?

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের কাছে এলেন। রাতে তিনি আলি ইবনু আবি তালিব, জুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসসহ একদল সাহাবিকে কুরাইশদের খোঁজখবর নিতে বদর প্রান্তরের পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের দিকে পাঠালেন। সেখানে তাঁরা কুরাইশদের একগাল পানি পানরত উট দেখতে পেলেন এবং তার মধ্যে বনু হাজ্জাজ গোত্রের ভৃত্য আসলাম ও বনু আস ইবনু সাইদের ভৃত্য আরিজ আবু ইয়াসারের সাক্ষাৎ পেলেন। তারা ওই ভৃতাদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা কুরাইশদের পানি বহনকারী। তাদের জন্য খাবার পানি নিতে আমাদেরকে পাঠিয়েছে।

মুসলিমগণ তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তাদের ধারণা ছিল, ওরা আবু সুফিয়ানের লোক। অতঃপর তাদেরকে প্রচণ্ড মারধর করা হলো। পিটুনির চোটে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তারা আবু সুফিয়ানের লোক। অতঃপর মুসলিমগণ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করে বললেন, ওরা যখন সত্য বলল, তখন তোমরা ওদের প্রহার করলে। আর যখন মিথ্যা বলল, তখন ছেড়ে দিলো এ তোমাদের কেমন কাজ? ওরা ঠিকই বলেছে। ওরা কুরাইশদের লোক। তোমরা আমাকে কুরাইশদের খবর বলো। তারা জানাল যে, আল্লাহর কসম! দূরে এই বালুর টিলাটি দেখা যাচ্ছে, তার পেছনেই তারা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ওদের সংখ্যা কত?

এরা বলল, জানি না।

তিনি বললেন, দৈনিক তারা কয়টি উট জবাই করে? তারা বলল, ৯ বা ১০ টা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লার আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে ওদের সংখ্যা নয়শ থেকে হাজারের মধ্যে হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, কুরাইশদের সঙ্গে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কে কে এসেছে? অরা বলল, উতবা ইবনু রবিয়া, শাইবা ইবনু রবিয়া, আবু জেহেল ও উমাইয়া ইবনু সালফা এছাড়াও কুরাইশদের বড় বড় নেতাও রয়েছে। কথোপকথন শেষে নবিজি সাল্লাল্লার আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের অভিমুখী হয়ে বললেন-এই তো মক্কা তার কলিজার টুকরো গুলোকে উগড়ে দিয়েছে।

ইবনু ইসহাক বলেন, বাসবাস ইবনু আমর ও আদি ইবনু আবি জাগবা টহল দিতে দিতে বদরা প্রান্তরে অবস্থান গ্রহণ করে। এবং সেখানে একটি জলাবারের কাছে উটের লাগাম বাঁধে। দুজনে একটি পাত্রে পানি ভরে উটের কাছে ফিরছিল। মুজদি ইবনু আমর জুহানি একটু পেছনে জলাধারের কাছেই ছিল। বেশ কিছু যুবতিও পানি নিতে আসে। এর মাকে দুই যুবতি নিজেদের পারস্পরিক ঋণ নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। ঋণগ্রস্ত যুবতিটি বলে ওঠে, কাল বা পরশুই এখানে একটি কাফেলা আসবে, আমি তাদের কাজ করে তোমার পাওনা পরিশেষ করে দেবো। মুজদি শুনতে পেরে মীমাংসার জন্য এগিয়ে গেল এবং আকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। আদি ও বাসবাস এই কথোপকথন শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিস্তারিত বুলে বলে। আবু সুফিয়ান ইবনু হারব সতর্কতাররূপ দলবল পেছনে রেখে এগিয়ে যায়। জলাধারের পাশেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মুজদি ইবনু আমরের।

মুজদিকে সে জিজ্ঞেস করে, কাউকে দেখেছ নাকি এদিকে?

সে অস্বীকার করে বলল, না, তেমন কাউকে তো দেখিনি। তবে হ্যাঁ, দুজন উট সওমারকে দেদলাম এই পাহাড়টার কাছে এসে উট থেকে নামল। তারপর মশকে পানি ভরে চলে গেল। বাসবাস ও আদি যেখানে উট থামিয়েছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো আবু সুফিয়ান। সে গোবরের একটি টুকরো হাতে নিয়ে ভাঙতেই দেখল তার ভেতর কতগুলো খেজুরের আঁটি। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, আল্লাহর কসম। এটি ইয়াসরিবের উটের খাবার। বিপদ টের পেয়ে সে দ্রুত কাফেলার দিকে ফিরে গেল এবং পথপরিবর্তন করে বদরকে বাঁয়ে রেখে সমুদ্র কিনারের পথ ধরে দ্রুত চলে গেল।

ছবনু ইসহাক বলেন, আবু সুফিয়ান যখন বুঝতে পারে যে, কাফেলা নিয়ে কোনো রকম পিঠ বাঁচিয়ে ফেরা হয়েছে, তখন সে কুরাইশদের কাছে চিঠি লিখে সাফ জানিয়ে দেয় যে, সবাই যেন মক্কায় ফিরে যায়। কিন্তু এরই মধ্যে আবু জেহেল গোঁ ধরে বসে, যেভাবেই হোক যুদ্ধে বের হবে এবং বদরে গিয়ে পৌঁছবে। সে বলতে থাকে, আল্লাহর শপথ! বদরের আগে আমরা ফিরব না। সেখানে আমরা তিন দিন কাটাব, উট জবাই করব এবং ভোজ ও মদ্যপান করব

এবং মেয়েরা আমাদের জন্য ক্রীড়া করবে। আরবরা শুনবে যে, আমরা এসেছি ও একত্র হয়েছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের সম্মান করবে; তাই এগিয়ে এসো।

আখনাস ইবনু শরিক সাকাফি ছিলেন বনু জাহরার মিত্র। জুহফায় অবস্থানকালে তিনি বনু জাহরাকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জানমাল বাঁচিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতিনিধি মাখরামা ইবনু নওফেলকেও মুক্ত করে এনেছেন, তোমরা তো এসেছিলে নিজেদের জানমাল রক্ষার্থে, সেটা তো হয়ে গেছে। এখন তোমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। কোনো রকম ফায়দা ছাড়া আপাতত যুদ্ধে বের হওয়ার একদম দরকার নেই। আবু জেহেলের কথামতো তোমরা সিদ্ধান্ত নিয়ো না।

তার বক্তব্য শুনে বনু জাহরার লোকেরা ফিরে যায়। আখনাস বাস্তবেই তাদের মাঝে সমীহ জাগানোর মতো লোক ছিলেন। যুদ্ধে কুরাইশদের সঙ্গে মক্কার বনু আদি ব্যতীত সকলেই অংশগ্রহণ করে। এরপর আখনাসের অনুরোধে বনু জাহরাও ফিরে যায়। সে হিসেবে এই দুই গোত্রের একজনও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

ইবনু ইসহাক বলেন, অতঃপর কুরাইশরা বদর উপত্যকার পাশে উঁচু জায়গায় তাঁবু ফেলে। বদরের কূপগুলো ছিল সমতলভূমিতে। আসমান থেকে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। তাদের জায়গাটা এমনিতেই মেঠেল ছিল; বালু ছিল কম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ যেখানে অবস্থান নেন, সেখানেও প্রচুর বৃষ্টি হলো; এতে জায়গাটি ভিজে কর্দমাক্ত হয়ে গেলেও চলাচলে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের ধাওয়া করতে জলাধারের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানেই নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করলেন।ইবনু ইসহাক বলেন, যধাব ইবনু মুনজির বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই জায়গাটি কি আপনি আল্লাহর নির্দেশক্রমেই বাছাই করেছেন, যার থেকে আমরা একটুও এদিক ওদিক করতে পারি না? অথবা এটি কি আপনার নিজের রণকৌশলগত অভিমত? তিন্দ্র বললেন, এটি নেহাত একটি রণকৌশল এবং আমার নিজস্ব অভিমত। অবাব বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ আয়গাটি বাছাই করা ঠিক হয়নি। অতএব, সবাইকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ুন। সেখানে অপেক্ষাকৃত কম পানি আছে, সেখানে তাঁবু ফেলুন। অতঃপর আমরা সেই জায়গার আশপাশে যে কূপ আছে, তা বন্ধ করে দেবো। তার ওপর চৌবাচ্চা তৈরি করে তা পানি দিয়ে ভরিয়ে রাখব। অতঃপর শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করব। ফলে আমরা পর্যাপ্ত খাবার পানি পাব। কিন্তু ওরা পাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে নিয়ে রওনা হলেন। সামান্য পানি জমা স্থানে এসে তাঁবু ফেললেন। অতঃপর পানির কূপ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাই করা হলো। অতঃপর কূপের ওপর একটি চৌবাচ্চা তৈরি করে তাতে পানি ভরে রাখা হলো। এবং তাতে পানির পাত্র ফেলে রাখা হলো।

ইবনু ইসহাক বলেন, সাদ ইবনু মুয়াজ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা আপনার জন্য একটি সুরক্ষিত মঞ্চ তৈরি করি, আপনি তার ভেতরে থাকবেন এবং আমরা হব আপনার বহনকারী। অতঃপর শত্রুর মোকাবিলায় যাব। আল্লাহ যদি আমাদেরকে বিজয়ী করেন, তাহলে আমাদের আশা পূর্ণ হবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে আপনাকে আমরা বহন করে নিয়ে যাব। আপনি অন্যান্য মুসলিমের সঙ্গে মিলিত হবেন। হে আল্লাহর নবি, বিপুল সংখ্যক মুসলিম আপনার সঙ্গে শুধু এই জন্য আসতে পারেনি যে, আপনি যুদ্ধে যাবেন তা তারা জানে না। তারা আপনাকে আমাদের চেয়ে কম ভালোবাসে না। তারা যদি জানত যে, আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন, তাহলে তারা যুদ্ধে না এসে ক্ষান্ত হতো না। তাদের দিয়ে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করতেন এবং তারা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হতো এবং আপনার সহযোগী হয়ে লড়াই করত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদের কথা শুনে খুশি হলেন, তাঁর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দুআ করলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি সুরক্ষিত মঞ্চ তৈরি করা হলো এবং তিনি তার মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, পরের দিন সকালে কুরাইশরা এগিয়ে এলো, সারি সারি টিলার ওপাশ থেকে তাদের আনাগোনা টের পেতেই নবিজি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ, এই যে সেই কুরাইশ বাহিনী, যারা নিজেদের অহংকার আর গর্ব চরিতার্থ করার জন্য বের হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যই হলো আপনার রাসুলকে অস্বীকার করা। আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন, যা আপনি ওয়াদা করেছেন, তাদেরকে সকালের আগেই ফায়াদেরকে দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে প্রথমে হামলা করতে বারণ করেন এবং নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আক্রমণের শিকার হও, তখন তির ছুড়বে এর আগে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭ রমজান শুক্রবার সকালে।

ইবনু ইসহাক বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে কাতারবদ্ধ করে দিয়ে তাঁবুঘেরা মঞ্চে ফিরে এলেন। সেখানে তিনি আর আবু বকর ছাড়া কেউ ছিলেন না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ওয়াদা পূরণের জন্য মুনাজাত করতে থাকেন। সেই দুআর মধ্যে তিনি বলেন-হে আল্লাহ, যদি মুসলিমদের এ ক্ষুদ্র সেনাদল ধ্বংস করে দাও, তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এসে চাদরটি তাঁর কাঁধে পুনরায় তুলে দিলেন। তারপর তাঁর পেছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর নবি, আপনার এতটুকু দুআই যথেষ্ট আপনার প্রভুর কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, অচিরেই তা পূর্ণ করবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মঞ্চের ভেতরে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রায় ডুবে গেলেন, একটু পরেই স্বাভাবিক হয়ে বলে উঠলেন, আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ তাআলার সাহায্য চলে এসেছে। এই দেখো না জিবরাইল একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁকিয়ে আসছেন। তাঁর পোশাকে দেখো ধূলির আবরণ চকচক করছে।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলার কসম! যে ব্যক্তি আজ প্রবল প্রতিরোধের সঙ্গে আগ্রাসী ভূমিকায় যুদ্ধ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইবনু ইসহাক বলেন, উভয় দল মুখোমুখি হলে আবু জেহেল বলে উঠল, হে আল্লাহ, আমাদের আত্মীয়তা ভুলিয়ে দিন, আমরা যেন কেউ কাউকে চিনতে না পারি, তাদেরকে সকালের মধ্যেই ধ্বংস করে দিন। বাস্তবে সে যেন নিজের বিরুদ্ধেই দুআ করে নিল।

ইবনু ইসহাক বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুঠে বালু নিয়ে কুরাইশদের দিকে ধেয়ে গেলেন এবং এই বলে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন যে, 'ওরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাক'। এরপর তিনি সাহাবিদেরকে প্রবল বিক্রমে হামলাচালাতে আদেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুরাইশরা চরমভাবে পরাজয়বরণ করে। যুদ্ধ শেষে কুরাইশদের হোমরা-চোমরারা অধিকাংশই নিহত হয়। বন্দি করে আনা হয় বহু লোককে।

যুদ্ধ শেষে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জেহেলের মরদেহ খুঁজে আনার আদেশ দেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে যান। তিনি বলেন, আমি

ময়দানের একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে তাকে বল্লমবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাই। আমি তার গর্দানে পাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ তাআলা তোমাকে অপমানিত করেছেন। অবশ্য ইতিপূর্বে মক্কায় সে আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেছিল। আবু জেহেল জবাব দেয়, কীসের অপমান, তুমি যাকে হত্যা করছ, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কে আছে? বলো, ফলাফল কার পক্ষে গেছে? ইবনু মাসউদ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষে। এরপর আমি তার গর্দান থেকে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করলাম এবং বললাম, এই নিন ইয়া রাসুলাল্লাহ, খোদাদ্রোহীর খণ্ডিত মস্তক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনে বলে উঠলেন, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কি সংশয় আছে? তিনি ছাড়া কি আর কোনো ইলাহ আছেন? আমরা বললাম, আপনার কথাই সত্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এরপর আমি তার খণ্ডিত মস্তক রাসুলের সামনে নিক্ষেপ করলাম। তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা পাঠ করলেন।

অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ নেতৃবৃন্দের লাশ কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। উমাইয়া ইবনু খালফ ছাড়া আর সবার লাশ নিক্ষেপ করা হলো। উমাইয়ার লাশ তার সৈনিক পোশাকের মধ্যে ফুলে সেঁটে গিয়েছিল। সাহাবিগণ তাকে পোশাক থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে তার গোশত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থা দেখে তাঁরা তাকে যেমন ছিল, তেমনভাবেই রেখে মাটি ও পাথর চাপ্য দেন। কুয়ার ভেতর নিক্ষেপ করার পর মধ্যরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে দাঁড়ালেন। সাহাবিগণ শুনতে পেলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে একে কুয়ায় নিক্ষিপ্ত সকলের নাম নিয়ে সম্বোধন করে বললেন, হে কুয়ার অধিবাসী, হে উতবা, শাইবা, উমাইয়া ও আবু জেহেল, আল্লাহ তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা যথাযথভাবে পেয়েছ? আমি তো আমার রবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবরূপে পেয়েছি। মুসলিমগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, যারা মরে পচে গেছে, তাদেরকে আপনি সম্বোধন করছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার কথা তোমরা যেমন শুনতে পাও, তারাও তেমনই শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সাড়া দিতে পারছে না।এরগর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের তাঁবুতে জমা করা গনিমতের সম্পদ একত্র করার আদেশ দেন। তখন এ নিয়ে লোকজন মতানৈক্য শুরু করে দেয়। উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরবর্তী সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সম্পদ সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেন।

অতঃপর তিনি সদলবলে মুশরিক যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে উতবা ইবনু আবি মুরাইত ও নজর ইবনু হারিসও ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কাছ থেকে পাওয়া গনিমতের সম্পদও সঙ্গে নিয়ে চললেন।

আবদুল্লাহ ইবনু কাব ইবনু আমর ইবনু আউফকে গনিমতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

কুরাইশগণ তাদের নিহতদের জন্য বিলাপ করতে থাকে। তারপর সংযত হয়ে পরস্পরকে বলতে থাকে, এমন বিলাপ করো না। মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা জানতে পারলে খুশিতে বগল বাজাবে। আর বন্দিদের ছাড়িয়ে আনতেও তাড়াহুড়ো করো না। তাহলে মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা মুক্তিপণ আদায়ের ব্যাপারে তোমাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

অতঃপর কুরাইশগণ যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনার আয়োজন করে।

ইবনু হিশাম বলেন, মুশরিকদের থেকে যে মুক্তিপণ আদায় করা হয়, তার পরিমাণ ছিল। বন্দিপ্রতি এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের সংখ্যা আনসার ও মুহাজির মিলে ৩১৪। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে গনিমতের অংশ ও পারিশ্রমিক প্রদান করেন। এদের মধ্যে ৮৩ জন মুহাজির, আওস গোত্রের ৬১ জন, এবং খাজরাজ গোত্রের ১৭০ জন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সবাইকে গনিমতের অংশ দেন।

উহুদ যুদ্ধ :

বদর যুদ্ধে কুরাইশ কাফিরদের অনেকে মুসলিম বাহিনীর হাতে চরমভাবে মার খায়। আহতরা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ফেরে পরিবারের কাছে। ততদিনে আবু সুফিয়ানও তার কাফেলা নিয়ে মক্কায় ফিরে আসে। তখন যাদের মধ্যে পিতাপুত্র কিংবা ভাই যুদ্ধে নিহত হয়, তাদের মধ্য হতে আবদুল্লাহ ইবনু আবি রবিয়া, ইকরিমা ইবনু আবি জেহেল ও সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াসহ কুরাইশদের একটি দল আবু সুফিয়ানের কাছে যায়, ব্যবসায়ী কাফেলার অনেকের কাছে তাদের সম্পদ ছিল, তারাও সে মজলিসে ছিল। তারা এসে বলল, হে কুরাইশগণ, মুহাম্মদ তোমাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে। তোমাদের নেতৃস্থানীয়দেরকে হত্যা করেছে। এবার এই কাফেলার যাবতীয় সম্পদ দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করো; তাহলে আশা করি, আমরা আমাদের হারানো লোকদের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারব। তাদের এই প্রস্তাবে সবাই সাড়া দেয়।

আবু সুফিয়ান, কাফেলার সদস্যবৃন্দ ও কুরাইশদের অনুগত কিনানা গোত্র ও তিহামাবাসী যুদ্ধে যেতে সম্মতি দিলে কুরাইশগণও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সৈন্যদের মাঝে হিংস্রতা উসকে দিতে এবং যোদ্ধাদের পালানো রোধ করার জন্য কুরাইশরা তাদের কিছু সংখ্যাক মহিলাকেও সঙ্গে নেয়। অতঃপর তারা এগিয়ে গিয়ে মদিনার বিপরীতমুখী দুটি ঝরনার কিনারে তাঁবু স্থাপন করে। যে ঝরনা দুটি 'বাতনে সুবখা'র পাহাড়ের পাশে খালের কিনারে অবস্থিত।

তাদের উক্ত স্থানে অবস্থান গ্রহণের কথা নবিজি ও মুসলিমদের কানে এলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোষণা দিলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, আল্লাহর শপথ! তা অবশ্যই ভালো হবে। প্রথমে দেখলাম একটি গরু। তারপর দেখলাম, আমার তরবারির ধারে ভাঙন দেখা দিয়েছে। একটু পর আবার দেখলাম, আমি সুরক্ষিত একটি বর্মের ভেতরে হাত ঢুকিয়েছি।' স্বপ্ন বর্ণনা শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটির ব্যাখ্যা হলো মদিনা।

ইবনু হিশাম বলেন, কিছু আলিম আমাকে বলেছেন, নবিজি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার একটি গরু জবাই করা হচ্ছে। এরপর ব্যাখ্যা বর্ণনা করে তিনি বলেন, গরু জবাইয়ের ব্যাখ্যা হলো, আমার কিছু সংখ্যক সাহাবি নিহত হবে। আর আমার তরবারির ধারে ভাঙনের ব্যাখ্যা হলো, আমার পরিবারের কোনো ব্যক্তি নিহত হবে।

ইবনু ইসহাক বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন তোমরা যদি মনে করো, মদিনায় অবস্থান করবে এবং কুরাইশরা যেখানে অবস্থান নিয়েছে, সেখানে থাকাকালেই তাদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেবে, তাহলে সেটি করতে পারো। তারপরও যদি ওরা ওখানেই অবস্থান করে, তাহলে তা তাদের জন্য খুবই খারাপ
অবস্থান বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি তারা মদিনায় প্রবেশ করে, তাহলে মদিনায় বসেই আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে মদিনার বাইরে যেতে চাইছিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলের মতও ছিল মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রিপক্ষে। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি, তাঁরা বললেন, এই আল্লাহর রাসুল, শত্রুর মোকাবিলার জন্য আমাদেরকে (প্রয়োজনে) মদিনার বাইরে গিয়ে চলুন। ওরা যেন মনে করতে না পারে যে, 'আমরা দুর্বল কিংবা ভীতু হয়ে পড়েছি আসলে আল্লাহ তাআলা এঁদের জন্য উহুদ যুদ্ধে যোগদানের সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন)।

আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল বলল, হে আল্লাহর রাসুল, মদিনাতে বসেই যুদ্ধের আঞ্জাম দিন। তাদের দিকে এগিয়ে যাবেন না। আল্লাহর শপথ! মদিনার বাইরে গেলে শত্রুবা আমাদের ক্ষতি করার সুযোগ বেশি পেয়ে যাবে। শত্রুপক্ষ যদি মদিনায় প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়, তাহলে আমরা তাদেরকে সহজে ধরাশায়ী করতে পারব। সুতরাং হে আল্লাহর রাসুল, তাদেরকে তাদের মতো ছেড়ে দিন। তারা যদি স্ব-অবস্থানে থেকে লড়াই করতে চায়, তাহলে তাদের অবস্থান খুবই নিকৃষ্ট হবে। সেখানে তারা শোচনীয়ভাবে ধরাশায়ী হবে। আর যদি তারা মদিনায় প্রবেশ করে, তাহলে আমাদের পুরুষরা তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে এবং স্ত্রী ও শিশুরা ওপর থেকে তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করবে। আর যদি ফিরে যেতে চায়, তাহলে খালি হাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।

ওদিকে যেসব মুসলিম মদিনার বাইরে কুরাইশদের সঙ্গে লড়াই করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা নবিজির কাছে নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। এর মধ্যেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন। সে দিনটি ছিল জুমার দিন। এদিন আনসারদের এক লোক ইন্তিকাল করেন। তার নাম মালিক ইবনু আমর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাজা গড়ালেন। জানাজা শেষে জনতার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। নবিজির এই অবস্থা দেখে লোকেরা সংকোচে পড়ে গেলেন। তাঁরা অনুনয় করে বলতে থাকেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনার মতামত অপছন্দ করেছি। এটি আমাদের একদমই উচিত হয়নি। আপনি যদি মদিনাতেই অবস্থান করতে চান, তবে তাই করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমনটি কোনোভাবেই সমীচীন নয়, যুদ্ধের পোশাক পরার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা কোনো নবির শান নয়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাজার সাহাবি সঙ্গে নিয়ে রওনা হন।

ইবনু ইসহাক বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা ও উহুদের মধ্যবর্তী ইবন্তিত। নামক স্থানে পৌঁছার পর আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে সটকে পড়ে। সে অজুহাত দেখিয়ে বলতে থাকে, মুহাম্মদ তাদের কথাই শুনল, আমার কথা একদম শুনলই না। হে যোদ্ধার দল, আমি জানি না, কীসের জন্য এতগুলো লোকের প্রাণ জলাঞ্জলি দেবো?

সে নিজ গোত্রের মুনাফিক ও সংশয়গ্রস্ত অনুচরদেরকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গেল। তার এই আচমকা সিদ্ধান্তে অনেকে বিচলিত হয়ে পড়ে। বনু সালামার

ভাই আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হারাম তাদের পিছু পিছু গেলেন এবং বলতে থাকেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের মুসলিম ভাইদেরকে এবং আল্লাহর নবিকে লাঞ্ছনার মুখে ফেলে যেয়ো না-যে মুহূর্তে তারা শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পড়েছে। তারা বলল, তোমরা কী ভাবছ যে, যুদ্ধ হবে? যুদ্ধ হবে জানলে তোমাদের শত্রুর মুখে রেখে যেতাম না। আমাদের বোঝা হয়ে গেছে, যুদ্ধ হবে না। তারা যখন কিছুতেই রণাঙ্গনে ফিরে যেতে রাজি হলো না, তখন আবদুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিন। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে তোমাদের মুখাপেক্ষী রাখবেন না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখলেন। উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী উপত্যকায় তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন। সৈন্যদেরকে একটি পাহাড়ের নিকটবর্তী প্রান্তে মোতায়েন করলেন এবং পাহাড়কে পেছনে রেখে দাঁড়ালেন। তিনি সৈন্যদের বললেন, আমি যুদ্ধের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না।

কুরাইশরা ইতোমধ্যে তাদের সমস্ত উট ও ঘোড়া উহুদের নিকটবর্তী ফল-ফসলে ভরা সামগার মাঠে ছেড়ে দিয়েছে। সামগার চাষাবাদ হতো মুসলিমদের একটি খাল থেকে।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ২৭ সৈন্যকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে তিরন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি করলেন। তিনি সাদা কাপড় দ্বারা চিহ্নিত ছিলেন। তিরন্দাজ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ জন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, শত্রুদের অশ্বারোহী বাহিনীকে তির নিক্ষেপ করে দূরে তাড়িয়ে রাখবে। যুদ্ধে আমরা হারি বা জিতি সর্বদা দৃঢ়ভাবে নিজ অবস্থানে অটল থাকবে। পেছন থেকে কোনোভাবেই যেন কেউ ঢুকে পড়তে না পারে। তোমাদের ওপাশ থেকে আমরা যেন শত্রুহামলার শিকার না হই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দুটি বর্ম একসঙ্গে পরে নিলেন এবং মুসআব ইবনু উমাইরের হাতে পতাকা তুলে দিলেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশরা তাদের তিন হাজার যোদ্ধাবিশিষ্ট সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করে। তাদের সঙ্গে ঘোড়া ছিল ২০০। এই ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মানবাহুতে রাখা হলো খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে এবং বামবাহুর দায়িত্ব দেওয়া হলো ইকরিমা ইবনু আবি জেহেলকে।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারি নিয়ে ঘোষণা দিলেন, এর হক আদায় করতে পারবে কে? কয়েকজন নবিজির দিকে এগিয়ে গেলে তিনি তরবারিটি

তাদের থেকে সরিয়ে নেন। সেই মুহূর্তে আবু দুজানা এগিয়ে এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই তরবারির হক কী?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এই তরবারি দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে করতে তা বাঁকিয়ে ফেলতে হবে।' আবু দুজানা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ঠিক আছে, আমাকে দিন, আমি তার হক আদায় করতে পারব।' তিনি আবু দুজানাকে তরবারিটি দিলেন। আসলেই আবু দুজানা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী একজন বীর যোদ্ধা। যুদ্ধের সময় তিনি ভীষণ সহসী ভঙ্গিতে হেঁটে চলতেন। তাঁর কাছে একটি লাল ফিতা ছিল। তা দিয়ে নিজের গায়ে আঘাত করলেই লোকেরা বুঝে নিত যে, তিনি এক্ষুনি রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়বেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তরবারিটি নেওয়ার পর, সেই ফিতাটা বের করলেন এবং নিজের মাথায় তা দিয়ে আঘাত করলেন। অতঃপর শত্রুব্যূহের দেয়াল ফেঁড়ে বীরদর্পে এগিয়ে চললেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রণাঙ্গন ছাড়া হাঁটাচলার এই ভঙ্গিটা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়।

ইবনু ইসহাক বলেন, যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করে। আবু দুজানা এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে, সামনে যাকে পান, হত্যা করতে করতে এগিয়ে যান। হামজা ইবনু আবদিল মুত্তালিব আরতাত ইবনু আবদ শুরাহবিলকে হত্যা করে ফেলেন। সে ছিল শত্রুবাহিনীর পতাকা বহনকারী দলের সদস্য।

জুবাইর ইবনু মুতইমের গোলাম ওয়াহশি বলেন, আমি হামজার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি নিজ তরবারি দিয়ে শত্রুকে বধ করতে থাকেন। তার সামনে কাউকেই প্রাণে বাঁচার কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল না। যুদ্ধ করতে করতে সারা দেহ ধুলোয় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মেটে রঙের উট। এই সময় সিবা ইবনু আবদিল উজ্জা আমাকে অতিক্রম করে হামজাকে আঘাত হানে। সে মাথায় আঘাত হানতে ব্যর্থ হলো। আমি হামজার প্রতি আমার বর্শা তাক করলাম। লক্ষ্য একদম ঠিকঠাক। বর্শা ছুড়ে মারলাম তাকে লক্ষ্য করে। বর্শা তার তলপেটে গিয়ে বিদ্ধ হলো এবং দুই উরুর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ অবস্থাতেও তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন খানিকটা। কিন্তু আহত দেহ বেশি দূর এগোতে দিলো না। লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। আমি কিছুটা সময় অপেক্ষা করলাম। ততক্ষণে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। আমি কাছে গিয়ে আমার বর্শা টেনে বের করলাম। এতটুকু সেরেই আমি কুরাইশ বাহিনীতে ফিরে গেলাম। হামজাকে হত্যা করা ছাড়া রণাঙ্গনে আমার আর কোনো কাজ ছিল না।

ইবনু ইসহাক বলেন, মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাপ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন। তাঁকে হত্যা করে ইবনু কামআ লাইসি। সে মনে করেছিল নবিজিকে হত্যা করে ফেলেছে। কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে সে সোৎসাহে বলতে থাকে, মুহাম্মদকে হত্যা করেছি। মুসআব নিহত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পতাকা তুলে দিলেন আলি ইবনু আবি তালিবের হাতে। আলি ও অন্য মুসলিম যোদ্ধাগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বীরবিক্রমে।

ইবনু ইসহাক বলেন, এরপর আল্লাহ মুসলিমদের ওপর সাহায্য অবতীর্ণ করেন এবং তাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করেন। আল্লাহর সাহায্যে মুসলিম বাহিনী কুরাইশদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। একপর্যায়ে তাদেরকে রণাঙ্গন থেকে বিতাড়িত করে দেন। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কাফিররা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং শোচনীয় পরাজয়বরণ করে।

ইবনু ইসহাক বলেন, জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর কসম! আমি উতবার মেয়ে হিন্দা ও তার সহচরদেরকে দিকশূন্য হয়ে ছুটতে দেখেছি। তাদেরকে পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য মুশরিকদের কোনো বড় বা ছোট দলকে এগোতে দেখলাম না। এভাবে বিজয় যখন ষোলোকলায় পূর্ণ হতে চলেছে, তখন সহসা তিরন্দাজ বাহিনী তাদের অবস্থান ত্যাগ করে পলায়নরত কুরাইশ বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে। যার ফলে গিরিপথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তখনই আমরা পেছন দিক থেকে আক্রমণের শিকার হলাম। এর মাঝেই কে যেন চিৎকার করে বলে ওঠে, 'মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।' নিরুপায় হয়ে আমরা ময়দানে ফিরে এলাম। কুরাইশ বাহিনীও আমাদের ওপর নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ একটু আগেই আমরা তাদের ঝান্ডাধারী বাহিনীকেও হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ইবনু ইসহাক বলেন, মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে শত্রুরা প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। সে দিনটি মুসলিমদের জন্য একটি পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধির দিন। বেশ কিছু মুসলিমকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের শরাবে তৃপ্ত করালেন। শত্রুবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুর নিক্ষেপ করা একটি পাথরে আহত হলেন। এতে তাঁর দাঁত ভেঙে যায় এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও ঠোঁট রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে। এই আঘাতটি করেছিল উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেদিন নবিজির সামনের দুটো দাঁত ভেঙে যায়। তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তিনি হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন, যে জাতি নবির দেহ রক্তাক্ত করে, সে জাতির কল্যাণ কীভাবে সাধিত হবে? তিনি তো তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকেই ডাকছেন। এই কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা

বলেন-

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰلِمُوْن. َ

কোনো চূড়ান্ত সমাধানের অধিকার আপনার হাতে নেই। সবকিছু আল্লাহর হাতে। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। কেননা, তারা জালিম। [সুরা আল ইমরান, আয়াত: ১২৮]

আবু দুজানা নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করতে থাকেন। তার পিঠে তির বিদ্ধ হচ্ছিল আর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আড়াল করে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। অসংখ্য তির বিদ্ধ হলো তার গায়ে। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরক্ষার চেষ্টায় তির নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সাদ বললেন, আবু দুজানা আমাকে একটার পর একটা তির দিচ্ছেন আর বলছেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। তুমি তির নিক্ষেপ করতে থাকো। এমনকি সে সময় তিনি পলকবিহীন তির দিয়ে বলছিলেন, ছুড়ে মারো।

যুদ্ধ শেষে মুসলিমগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে পাহাড়ের ঘাঁটিতে চলে গেলেন। এই সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনু আবি তালিব, তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ ও জুবাইর ইবনুল আওয়াম-সহ মুসলিমদের একটি বাহিনী।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন উবাই ইবনু খালফ সেখানে পৌঁছায়। সে চিৎকার করে বলতে থাকে, মুহাম্মদ, এবার তুমি জীবন নিয়ে ফিরে গেলেও তোমাকে দেখে নেওয়া হবে। তার এই বেয়াদবি দেখে সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ লোকটি কি কোনোভাবে অনুকম্পা পাওয়ার উপযুক্ত? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওকে ওর মতো ছেড়ে দাও। সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগিয়ে আসতেই। তিনি হারিস ইবনু সিম্মার কাছ থেকে একটি

বর্শা নিলেন। এরপর তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের ওপর ছুড়ে মারলেন বর্শার ফলা। আঘাতের চোটে উবাই ইবনু খালফ তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে এবং জমিনে লুটোপুটি খেতে থাকে মক্কায় থাকতে উবাই ইবনু খালফ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দেখা হলেই বলত, হে মুহাম্মদ, আমার একটা ঘোড়া আছে। তার নাম 'আওজ'। তাকে আমি প্রতিদিন এক ফারাক করে ভুট্টা খাওয়াই। এই ঘোড়ায় চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিতেন, বরং আমিই তোমাকে হত্যা করব, ইনশাআল্লাহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ে তাঁবুর কাছাকাছি হলে আলি ইবনু আবি তালিব পানির খোঁজে বের হন। উহুদের পাশেই ছিল 'মিহরাস' নামক জলাশয়। তিনি মশক ভরে পানি এনে নবিজিকে পান করতে দিলেন। নবিজি নাকে পানি থেকে দুর্গন্ধ অনুভূত হলে তিনি পান করতে অস্বীকৃতি জানালেন। পানি দিয়ে তিনি মুখের রক্ত ধুয়ে ফেললেন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালতে ঢালতে বললেন, আল্লাহর নবির মুখকে যে ব্যক্তি রক্তে রঞ্জিত করেছে, তার ওপর আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়েছেন।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের একটি টিলার ওপর উঠতে চাইলেন। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে তিনি উঠতে পারছিলেন না, দুটি বর্ষ হাতে নিয়ে নিজের শক্তিমত্তা দেখাচ্ছিলেন শুধু। উঠতে ব্যর্থ হলে তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ তাঁকে ঘাড়ে করে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তালহা আমার যে উপকার করল, তাতে সে (নিজের জন্য) জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।

ইবনু হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের দিন আহত হওয়ার কারণে জোহরের নামাজে ইমামতি করেন বসে বসে। মুসলিমরাও তাঁর পেছনে বসে নামাজ আদায় করেন।

অতঃপর আবু সুফিয়ান রণাঙ্গন থেকে ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। রওনা হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে, যোগ্য লোকেরা উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছে। যুদ্ধের জয়পরাজয় পালাক্রমে হয়ে থাকে। একদিন এ পক্ষে, আর একদিন অন্যপক্ষে। জয় হুবাল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধধ্বনির জবাব দেওয়ার জন্য উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তুমি বলো, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মহান। আমরা ও তোমরা এক নই। আমাদের নিহতরা জান্নাতবাসী আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামি। উমরের এই জবাব শুনে আবু সুফিয়ান বলল, উমর, একটু এদিকে এসো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উমর, যাও, সে কী বলে শুনে এসো। উমর এগিয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বলল, হে উমর, তোমাকে আল্লাহর দোহাই। সত্য করে বলো, মুহাম্মদ কি আমাদের হাতে নিহত হয়নি? উমর বললেন, আল্লাহর কসম! না। তিনি এই মুহূর্তেও তোমার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন। আবু সুফিয়ান বলল, তোমাকে আমি ইবনু কামআর চেয়ে সৎ ও সত্যবাদী মনে করি। একথা বলার কারণ হলো, ইবনু কামআ কুরাইশদের কাছে বলেছিল, আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি।

অতঃপর আবু সুফিয়ান উমরকে সম্বোধন করে বলল, 'তোমাদের নিহতদের কিছু লাশ বিকৃত করা হয়েছে। বিশ্বাস করো, আমি তা করতে নির্দেশ দিইনি, নিষেধও করিনি। তাবার এ কাজে আমি খুশিও নই, তবে অখুশিও নই।'

আবু সুফিয়ান রণাঙ্গন ত্যাগ করার সময় 'তোমাদের সঙ্গে আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার দেখা হবে' বলে যুদ্ধের আগাম ঘোষণা দিয়ে যায়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে এক সাহাবি জানিয়ে দিলেন যে, আগামী বছর তার মোকাবিলা করতে আমরাও প্রস্তুত রয়েছি।

কুরাইশ সৈন্যরা রণাঙ্গন ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলিকে বললেন, ওদের পিছু নাও, ওদের সকল কার্যবিধি পর্যবেক্ষণ করো। তারা যদি তাদের ঘোড়াগুলোকে টেনে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যায়, আর নিজেরা যদি উটে আরোহণ করে চলে, তাহলে বুঝতে হবে, তারা মক্কার পথ ধরেছে। আর যদি ঘোড়ায় আরোহণ করে ও উটগুলো টেনে নিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তারা মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। আল্লাহর কসম! তারা যদি মদিনায় আক্রমণ করতে চায়, তাহলে আমিও সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হব। আলি বলেন, আমি তাদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা ঘোড়া ছুটিয়ে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং উটে চড়ে মক্কার পথ ধরেছে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে মুসলিমরা শহিদদেরকে খুঁজতে বের হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাদ ইবনু রবিয়ার খোঁজ নাও, সে বেঁচে আছে নাকি শহিদ হয়ে গেছে। এক আনসারি সাহাবি তাকে খুঁজতে থাকেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে পেলেন নিহতদের মাঝে। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনি কাতরাচ্ছিলেন। তিনি সাদকে বললেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন, তুমি শহিদ হয়েছ, নাকি বেঁচে আছ-এই খোঁজ নিতে।

তাঁর কথা শুনে সাদ বললেন, আমি মৃতদের অন্তর্ভুক্ত। নবিজিকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, হে আল্লাহর রাসুল, সাদ ইবনু রবিয়া আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন, আপনাকে যেন উম্মতের পক্ষ হতে যথোপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হয়। মুসলিমদের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবে, সাদ ইবনু রবি বলেছে যে, তোমাদের একটি লোক জীবিত থাকতেও যদি তোমাদের নবি দুশমনের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে আল্লাহর কাছে তোমরা কোনো অজুহাত দিতে পারবে না। এর অল্পক্ষণ পরেই সাদ ইবনু রবিয়া মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা নবিজির দরবারে হাজির হয়ে সাদের খবর জানালেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খোঁজে বের হলেন। ময়দানের মাঝখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। তার পেট চিরে কলিজা বের করে ফেলা হয়েছে। নাক ও কান কেটে লাশ বিকৃত করা হয়েছে। এই করুণ দৃশ্য দেখে নবিজি বললেন, সাফিয়া যদি কষ্ট না পেত এবং যদি রীতিতে পরিণত হওয়ার ভয় না থাকত, তাহলে আমি হামজার মরদেহকে পশুপাখির খাদ্য হিসেবে রেখে দিতাম। আল্লাহ তাআলা যদি কোনো যুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে আমাকে বিজয় দেন, তাহলে আমি তাদের ৩০টি লাশ এভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ব। নবিজিকে মনোকষ্টে ভুগতে দেখে ও চাচার প্রতি নির্মম আচরণে বিক্ষুব্ধ হতে দেখে মুসলিমরাও এই মর্মে শপথ নেন যে, সামনে কখনো কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তাদের লাশ এমনভাবে বিকৃত করব, যার কোনো নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণের এই শপথ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন- তোমরা যদি কাউকে শাস্তি দাও, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে যেমন শাস্তি তোমরা পেয়েছিলে, তার সমপরিমাণ শাস্তি দাও। আর যদি সহিষ্ণুতার পরিচয় দাও, তাহলে (জেনে রেখো) ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। তুমি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। তোমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া চাই। তাদের আচরণে মর্মাহত হয়ো না এবং তাদের দুরভিসন্ধিতে মনকে সংকীর্ণ করে ফেলো না।

এই আয়াত দুটি অবতীর্ণ হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের ক্ষমা করে দিলেন এবং লাশ বিকৃত করা থেকে সবাইকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামজার লাশ একটি চাদরে আবৃত করলেন। তারপর জানাজার নামাজ আদায় করলেন। এরপর অন্যান্য লাশের পাশে এনে রাখা হলো, প্রত্যেকের জন্যই তিনি আলাদাভাবে জানাজা পড়লেন। এভাবে মোট ৭২ বার জানাজা পড়লেন।

মুসলিমরা শহিদদের লাশ দাফন করার জন্য মদিনায় নিয়ে যেতে চাইলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে স্থানান্তর করতে বারণ করলেন। সবাইকে শাহাদাতের স্থানেই দাফন করার আদেশ দেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শহিদদের লাশ দেখলেন, বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর পথে যেই আক্রান্ত হবে, কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত হওয়ার সময় তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সে রক্তের রং থাকবে টকটকে লাল আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর মতো। দেখো, এদের মধ্যে অধিক কুরআন আয়ত্তকারী কে! তাকে অন্যদের মুখোমুখি রেখে দাফন করো। এভাবে একটি কবরে দুই থেকে তিনজনকে একসঙ্গে করে দাফন করা হয়।

ইবনু ইসহাক বলেন, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫ শাওয়াল। দিনটি ছিল শনিবার। এক দিন পর অর্থাৎ শাওয়ালের ১৬ তারিখ রবিবার, নবিজির এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, নতুন করে শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে হবে। তবে এই অভিযানে গতকালের যুদ্ধে অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কাল যারা ছিল, কেবল তারাই যেতে পারবে। এই শর্ত শুনে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতা আমার সাত বোনকে পাহারা দেওয়ার জন্য আমাকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই মেয়েদেরকে পুরুষের দায়িত্বমুক্ত রেখে যাওয়া আমাদের কারো জন্যই উচিত হবে না। আর আমি বাড়ি বসে থাকব আর নবিজির সঙ্গে তোমার জিহাদে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেবো, এটিও আমার ভালো লাগছে না। তাই তুমি তোমার বোনদের কাছে থেকে যাও। বাবার আদেশ পালনার্থে আমি তাদের কাছে থেকে গিয়েছিলাম।

এ কথা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষকে ভয় দেখানো। তাদের পিছু নিয়ে মুসলিমদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করা। উহুদ যুদ্ধের সাময়িক হোঁচট তাদেরকে হতোদ্যম করতে পারেনি, এটি বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল অভিযানটির মূল উদ্দেশে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনীর পিছু নিয়ে বের হলেন এবং মদিনার অদূরে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে বিরতি নিলেন। জায়গাটি ছিল মদিনা থেকে আট মাইল দূরে। সেখানে সোম, মঙ্গল ও বুধবার, মোট তিন দিন অবস্থান করে মদিনায় ফিরে এলেন।

একদিন মাবাদ ইবনু আবি মাবাদ খুজায়ি নবিজির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। খুজায়া গোত্রের লোকেরা তিহামায় মুসলিম ও মুশরিকনির্বিশেষে নবিজির হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। নবিজির সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ছিল খুব ভালো। তিহামায় কিছু ঘটলে তারা নবিজির কাছে কিছুই লুকাত না। মাবাদ খুজায়ি তখনও মুশরিক ছিলেন। উহুদের বিপর্যয়ে সান্ত্বনা দিয়ে নবিজিকে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার এই মুসিবত আমাদেরকেও ব্যথিত করেছে। আমরা সবাই চাইছিলাম আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে সেখানে বিপদমুক্ত রাখেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামরাউল আসাদে থাকতেই মাবাদ চলে গেলেন। রাওহাতে গিয়ে মাবাদের দেখা হয় আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে। তাবা নবিজি ও সাহাবিদের নতুন করে হামলার পরিকল্পনা নিয়েছে। নিজেরা বলাবলি করছিল, মুহাম্মদের প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে শেষ করেছি কিন্তু তাদেরকে সমূলে উৎপাটন না করে ফিরে যাব-এটা কী হতে পারে? বাকিদের ওপর আমরা আক্রমণ করব এবং তাদেরকে শেষ করেই তবে আমরা নিশ্চিন্ত হব।

এই সময় মাবাদকে দেখে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে, মাবাদ, ওদিকে কী হচ্ছে? মাবাদ বলল, দেখলাম মুহাম্মদ তাঁর সাহাবিদের বিশাল জমায়েত নিয়ে তোমাদের খোঁজে বের হয়েছে। এত বড় দল আমি আর কখনোই দেখিনি। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ছে।। উহুদের ময়দানে অংশগ্রহণ না করা লোকেরাও এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এত বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে আছে, যা আমি আগে কখনো দেখিনি। আবু সুফিয়ান বলল, ধ্বংস হও তুমি, কী বলছ এ্যা? মাবাদ বলল, আল্লাহর শপথ! হয়তো তুমি রওনা হওয়ার আগেই তাদের ঘোড়ার মাথার অগ্রভাগ দেখতে পাবে। আবু সুফিয়ান বলল, কিন্তু আমরা তো তাদের বেঁচে যাওয়া লোকদের নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য নতুন আক্রমণের আয়োজন করছি।

মাবাদ বলল, আমি তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বারণ করছি। তাদের বাহিনী দেখে আমি একটা কবিতা রচনা করতে বাধ্য হয়েছি। আবু সুফিয়ান বলল, বলো তো শুনি। মাবাদ বলতে শুরু করল-

তাদের আওয়াজে আমার বাহনে যেন কম্পন উঠে গেল,

যেন ছোট লোমের ঘোড়াগুলো জমিনে ছুটে চলছে বানের মতো।

উঁচু থেকে ধেয়ে আসছে যেন বিরাট বিরাট সিংহের দল,

তারা নয় রণাঙ্গনে শত্রুর মুখে উদাসীন, নয় নিরস্ত্রের মতো দোদুল্যমান।

এটি আবু সুফিয়ান ও তার অনুচরদেরকে নিরত হতে বাধ্য করল।

এ সময় বনু আবদুল কাইসের একটি কাফেলার সঙ্গে দেখা হলো আবু সুফিয়ানের। আবু সুফিয়ান বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, মদিনায়। আবু সুফিয়ান বলল, কী কাজ? তারা বলল, খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা। সে বলল, তোমরা কি মুহাম্মদের কাছে আমার একটা সংবাদ পৌঁছে দিতে পারবে? আমার এই কাজটুকু করে দিলে বিনিময়ে। আগমীকাল উকাজ বাজারে বেশ পরিমাণ কিশমিশ পাবে। তারা আবু সুফিয়ানের প্রস্তাবে রাজি হলো। সে বলল, মুহাম্মদকে বলবে, আমরা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর আক্রমণ করে বাকিদেরকে নিঃশেষ করে দিতে মনস্থ করেছি। এ সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামরাউল আসাদে ছিলেন। বনু আবদিল কাইস সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আবু সুফিয়ানের বলে দেওয়া কথা শোনালেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কথা শুনে বললেন, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই অতি উত্তম কর্মবিধায়ক।

ইবনু ইসহাক বলেন, উহুদ যুদ্ধ ছিল চরম পরীক্ষা ও মুসিবতের দিন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পরীক্ষা করেছেন ও মুনাফিকদের আলাদা করেছেন। যারা মুখে ঈমানের দাবি করত কিন্তু মনে মনে গোপনে কুফরি লালন করত, এই দিন তারা চিহ্নিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা যেসব প্রিয় বান্দাকে শাহাদাতের মর্যাদায় সম্মানিত করার ইচ্ছা রাখেন, তাদেরকে শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় সম্মানিত করেন।

২৪ ভাড়া

ইবনু ইসহাক বলেন, সেদিন আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে যারা শহিদ হন, তাদের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৬৫ জন এবং মুশরিকদের মধ্য হতে নিহত হয় ২২ জন।

খন্দকের যুদ্ধ :

এ যুদ্ধের বিবরণ হলো, সাল্লাম ইবনু আবিল গুকাইক ও হুয়াই বিন আগতাবসহ ইহুদিদের একটি বাহিনী বনু নাজির ও বনু ওয়ায়েল গোত্রচয়ের সঙ্গে মিলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে একজোট হয়। জোটবদ্ধ হয়ে তারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গমন করে তাদেরকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানায়। ইতিবাচক জবাবে তারা বলল, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে হলে আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের সঙ্গেই আছি এবং তাঁকে নির্মূল করা পর্যন্ত থাকব।

কুরাইশরা তাদেরকে আরও বলল, হে ইহুদি বাহিনী, আপনারাই তো প্রথম আহলে কিতাব। আমরা এবং মুহাম্মদ যেই বিষয়ে মতপার্থক্য করছি, সেক্ষেত্রেও আপনাদের জানা আছে যে, আমাদের দ্বীন উত্তম না তাঁর দ্বীন?

তারা বলল, বরং আপনাদের দ্বীনই তাঁর দ্বীন থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনারাই তাঁর থেকে অধিক হকের ওপর আছেন। এদের ব্যাপারেই কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়

الم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، أُولَيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ ، وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا لَّ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ منَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَفِيرًا ، أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ على ما أنهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ : فَقَدْ أتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَ أَتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ الَّا وَ كفى بجهنم سعيرًا.

আপনি কি ওদেরকে দেখেননি, যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা মূর্তি ও তাগুতকে মান্য করে আর যারা কুফরি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে বলে, এরাই মুমিনদের থেকে অধিকতর সুপথে রয়েছে। এরাই সেসকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দেন। আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন, তার জন্য তুমি কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। নাকি তাদের জন্য রাজত্বে কোনো অংশ আছে? তাহলে তো তারা মানুষকে সামান্য পরিমাণও দেবে না। তারা কি মানুষের প্রতি হিংসা করে আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য? আমি তো ইবরাহিমের বংশধরকেও ধান করেছি কিতাব, হিকমত এবং তাদেরকে আরও দান করেছি সুবিশাল রাজত্ব। তখন তাদের কেউ তো তার ওপর ঈমান এনেছিল এবং কেউ তার থেকে বিরত থেকেছে। জ্বলন্ত অগ্নি হিসেবে জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট।

[সুরা নিসা, আয়াত: ৫১-৫৫]

তাদের এরূপ ইতিবাচক উত্তর কুরাইশদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ তোলে এবং তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আরও তৎপর ও উৎসাহী হয়ে ওঠে। এভাবে তারাও একাত্মতা পোষণ করে এবং পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হয়। অতঃপর ইহুদিদের সেই দলটি সেখান থেকে বেরিয়ে কাইসে আইলানের গাতফানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানায়। তারা একথাও বলে যে, তাঁর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে তারাও তাদের পাশেই থাকবে এবং কুরাইশরাও তাদের সমর্থন দেবে। সবাই একজোট হয়েছে শুনে তারাও এ জোটের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশরা তাদের নেতা আবু সুফিয়ান ইবনু হরবকে নিয়ে বের হয়। গাতফান গোত্র বের হয় তাদের নেতাদের নিয়ে। বনু ফাজারা থেকে তাদের নেতা ছিল উয়াইনা ইবনু হিসন। বনু মুররা থেকে তাদের নেতা ছিল আল হারিস ইবনু আউফ। আর মিসআর ইবনু রুখাইলা ছিল আশজা গোত্র থেকে আসা তার অনুসারীদের নেতা।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের ব্যাপারে শুনতে পান এবং যেই বিষয়ে তারা একজোট হয়েছে, সেই ষড়যন্ত্রের কথাও তাঁর কানে আসে, তখন তিনি মদিনার চতুর্দিকে খন্দক খনন করেন। সাওয়াবের প্রতি মুসলিমদের উৎসাহিত করতে তিনি নিজেও খননকাজে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিমরাও কাজ করেন। সুতরাং তিনিও পরিশ্রম করেন এবং তারাও বিরামহীন পরিশ্রম করেন।

একদল মুনাফিক এই মহৎ কাজে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের থেকে পিছিয়ে থাকত। তারা এমন ভান করত যে, কাজ করতে করতে তারা দুর্বল হয়ে গেছে এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না জানিয়ে, এমনকি তাঁর অনুমতি বিনে তারা কাজ ছেড়ে নিজেদের পরিবারের কাছে চলে যেত।

অপরদিকে মুসলিমদের অবস্থা ছিল ব্যতিক্রম। তাদের কারো কোনো অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিলেও তারা চলে যেতেন না। বরং তা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থাপন করতেন, এরপর তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইতেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে অনুমতি দিতেন। প্রয়োজন পুরা হয়ে গেলে তাঁরা আবার নিজ কাজে ফিরে আসতেন কল্যাণ ও সাওয়াবের আশায়।

ইবনু ইসহাক বলেন, পরিখা খনন সম্পর্কিত বহু হাদিস আমার কাছে এসেছে। এসব হাদিসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার বিষয়ে এমন দৃষ্টান্ত আছে, যা মুসলিমগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিখা-খননের কাজ শেষ হলে কুরাইশরা বিভিন্ন গোত্র ও জাতির ১০ হাজার সেনা নিয়ে আগমন করে। তাদের সঙ্গে বনু কিনানা এবং তিহামাবাসীর অনেক লোকও ছিল। এদেরকে নিয়ে কুরাইশরা অবস্থান নেয় জুরুফ ও জাগাবার মধ্যবর্তী রোমার 'মুজতামাউল আসয়াল' নামক স্থানে। অপরদিকে গাতফান গোত্র তাদের অনুসারী নজদবাসীকে নিয়ে উহুদের দিকে নাকমা উপত্যকায় অবতরণ করে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমগণ তিন হাজার সৈন্য নিয়ে রওনা করেন এবং সালা পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে অবস্থান নেন। সেখানেই তিনি নিজের সৈন্যশিবির স্থাপন করেন। পরিখা ছিল তাঁর এবং শত্রুদের মাঝখানে।

ইবনু ইসহাক বলেন, বনু নাজির গোত্রের হুয়াই বিন আখতাব বনু কুরাইজার কাব ইবনু আসাদের কাছে আসে। বনু কুরাইজার যাবতীয় চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা তার হাতেই হয়। সোতার কওমের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সন্ধি করে এবং এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি করে। কাব হুয়াই বিন আখতাবের কণ্ঠ শুনতেই তার দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়। প্রবেশের অনুমতি চাইলে কাব দরজা খুলতে অস্বীকার করে। এতে হুয়াই ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, ধ্বংস হ তুই হে কাব, দরজা খোল।
কাব বলল, তুই ধ্বংস হ হে হুয়াই, তুই বড় খারাপ লোক। মুহাম্মদের সঙ্গে আমি চুক্তি করেছি। সেই চুক্তি আমি ভাঙতে পারব না। তা ছাড়া সব সময়ই আমি তাঁকে ওয়াফাদার ও সত্যবাদীই পেয়েছি।

হুয়াই বলল, আরে বেটা, দরজাটা আমাকে খুলে দে। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

সেবলল, না, আমি খুলতে পারব না।

হয়াই বলল, তুমি তো আমার সামনে দরজা বন্ধ করছ না। বরং বন্ধ করছ তোমার সঙ্গে আমার জাশিশ খাওয়ার পথ। (জাশিশ আরবের এক প্রকার খাদ্য। শস্যদানা চূর্ণ করে হাতে গোশত বা খেজুর মিশিয়ে রান্না করা হয়।)

এ কথা বলে সে তাকে ক্ষেপিয়ে দেয়। তাই সে তার জন্য দরজা খুলে দেয়।

এবার সে বলল, ধ্বংস হোক তোমার হে কাব, আমি তো তোমার কাছে নিয়ে এসেছি গোটা পৃথিবীর শক্তি এবং সর্বগ্রাসী সাগর। কুরাইশদেরকে তাদের নেতা ও কমান্ডারসহ তোমার কাছে নিয়ে এসেছি এবং তাদেরকে বোমার মুজতামাউল আসয়ালে অবতরণ করিয়েছি। অপরদিকে গাতফান গোত্রকেও তাদের নেতা ও কমান্ডারসহ হাজির করে রেখেছি উহুদের দিকে অবস্থিত নাকমা উপত্যকায়। তারা আমাকে কথা দিয়েছে এবং আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তারা মুহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীদের নির্মূল না করে এখান থেকে সরবে না।

কাব তাকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি আমার কাছে যুগের সমুদয় লাঞ্ছনা ও বৃষ্টিহীন এমন মেঘ নিয়ে এসেছ, যা শুধু গর্জন করে এবং যার থেকে বিজলি চমকায়। বাস্তবে তাতে কিছুই নেই। হে হুয়াই, তুমি ধ্বংস হও। আমাকে আমার অঙ্গীকার ও চুক্তিনামার উপর থাকতে দাও। কারণ, আমি মুহাম্মদ থেকে বিশ্বস্ততা ও সততা ছাড়া ভিন্ন কিছু পাইনি।

কাবকে তার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনতে হুয়াই বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে কাব এই শর্তে সম্মত হয় যে, সে তার সঙ্গে আল্লাহর নামে এই মর্মে শপথ করবে, কুরাইশ এবং গাতফান গোত্র মুহাম্মদের কোনো ক্ষতি না করে ফিরে যাবে। তাহলে আমি তোমার দুর্গে প্রবেশ করব। এতে করে তোমার যা হবে, আমারও যেন তাই হয়। এই শর্তে কাব ইবনু আসাদ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার মধ্যকার চুক্তি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

এ সংবাদ যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি আউস গোত্রের সরদার সাদ ইবনু মুয়াজ ও খাজরাজ গোত্রের সরদার সাদ ইবনু উবাদাকে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ও খাউওয়াত ইবনু জুবাইরসহ পাঠান। তাদেরকে পাঠানোর সময় তিনি বলেন, তোমরা গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আসবে, আসলে আমাদের কানে যা এসেছে, তা সত্য নাকি মিথ্যা?

যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে গোপনে জানাবে এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করবে না। আর যদি আমাদের এবং তাদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে, সে ব্যাপারে তারা এখনও ওয়াফাদার থাকে, তাহলে লোকদেরকে তা প্রকাশ্যে জানিয়ে দেবে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা নিয়ে তারা চারজন বনু কুরাইজা গোত্রে যান। গিয়ে দেখতে পান, তাঁরা যা শুনেছেন অবস্থা এর চেয়েও অধিক মারাত্মক।

তাই তাঁরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে প্রথমে সালাম বিনিময় করলেন। অতঃপর বললেন, তারা তো আরেক আব্দল এবং কারারা গোত্র।

আদল এবং কারারা গোত্রদ্বয় যেরূপ খুবাইব এবং তাঁর সহচরবৃন্দের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তারাও তেমনই প্রতারণা করছে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে বললেন, আল্লাহু আকবার। হে মুসলিম সম্প্রদায়, সুসংবাদ গ্রহণ করো।

ইবনু ইসহাক বলেন, এ সময় বিপদ আরও ভয়াবহ রূপ নেয় এবং আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। শত্রুরাও ওপর-নিচ সর্বদিক থেকেই আসতে থাকে। এ অবস্থায় মুমিনগণ যাচ্ছেতাই ধারণা করতে থাকেন। আর অপরদিকে কিছু মুনাফিকের মুনাফিকিও প্রকাশিত হয়ে যায়।

এ অবস্থায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুশরিকরাও বিশ রাতের অধিক প্রায় মাসখানেকের মতো অবস্থান করেন। এ সময় তাদের তির ছোড়াছুড়ি ও অবরোধ ব্যতীত কোনো যুদ্ধই হয়নি।

এ বিপদ যখন মানুষের জন্য কঠিনতর হয়ে পড়ে, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাতফান গোত্রের দুই কমান্ডার উয়াইনা ইবনু হিসন ও আল হারিস ইবনু আউফকে ডেকে আনেন এবং তাদেরকে মদিনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদান করেন এই শর্তে যে, তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদেরকে ছেড়ে নিজেদের সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফিরে যাবে। তাদের মাঝে শুধু সন্ধি বিষয়ক আলোচনা হয় এবং লেখকরা সন্ধিপত্র লিখেও ফেলে। কিন্তু এখনো কোনো সাক্ষী রাখা হয়নি এবং কচুক্তিও চূড়ান্ত করা হয়নি। বরং হয়েছে শুধুমাত্র কথা চালাচালি।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চাইলেন চুক্তি চূড়ান্ত করবেন, তখন তিনি সাদ ইবনু মুয়াজ ও সাদ ইবনু উবাদাকে ডেকে আনেন এবং তাদের সন্ধির ব্যাপারটি তুলে ধরে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটি কি এমন বিষয়, যা আপনি পছন্দ করছেন; তাহলে আমরা তা করে দেবো, নাকি এমন কোনো ব্যাপার, যা করতে আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন এবং তা আমাদের জন্য করা অপরিহার্য, নাকি এমন কোনো বিষয়, যা আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের জন্য করছেন?

-

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, এটি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট কোনো বিষয় নয়। বরং আমি নিজ ইচ্ছাতেই তোমাদের উপকারার্থে তা করছি। আল্লাহর কসম! আমি কেবল তা এজন্যই করছি যে, আমি লক্ষ করেছি আরবরা একজোট হয়ে তোমাদের ওপর তির নিক্ষেপ করেছে এবং চতুর্দিক থেকে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই আমি চেয়েছি, তাদের শক্তি তোমাদের থেকে সরিয়ে অন্য কোনো দিকে নিয়ে যেতে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বক্তব্য শুনে সাদ ইবনু মুয়াজ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এরাসহ আমরা সকলেই আল্লাহর সঙ্গে শিরক করতাম এবং মূর্তির পূজা করতাম। আমরা আল্লাহর উপাসনা করতাম না। এমনকি তাকে চিনতামও না। এ

অবস্থাদও তারা এ সকল মিথ্যা মুটি থেকে একটি স্বেছরও আতিথেয়তা কিংবা মিছি সমর্থিত আছেন, তাই পথ দেখিয়েছেন এবং আপনার দ্বারা ও আরি যারা আমাদের শারদারী সংদেন, তখন কি আমরা আমাদের সাক্ষর এখনিতেই তাদেরকে নিজে সেবেও আল্লাহর কার্য এটি আমাদের কথার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ঘরয় করেছে অথবা কেবল তাদেরকে তরবারই দেবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি

বাইসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তোমার কথাই হবে।

অতপের সাদ ইবনু মুহাজ চুক্তিপত্র হাতে তার যাবতীয় লেখা মুছে ফেলেন এবং বলেন,

হনু হাবকে বলেন, এই পরামর্শের পর নাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমগণ নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করেন। আর তাদের গরুরা তাদের অবযোগ করে আছে। এ পান্ত অদের মতে কোনো লড়াই হয়নি। কবে এটুকু হয়েছে, কুরাইশের কিছু ঘোড়সওয়ার যুদ্ধের পোশাকে

সন্দিত হয়ে আপন আপন ঘোড়ায় চড়ে বের হয়। করে ঘোড়ায় পদাঘাত করতে থাকে। ফলে সেই অংশ দিয়ে ঘোড়াগুলো ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলি একগন মুসলিমকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং সেই সীমান্ত দিয়ে তারা নিজেদের ঘোড়া প্রবেশ করায়, সেই সীমান্তেই তাঁরা তাদের ওপর আক্রমণ করেন। ফলে ঘোড়সওয়াররা তাদের দিকে গৌড়ে

ইবনু হিশাম বলেন, কথিত আছে, মূলত সালমান ফারসিই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাগ্রামকে পাইখা খননের পরামর্শ দেন। কিছু আহলে ইলম আমাকে বলেছেন, বন্দরের যুদ্ধের সময় মুহাজিরাবা বলেন, সাদমান আমাদের লোক। আবার আনসাররা বলেন, সাদমান আমাদের লোক। আলমানকে মুহাজির ও আনসারদের এমন টানাটানির মাসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইাই ওয়া সাল্লাম বললেন, সালমান আমাদের আহলে বাইতের

বন্দকের যুদ্ধের সময় মুহাজির এবং বনু কুরাইভার শ্লোগান ছিল, ধামিম, তারা বিজয়ী

ইবনু ইসহাক বলেন, মুসলিমদের শত্রুবা তাঁদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করছে এবং সন্ত্রাসিক থেকে তাঁদের দিকে দেয়ে আসছে। এই কারণেই নবি সাল্লাল্লার আদাইরি ওরয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ আল্লাহর দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে নিপতিত ছিলেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, ইত্যবসরে নুআইম ইবন মাসউদ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার সম্প্রদায় আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানে না। তাই আপনি যা ইচ্ছা, আমাকে আদেশ করতে পারেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি। তোমার পক্ষে সম্ভব হলে এদিক-সেদিকের কথা বলে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখো। কারণ, যুদ্ধ মানেই কৌশল ও শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়া।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আলাপচারিতা শেষে নুআইম ইবনু মাসউদ বেরিয়ে পড়েন। এমনকি তিনি বনু কুরাইজাতেও চলে আসেন। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি ছিলেন তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই সূত্রে তাদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের কী পরিমাণ ভালোবাসি, তা তো তোমাদের জানাই আছে। বিশেষত আমার এবং তোমাদের মাঝে যে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, সেটাও তোমাদের অজানা নয়।

তারা বলল, তুমি যথার্থই বলেছ। তুমি আমাদের কাছে কোনোভাবেই অভিযুক্ত নও।

তিনি তাদের বললেন, কুরাইশ এবং গাতফান তোমাদের মতো নয়। এ ভূখণ্ড তোমাদের ভূখণ্ড। তোমাদের অর্থকড়ি, সন্তানাদি ও স্ত্রীরাও এখানেই থাকেন। এ ভূখণ্ড ছেড়ে তোমরা অন্য কোথাও যেতে পারবে না। কুরাইশ ও গাতফানরা মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। আর এ যুদ্ধে তোমরাও তাদের সহায়তা করেছ। কিন্তু মনে রাখবে, তাদের ভূখণ্ড, ধনসম্পদ ও নারীরা কোনোটিই এখানে নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তাদের অবস্থা তোমাদের মতো নয়। তারা যদি কোনো সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে তাকে কাজে লাগিয়ে মুহাম্মদের ওপর আক্রমণ করে বসবে। অন্যথায় কিন্তু তারা নিজ নিজ দেশে চলে যাবে এবং তোমাদেরকে ও তোমাদের দেশের এই লোকটিকে একাকী রেখে যাবে। এ অবস্থায় সে যদি শুধু তোমাদের বিরুদ্ধেই লড়তে আসে, তখন কিন্তু তাঁর মোকাবিলা করার মতো শক্তি তোমাদের নেই। তাই আমার পরামর্শ হলো, তোমরা যুদ্ধে নামবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা তাদের থেকে বন্ধক স্বরূপ তাদের কিছু নেতৃস্থানীয় লোককে আনতে পারবে। এসব নেতৃস্থানীয় লোক তোমাদের হাতে প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসেবে থাকবে যে, তোমরা তাদের সঙ্গে মিলে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ করবে। যতক্ষণ না তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামছ, ততক্ষণ তারা তোমাদের হাতে বন্ধকরূপেই থাকবে।

তার কৌশলী ও সূক্ষ্ম পরামর্শ তাদের বেশ মনঃপূত হয়। তাই তারা বলল, তুমি তো বড় বৃদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরামর্শ দিয়েছে।

অতঃপর তিনি এখান থেকে বের হয়ে কুরাইশদের কাছে যান এবং আবু সুফিয়ান ইবনু হারব ও তার সঙ্গে থাকা কুরাইশের অন্যান্য নেতৃবর্গকে বললেন, তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং মুহাম্মদের সঙ্গে আমার দূরত্ব ও সম্পর্কহীনতার ব্যাপারী তোমরা নিশ্চয়ই জানো। আমার কাছে একটি তথ্য এসেছে। তোমাদের কল্যাণকামী হিসেবে আমি মনে করি, তথ্যটি তোমাদের কাছে পৌঁছানো আমার জন্য অত্যাবশ্যক। তোমাদের সমীপে অনুরোধ, তোমরা অন্য সবার কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রাখবে।

তারা বলল, ঠিক আছে, আমরা গোপন রাখব।

তিনি বললেন, তোমরা বিশ্বাস করো, ইহুদি সম্প্রদায় তাদের ও মুহাম্মদের মধ্যকার চুক্তির বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে যা করেছে, তাতে তারা এখন লজ্জিত। তাই তারা মুহাম্মদের কাছে খবর পাঠিয়ে বলেছে, আমরা যা করেছি, সেই বিষয়ে আমরা লজ্জিত। আমরা যদি কুরাইশ ও

গাতফান গোত্রদ্বয় থেকে তাদের কয়েকজন নেতৃবর্গকে তুলে এনে আপনার হাতে তুলে দিই, আর আপনি তাদের গর্দান উড়িয়ে দেন, এরপর তাদের অবশিষ্টদেরকে নির্মূল করা পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সঙ্গে থাকি, তাহলে কি আপনি আমাদের প্রতি পুনরায় সন্তুষ্ট হবেন?

তাদের এমন লোভনীয় প্রস্তাবে মুহাম্মদ ইতিবাচক উত্তর পাঠায়।

তাই আমার পরামর্শ হলো, ইহুদিরা যদি তোমাদের নেতৃবর্গকে বন্ধকরূপে চেয়ে তোমাদের কাছে লোক পাঠায়, তাহলে তোমরা তোমাদের একজন লোককেও তাদের হাতে দেবে না।

এভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং গাতফান গোত্রের কাছে গিয়ে বলেন, হে গাতফান সম্প্রদায়, তোমরাই তো আমার শিকড়, আমার আত্মীয়স্বজন ও সর্বাধিক প্রিয়ভাজন। আমি তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করতে দেখি না।

তারা বলল, সত্য বলেছ। তুমি কোনো বিষয়েই আমাদের কাছে অভিযুক্ত নও।

তিনি বললেন, তাহলে আমি যা বলব, তা আমি ছাড়া সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

তারা বলল, ঠিক আছে, আমরা তাই করব। কী বলতে চাইছ তুমি বলো?

অতঃপর তিনি কুরাইশদের যা বললেন, তাদেরকে একই কথা বললেন এবং যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন, এদেরকেও একই বিষয়ে সতর্ক করলেন।

৫ম হিজরির শাওয়াল মাস, শনিবার রাত। এই রাতে আল্লাহ তাআলা নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেন যে, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব ও

রাজগানের বড় বড় মাখ্যারা নিলে কুরাইশ ও গাতদানের একদল লোক-সহ উত তো জানোই যে, আমরা স্থায়ী কোনো দেশে অবস্থান করছি না। তাছাড়া আমাদের উটও গোড়াগুলোও এলাংসে হয়ে গেছে। তাই আমাদের সহযোগিতা করতে তোমরা সরালেই চাড়ব প্রস্তুতি নাও, যাতে করে আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের ও তাঁর মধ্যাকার সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারি।

হনু কুরাইজা উত্তর দিলো, আজ শনিবার। এ দিনে আমরা সাধারণত কোনো যুদ্ধবিগ্রহ করি না। একবার আমাদেরই একজন এই দিনে এমন কিছু করার ফলে বিপদে পড়েছে। অবশ্য এটি তোমাদের জন্য মোটেই বিপজ্জনক নয়। এতদসত্বেও আমরা তোমাদের সঙ্গে ভাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে যেতে রাজি আছি। তবে শর্ত হলো, তোমাদের কিছু লোককে আমাদের কাছে প্রমাণ হিসেবে থাকবে। কেননা, আমরা আশঙ্কা করি, যুদ্ধ যদি তখন তোমরা নিজেদের দেশে পালিয়ে যাবে, আর আমাদেরকে এখানে একাকী ফেলে শক্তিসামর্থ্য আমাদের নেই।

বলল, আল্লাহর কসম! নুআইম ইবনু মাসউদ তোমাদের কাছে যা বলেছে, তা দেখছি বাস্তবেই সত্য। সুতরাং তোমরা বনু কুরাইজার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের একজন লোককেও তোমাদের কাছে বন্ধক রাখব না। তোমরা যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে এমনিতেই এসে যুদ্ধ করো।

প্রতিনিধিরা যখন এই উত্তর নিয়ে বনু কুরাইজার কাছে যায়, তখন তারা বলল, দেখলে তো, নুআইম ইবনু মাসউদ তোমাদের কাছে যা বলেছেন, নিঃসন্দেহে তা-ই সত্য। এরা শুরু যুদ্ধই করতে চায়। যদি কোনো সুযোগ পায়, তাহলে তা কাজে লাগাবে। অন্যথায় নিজেদের দেশে ফিরে যাবে আর তোমাদেরকে ও তোমাদের দেশের এই লোকটিকে একারী ফেলে রাখবে। সুতরাং হে প্রতিনিধিরা, তোমরা কুরাইশ ও গাতফানে গিয়ে বলো, তোমরা তোমাদের কিছু লোককে আমাদের কাছে বন্ধকরণে না দিলে আমরা তোমাদের সাঙ্গে মিলে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব না। বনু কুরাইজার এমন বক্তব্যে তারা সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। এদিকে আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে যুদ্ধ না করার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি তীব্র এক শীতের রজনিতে প্রচণ্ড বায়ু তাদের বিরুদ্ধে পাঠন। এতেন প্রলয়ঙ্করী বাতাস তাদের ডেগ-পাতিল উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং ঘরবাড়ি বাসে করে দেয়।

বিবনু ইসহাক বলেন, তাদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা দে ইবনু ইক বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন, এ সংবাদ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলে হুজাইফা ইবনুল ইয়েমেনকে ডেকে আনেন এবং রাতে কুরাইশ ও তাব্দের জোট বাহিনী কী করেছে, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁকে পাঠান। যাওয়ার ভাড়ালে তিনি তাঁকে বলে দেন, হে হুজাইফা, যাও, শত্রুশিবিরে ঢুকে দেখে এসো তারা কী করছে? আমাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত কারো সঙ্গে কোনো কিছুই করতে যাবে না।

হুজাইফা বলেন, অতঃপর আমি গেলাম এবং তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে দেখলাম, বাতাস ও আল্লাহর বিশেষ সৈন্যবাহিনী তাদের সঙ্গে যা করার তাই করে। বাতাস তাদের কোনো কিছুই বাকি রাখেনি। না পাতিল, না আগুন কিংবা ঘরবাড়ি।

অতঃপর আবু সুফিয়ান ইবনু হারব দাঁড়িয়ে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, প্রত্যেকেই যেন দেখে, তার পাশে কে বসে আছে?

হুজাইফা বলেন, আমি আমার পাশে থাকা লোকটির হাত ধরে বললাম, তুমি কে?

সে বলল, অমুকের ছেলে অমুক।

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলল, হে কুরাইশ বাহিনী, তোমরা বর্তমানে যেখানে আছ, তা তো তোমাদের স্থায়ী আবাসভূমি নয়। তোমাদের ঘোড়া ও উটগুলোও শেষ হয়ে গেছে। আবার বনু কুরাইজা আমাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং তাদের সম্পর্কে আমরা এমন তথ্য জানতে পারি, যা আমরা আশা করিনি। আর যে তীব্র বাতাসের মুখোমুখি আমরা হয়েছি, তা তো তোমাদের চোখের সামনেই আছে। আমাদের পাতিলগুলোও ঠিক নেই। নেই আমাদের কোনো আগুন ও ঘরবাড়ি। সুতরাং এখন তোমরা নিজ ভূখণ্ডে ফিরে যাও। আমিও ফিরে যাচ্ছি। ভাষণ শেষে সে তার উটের কাছে যায়। উট তখন বাঁধা ছিল। অতঃপর সে তাতে বসে এবং চলার জন্য তাকে পদাঘাত করে। পদাঘাত করতেই উটটি তাকে নিয়ে তিনবার লাফ দেয়। আল্লাহর কসম! সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উটের রশি খুলে দিয়েছে। যদি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই আদেশ না করতেন যে, আমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি কোনো কিছুই করতে যেয়ো না এবং আমিও তা মেনে না নিতাম, তাহলে সেখানেই তাকে তির নিক্ষেপ করে হত্যা করে ফেলতাম।

হুজাইফা বলেন, আমি যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসি, তখন দেখি, তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর পাঠানো ইজার সদৃশ চাদরে নামাজরত আছেন। আমাকে দেখে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পায়ের দিকে প্রবেশ করালেন এবং আমার গায়েও সেই চাদরের এক অংশ রাখলেন। অতঃপর আমাকে এভাবে চাদরের ভেতরে রেখেই তিনি রুকু-সিজদা করলেন। সালাম ফিরানোর পর আমি তাঁকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরি। এদিকে কুরাইশদের এমন কাহিনী শুনে গতফান গোত্রও দ্রুত নিজ দেশে ফিরে যায়।

ইবনু ইসহাক বলেন, সকাল হলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিম অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলে যুদ্ধের ইতি টেনে খন্দক ছেড়ে মদিনায় ফিরে যান।

নোট:উপরিউক্ত আলোচনাগুলো 'কাসাসুল আম্বিয়া' ও 'নবীদের কাহিনী' বই থেকে নেয়া হয়েছে